পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 48 Friday, 17 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা ❋ ৩ মাঘ ১৪৩১, শুক্রবার, ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নবান্ন অভিযান বন্ধের প্রয়োজন নেই, সাফ জানাল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ নবান্ন অভিযান করা যাবে না। এই দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার সেই আবেদন খারিজ করে দিল আদালত। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এই শহরের মানুষেরা মিছিল-মিটিং এ অভ্যস্ত। দীর্ঘদিন ধরেই এসব চলছে, আর এর মধ্যেও তারা শান্তিপূর্ণভাবেই থাকে। তাই নবান্ন অভিযান বন্ধ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না আদালত। নিয়োগে বেনিয়ম থেকে শুরু করে আরজি কর কাণ্ড সহ একাধিক ইস্যুতে নবান্নে অভিযান চালিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। সে সব ঠেকাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে পুলিশকে। এরই মধ্যে গঙ্গাসাগরের আবহে নতুন করে যাতে কোনও নবান্ন অভিযান না হয়, সেই দাবিতেই মামলা করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। তিনি নির্দেশ দেন, ''শান্তি শৃঙ্খলা দেখা রাজ্যের কাজ। তারাই ব্যবস্থা করবে যাতে পুণ্যার্থীদের যাতে অসুবিধা না হয়।'' গঙ্গাসাগরে যে পুণ্যার্থীরা যাতায়াত করছেন, তাঁরা ফিরে কালীঘাটে যান। নবান্ন অভিযান হলে তাঁদের সমস্যা হবে। এই দাবি নিয়েই হাইকোর্টে মামলা করেছিল গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রী সংযুক্ত কমিটি। সেই মামলা খারিজ হয়ে যায় এদিন। সম্প্রতি নতুন করে রাত দখলের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা হয়। সেখানো নবান্ন অভিযান করতে চেয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। সেই মামলাতেও রাজ্য এই জনস্বার্থ মামলার কথা উল্লেখ করে। রাত দখলের অনুমতি দেওয়া হলেও, নবান্ন অভিযানের অনুমতি দেয়নি আদালত।

প্রসূতিমৃত্যু কাণ্ডে মেদিনীপুর মেডিক্যালের ১২ চিকিৎসককে সাসপেন্ড

গাফিলতি বরদাস্ত নয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ মেদিনীপুরে প্রসূতি-মৃত্যু কাণ্ডে সিআইডি তদন্তের পাশাপাশি সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে, সাংবাদিক বৈঠক করে সে অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ডের কথা ঘোষণা করেন তিনি। নাম করে করে প্রত্যেকের গাফিলতি চিহ্নিত করেন নবান্নের বৈঠকে। পাশাপাশি তিনি এদিন বলেন, ওষুধের ডেট পেরিয়ে যাচ্ছে কিনা বা তা ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, তা সবসময় মনিটর করা হয়। যে স্যালাইন কাঠগড়ায়, তা এখনও অন্য একাধিক রাজ্যে চলছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। আপাতত মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ১২ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ''মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ওই বিভাগের আরএমও ডক্টর সোমেন দাসকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সিআইডি এর পরে বাকি তদন্ত করবে। সেই সঙ্গে ডক্টর দিলীপ কুমার পাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর হিমাদ্রী নায়েক, ডক্টর মহম্মদ আলাউদ্দিন, ডক্টর জয়ন্ত কুমার রাউত (এমএসভিপি), ডক্টর পল্লবী ব্যানার্জী (সিনিয়র আরএমও), ডক্টর মৌমিতা মণ্ডল (পিজিটি) ডক্টর ভাগ্যশ্রী কুণ্ডু (পিজিটি), ডক্টর সুশান্ত মণ্ডল (ফার্স্ট ইয়ার পিজিটি), ডক্টর পূজা সাহা (ফার্স্ট ইয়ার পিজিটি), ডক্টর মনীশ কুমার (ফার্স্ট ইয়ার পিজিটি), ডক্টর জাগৃতি ঘোষ (সেকেন্ড ইয়ার পিজিটি)-সবাইকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''যাঁরা সেদিন দায়িত্বে ছিলেন, যাঁদের জন্য এই কাণ্ড হয়েছে, তাঁদের রাখা যাবে না। তাঁদের হাতে অন্য রোগীরও ক্ষতি হতে পারে। সেই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''মানুষের জবাব চাওয়ার অধিকার আছে। যেখানে অন্যায় হয়, সেখানে কথা উঠবেই। আমরা যেমন চিকিৎসকদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তেমনি মানুষের দিকটাও দেখতে হবে। তাই তদন্তের সমস্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'' মুখ্যসচিব রিপোর্ট পড়ে এদিন বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন, সার্জারির সময়ে সিনিয়র চিকিৎসকদের তরফে যে যে বিষয় মেনে চলার কথা ছিল, তার অনেকটাই মানা হয়নি বলে জানা গেছে। মুখ্যসচিব জানান, দুটি রিপোর্টেই মেদিনীপুরে চিকিৎসকদের গাফিলতির তথ্য উঠে এসেছে। সেদিন আরএমও এবং কল ডিউটিতে যে ডাক্তাররা ছিলেন তাঁরা ওটিতে দেখতে যাননি। চিকিৎসক সৌমেন দাসকে ডাকা হলেও তিনি একবার দেখেই চলে গিয়েছিলেন। জুনিয়র ডাক্তারদের নিয়ে অপারেশন করা হয়েছিল। অ্যানাস্থেসিয়া সিনিয়র ডাক্তারদের দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। সেটাও পিজিটিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়ায় গাফিলতি ছিল। এমনকী রোগীর বাড়ির লোককে দিয়ে জোর করে মুচলেখাও লেখানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন চিকিৎসকদের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ''৮ ঘণ্টা যে ডিউটি আওয়ার রয়েছে চিকিৎসকদের, তা অনেকেই পালন করেন না। সেই সময়ের মধ্যেই তাঁরা বেসরকারি জায়গায় চিকিৎসা চালান।'' এটা বরদাস্ত করা হবে না বলে জানান তিনি। শুধু তাই নয়, একটি সরকারি হাসপাতালের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, সেখানে কয়েক দিন আগে এক বড় মাপের সাংবাদিকের চিকিৎসা চলছিল, মুখ্যমন্ত্রী দেখতেও গিয়েছিলেন। সেখানে আচমকা তিন চিকিৎসক ঢুকে বলেন, ''আপনার ক্রিয়েটিনিন এত হাই, ডায়ালিসিস করতে হবে!'' এমন আচরণ কোনও ডাক্তারের থেকে কাম্য নয় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''বড় ডাক্তাররা তো দেখছিলেন ওই রোগীকে, ভালও হচ্ছিলেন তিনি। সেখানে আচমকা সব না জেনে গিয়ে একটা মন্তব্য করা উচিত নয়। এতে রোগীর মনের উপর চাপ পড়ে। এই ধাক্কা সবাই সামলাতে পারেন না।'' স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ নিগমকে এদিন তিনি নির্দেশ দেন, ''কোনও জুনিয়র ডাক্তার যেন একা রোগীর কাছে না যান। সিনিয়র ডাক্তাররাই যেন সঙ্গে করে নিয়ে যান তাঁদের। নইলে তাঁরা দুম করে ঢুকে কী বলে দেবেন, তার খারাপ প্রভাব হতে পারে। সব কেসেই সিনিয়ররা সঙ্গে থাকবেন জুনিয়রদের। সিস্টাররা তো থাকবেনই।'' এখানেই শেষ নয়। তিনি দাবি করেন, রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পরিকাঠামোর কোনও অভাব নেই। তার পরেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে অবনতি, তার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করেন মুখ্যমন্ত্রী। কীভাবে সঠিক ডাক্তার তৈরি করা যায়, তাই নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। একটি বিদেশি সংস্থার সঙ্গে কোলাবরেশন করে ওয়ার্কশপ করার কথাও ব্যাখ্যা করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বহু ক্ষেত্রে জুনিয়র চিকিৎসকদের দিয়ে অপারেশন করানোর অভিযোগ ওঠে। জনমানসের সেই অভিযোগকে কার্যত মান্যতা নিয়ে এদিন নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রশ্ন তুলেছেন, ''সব কেসে সিনিয়ররা বা এইচওডি, সিস্টাররা সঙ্গে থাকবেন না কেন? এগুলোতে ভাল করে নজরে রাখতে হবে। কারণ, বাংলার বদনাম বরদাস্ত করব না। বলা হয়, তুলো ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। অথচ এখন সরকারি হাসপাতালে সব কিছু পাওয়া যায়। এখানে অনেকে বিশ্ব সেরা চিকিৎসকও রয়েছেন। তবু গাফিলতি হচ্ছে। এর জন্য আমরা দায়ী নই। এক্সামিনেশন সিস্টেম দায়ী। এক্সামিনেশন আমরা করি না। এটার ব্যাপারে এমএসভিপি, এইচওডিকে বিশেষ কেয়ার নিতে হবে।'' কীভাবে এই এক্সামিশান সিস্টেমে বদল আনা যায়, তার জন্য একটি বিদেশি সংস্থার সাহায্যে রাজ্যের চিকিসক ও নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ধারাবাহিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে বলেও জানান মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''কাউকে দোষারোপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য বাংলার মানুষকে আরও ভাল পরিষেবা উপহার দেওয়া।''

এবার থেকে পুলিশও গুলি চালাবে, উত্তরবঙ্গে জানিয়ে দিলেন ডিজি রাজীব কুমার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারিঃ রাজ্যের একাধিক জায়গায় পুলিশের আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে এসেছে। গোয়ালপোখরে গুলিবিদ্ধ দুই পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেই ঘটনার পর এবার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। পুলিশকে গুলি করা হলে পুলিশও যে ছেড়ে কথা বলবে না, সেটাই কার্যত জানিয়ে দিলেন ডিজি। তাঁর এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজীব কুমার বলেছেন, ''আমাদের গুলি করলে, আমরা চারগুণ গুলি চালাব। কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় জানি। আমরা প্রশিক্ষিত। গুলি করলে কী করতে হয়, তা জানা আছে।'' রাজ্যে যখন একাধিক জায়গায় আক্রান্ত পুলিশ, তখন রাজীব কুমার পুলিশের জন্য পাল্টা আক্রমণের বার্তা দিলেন? প্রশ্ন উঠছে, তাঁর কথায় কি এনকাউন্টারের ইঙ্গিত মিলল? নাকি পুলিশকর্মীদের উৎসাহিত করতেই এমন বক্তব্য! বুধবার বিকেলে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে এক আসামিকে আদালত থেকে জেলে ফিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় আচমকা ওই আসামি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে গুলি চালায়। বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে এক দুষ্কৃতীকে ধরতে গেলে পুলিশের হাতে হাঁসুয়ার কোপ বসিয়ে দিয়ে পালায়। এই সব ঘটনাতেই নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। তবে বিরোধীরা মনে করাচ্ছেন, এমন ঘটনা প্রথম নয়। এ রাজ্যে পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে বহুবার। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''আগে পুলিশ পাল্টা আক্রমণ করে দেখাক, তারপর বুঝব।'' শুধুমাত্র ডিজি-র একটা কথায় বিশ্বাস করতে রাজি নন তিনি। অন্যদিকে, প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরিন্দম আচার্য বলেন, ''উপর মহল থেকে নির্দেশ না পেলে কি আমরা পাল্টা আক্রমণ করতে পারব না?'' তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, আইন যেখানে অধিকার দিয়েছে, সেখানে একজন ডিজি বা উচ্চপদস্থ কর্তার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেন!

হামলাকারী চিহ্নিত! ফায়ার এস্কেপ সিঁড়ি দিয়ে সইফের বাড়িতে ঢুকেছিল দুষ্কৃতী

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারিঃ রাত্রি তখন আড়াইটে। বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খানের বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায় এক দুষ্কৃতী। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় তাঁকে। রক্তাক্ত অবস্থায় মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অভিনেতাকে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সইফের বাড়ির পরিচারকদের। অবশেষে চিহ্নিত অপরাধী। জানা গিয়েছে, সইফের বাড়ির ফায়ার এসকেপ স্টেয়ার দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছিল ওই দুষ্কৃতী। পুলিশ জানিয়েছে, চুরির উদ্দেশেই সইফের বাড়িতে ঢুকেছিল সে। কিন্তু চেঁচামেচির শব্দে অভিনেতার ঘুম ভেঙে যায়। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। সেই সময়ই ছুরি দিয়ে সইফের উপর হামলা চালায় অপরাধী। একের পর এক কোপ বসিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী। সইফ-করিনার বাড়ির সহায়িকা ইলিয়ামা ফিলিপ আলিয়াস লিমা প্রথম ওই দুষ্কৃতীকে দেখতে পান। তাকে দেখেই চিৎকার শুরু করেন তিনি। আত্মরক্ষার তাগিদে সকলকে সচেতন করার চেষ্টা করেন লিমা। আওয়াজ পেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সইফ। দুষ্কৃতীর সঙ্গে হাতাহাতি জড়ান তিনি। তখনই সে ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় অভিনেতার উপর। বুধবার রাত্রি আড়াইটে নাগাদ সইফের বাড়িতে ঢোকে দুষ্কৃতী। ২টোর আগে অন্তত দু'ঘণ্টার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। অথচ কাউকেই সইফের বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়নি। নিরাপত্তারক্ষীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তিনিও কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেখেননি। পুলিশের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, হামলাকারী সইফের বাড়ির এক পরিচারিকার পরিচিত। ওই পরিচারিকার সাহায্যেই আবাসনের ফায়ার এস্কেপ সিঁড়ি দিয়ে অভিনেতার বাড়িতে ঢুকেছিল সে। এদিকে, ছুরিকাহত সইফ আলি খানের অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার চলে। চিকিৎসকেরা সফল ভাবে অভিনেতার শরীর থেকে ছুরির অংশ বার করে আনতে পেরেছেন। অভিনেতার স্নায়ুর অস্ত্রোপচারও সফল। ক্ষত স্থানে 'কসমেটিক সার্জারি'ও করা হয়েছে।

'মাথামোটার মতো কাজ, প্রমোটারের গাফিলতিতেই বিপর্যয়'

বাঘাযতীন কাণ্ডে বললেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ আবাসিক-স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ফ্ল্যাটবাড়িটি তৈরি হয়েছে ২০১২ সালে। কিন্তু মেয়র ফিরহাদ হাকিম দাবি করলেন, বাঘাযতীনের ওই ফ্ল্যাটবাড়ির তৈরি হয়েছিল ২০০৯ সালে। জলাশয় বুজিয়ে তৈরি হয়েছিল ফ্ল্যাটবাড়িটি। আর সেটা বাম আমলেই হয়েছে বলে দাবি করলেন ফিরহাদ হাকিম। প্রথম থেকেই এই ঘটনায় বামেদের ওপরই দোষ চাপাচ্ছিলেন মেয়র। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে আরও একবার সেই দাবিই করলেন। এছাড়া হরিয়ানার যে সংস্থা বাড়িতে কাজ করছিল তাদেরও নিশানা করেছেন ফিরহাদ। স্পষ্ট বলেন, মাথামোটার মতো কাজ হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভেঙে পড়া আবাসনটি পুরোটাই ভেঙে ফেলার কাজ চলছে। সেই কাজ পরিদর্শনে যান ফিরহাদ। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন,

''অবৈধ প্রোমোটারির এটাই সমস্যা। ২০০৯ সালে এই বাড়িটা হয়েছিল। এখন অনলাইনে কিছুই নথিভুক্ত নেই। ডিজি বিল্ডিং সেদিনের ঘটনার পর থেকেই অনলাইনে এই আবাসনের প্ল্যান খুঁজছেন। তখন তো অনলাইন ব্যবস্থা ছিল না। তখন ম্যানুয়াল প্ল্যান জমা হত। সেই ফাইলটাই পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সময় এটাই চাল ছিল সব কলোনিতে, নিজেদের মতো করে কোঅপারেটিভ করে বাড়ি করে নিল। পরে এল প্রোমোটার চক্র। এবার অনেকে প্রোমোটারের চক্রে পড়ে বাড়িগুলো কিনলেন। গার্ডেনরিচেও এই সমস্যা রয়েছে।'' তিনি আরও দাবি করেন, ''আমরা আসার পর আইন শিথিল করে, কারণ এখানে নাকি বিএলআরও-র পারমিশন পাওয়া দুস্কর ছিল, সেই বিষয়গুলো দেখা হয়েছে। সেই অফিস, ঠিকা অফিস, কলকাতা কর্পোরেশনের আন্ডারে নিয়ে এসে চেষ্টা করেছি, যাতে হয়রানি কমে, সহজে প্ল্যান পাওয়া যায়। এখানে এখন বেশির ভাগ নির্মীয়মান বাড়িতে দেখবেন, পারমিট নম্বর টাঙিয়ে বাড়ি করছেন।'' কিন্তু সমস্যা একই জায়গায়। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাই বলছেন, ওই ফ্ল্যাটবাড়িটি তৈরি হয়েছিল ২০১২ সালে। ২০১৪ সালে তাঁরা ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন। তাঁর দাবি, ফ্ল্যাট কিনে আসার ঠিক দুই বছর পরেই দেখা যায়, আবাসনের দক্ষিণ দিক বেঁকে হেলে গিয়েছে। তারপর প্রোমোটারের সঙ্গে সমস্যা নিয়ে কথা বলেন তাঁরা। প্রোমোটার প্রথমে এক লক্ষ টাকা করে দাবি করেছিলেন ফ্ল্যাট ওনার্সদের কাছ থেকে। কিন্তু কেউ তা দিতে রাজি হয়নি। পরে প্রোমোটার তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন, টাকা লাগবে না, তবে ফ্ল্যাটের কোনও সমস্যা হলে দায় থাকবে ওনার্সদের। বাকি তিনি সব ঠিক করে দেবেন বলে আশ্বস্ত করেন। প্রোমোটার এরপর 'নায়াগ্রা কনস্ট্রাকশন' বলে একটি সংস্থাকে নিয়ে আসেন। এই সংস্থা দিয়েই কাজ করানো হয়। আর তা নিয়েই বিপত্তি। কিন্তু ফিরহাদ যে গোটা বিষয়টি নিয়ে বামেদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন, তাতে বিশেষ আমল দিতে নারাজ বামেরাও। প্রাক্তন বাম কাউন্সিলর চয়ন ভট্টাচার্য বলেন, ''আমাদের নাকি দূরবিন দিয়ে দেখা যায় না, এখন সব জায়গায় বামফ্রন্টের ভূত দেখছেন। মেয়র ভুলে গিয়েছেন, এই নির্মাণ শুরু হয়েছে ২০১২ সালে। তখন ওঁর দল পৌরসভায় চলে এসেছে। জলাভূমি ভরাট করে নির্মাণ ওঁরাই করেছিলেন।''

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে কী হবে, লক্ষ্মীকেই তো কেড়ে নিচ্ছেন', মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৬ জানুয়ারিঃ মেদিনীপুরে স্যালাইন কাণ্ডে মৃত প্রসূতির পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার মামনি রুইদাসের বাড়ি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন বিষ স্যালাইনে মৃত্যুর গোটা দায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকেই নিতে হবে। মেদিনীপুর মেডিক্যালে প্রসূতি মামনি রুইদাসের মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর গাফিলতির কথা ইতিমধ্যে স্বীকার করে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানিয়েছেন, প্রসূতিদের চিকিৎসার সময় প্রোটোকল মানা হয়নি। অস্ত্রোপচারের সময় সিনিয়র চিকিৎসকের উপস্থিতি থাকা উচিত ছিল, যা ঘটেনি। তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির প্রমাণ মিলবে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু জানান, ''১৩ ডিসেম্বর কর্নাটক সরকার রাজ্য সরকারকে বলেছিল এই ওষুধ দেওয়া বন্ধ করতে। আজ জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ। আমাকে স্পেশ্যাল সেক্রেটারি বলেছেন, ১০ ডিসেম্বর এটা জেনেছি। এবার বলুন আপনারা, এটা মার্ডার ছাড়া আর কী বলবেন? কাল সকালে কোনও ভোট নেই যে এসব বলে রাজনীতি করতে এসেছি। এটা সরকারের দ্বারা মার্ডার। গরিব মানুষ কোথায় যাবে চিকিৎসা করাতে? আমাদের বাড়ির লোক প্রাইভেট হাসপাতালে যায়, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির লোক সিঙ্গাপুর, নিউ ইয়র্কে গিয়ে চিকিৎসা করায়। আর আপনারা যখন সরকারি হাসপাতালে যাবেন, তখন বিষ স্যালাইন দেবেন?'' রাজ্য সরকারের উদ্দেশে কড়া ভাষায় শুভেন্দুর প্রশ্ন, ''বিষ আছে জেনেও কেন লক্ষ লক্ষ রোগীকে এই ওষুধ দেওয়া হল? এটা রাজ্য সরকারে মার্ডার। এখন তো রাজতন্ত্র নেই, গণতন্ত্রে সরকারই হচ্ছে প্রভু, প্রভু তার প্রজাদের মারছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে কী হবে যেখানে বিষাক্ত স্যালাইন দিয়ে লক্ষ্মীকেই কেড়ে নিচ্ছেন?'' প্রসূতির স্বামীকে শুভেন্দু এও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলে তিনি যেন ৫০ লক্ষ টাকার এক পয়সাও কম না নেন। এর জন্য যতদূর যেতে হয় বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনিই পাশে থাকবেন। প্রসঙ্গত, স্যালাইন কাণ্ডে মামনি রুইদাস ছাড়াও আরও চার প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েন এই স্যালাইনের ঘটনায়। তাঁদের মধ্যে তিনজন এই মুহূর্তে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বর্তমানে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল নয় তবে মেডিক্যাল বোর্ডের পরামর্শ মেনে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে আজই ভোর রাতে মৃত্যু হয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যালের এসএনসিইউ ইউনিটে ভর্তি থাকা এক সদ্যোজাতের। অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে স্যালাইন কাণ্ডে মৃত প্রসূতির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে মেনে নিল রাজ্য সরকার।

আদালত চত্বরে হঠাৎ দেখা! অর্পিতাকে পার্থ বললেন, 'আসি তুমি ভাল থেকো'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে ইডি-র মমালায় মঙ্গলবার থেকে বিচারপর্ব শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ছিল সাক্ষ্য গ্রহণের পালা। এদিন বিচারভবনে সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। আদালত চত্বরেই 'দেখা হল দু'জনার'। কিছুক্ষণ কথাবার্তাও হয় তাঁদের মধ্যে। তার পরেই অর্পিতার দিতে তাকিয়ে পার্থ বলেন, ''আসি, তুমি ভাল থেকো''। অর্পিতার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে মামলা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন পার্থ। মামলার অগ্রগতি নিয়ে কয়েক জনের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। তারই মাঝে হঠাৎ করেই চোখের সামনে সেই চেনা মুখ। অর্পিতাকে দেখেই থামেন পার্থ। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাও বলেন। বৃহস্পতিবার প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ ছিল আদালতে। এদিন পার্থ-ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে বলে খবর। এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করতে হবে। আগেই এমন নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। ইডির কাছে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের নামের তালিকা চায় আদালত। প্রাথমিক ভাবে তিন জন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর নাম জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার রুদ্ধদ্বার এজলাসে ওই তালিকায় থাকা প্রথম ব্যক্তির বয়ান গ্রহণ করা হয়। বৃহস্পতিবার আদালতে এসে সাক্ষ্য দেন বাকি দুই সাক্ষী। রুদ্ধদ্বার কক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ হওয়ায়, ওই তিন সাক্ষীর নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। ২০২২ সালের জুন মাসে নাকতলার বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বান্ধবী অর্পিতার দু'টি ফ্ল্যাট থেকে টাকার পাহার উদ্ধার করে ইডি। গ্রেফতার হন অর্পিতাও। তবে তিনি আপাতত জামিনে মুক্ত। এদিকে, ইডির মামলায় রাজ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টও। ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা তাঁর। তবে, তার আগে চার্জ গঠন শেষ করতে হবে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকদের। গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ানও রেকর্ড করতে হবে। আদালতের নির্দেশ মেনেই নিম্ন আদালতে চার্জ গঠন হয়ে গিয়েছে।

'সবুজ ভারত' মিশনে বাধা কি আর্থিক বিনিয়োগ? কলকাতার মঞ্চে উঠল বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো, কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনা, প্রথাগত এনার্জি থেকে গ্রিন এনার্জিতে সরে আসা-জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা করে কীভাবে স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব, এই প্রশ্নে উপরের প্রস্তাবগুলি উঠে এল পরিবেশ, অরণ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক আয়োজিত আলোচনাসভায়। নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেঃটারে শুরু হয়েছে দুই দিনের অধিবেশন। আজ ছিল অনুষ্ঠানের প্রথম দিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এ ছাড়া বন্ধন গ্রুপের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ, ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের চেয়ারম্যান নরেশ ত্যাগী, জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রাজশ্রী রায় প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। পরিবেশ দূষণ, সবুজের ধ্বংস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে শুধুমাত্র রাজ্যের কিংবা দেশের সমস্যা নয়, এক বৈশ্বিক বিপর্যয়, আলোচকদের বক্তব্যে এই বিষয়টি ঘুরেফিরে আসে। যেহেতু সভার শীর্ষকে (ফিনান্সিং ইন্ডিয়াজ গ্রিন ট্রান্সিশন প্ল্যান অ্যান্ড অ্যাডাপটেশন নিডস) 'আর্থিক' প্রসঙ্গটি জুড়ে ছিল, তাই অবধারিতভাবে 'সিওপি ২৯' (রাষ্ট্রপুঞ্জের ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন)-কে সকলেই নিশানা করেন। কারণ, গত বছর বাকুতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনটি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্য করার বদলে আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। নরেশ ত্যাগী এই সমস্যার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলেন, ''সম্মেলনে স্থির হল, ২০৩৫ সালের মধ্যে আর্থিক তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়ে অন্তত ৩০,০০০ কোটি ডলার এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিকে পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত তহবিলে দেওয়ার জন্য সব সরকারি ও বেসরকারি সূত্র মিলিয়ে ২০৩৫ সালের মধ্যে অন্তত ১.৩ লক্ষ কোটি ডলারের সংস্থান করতে হবে। অথচ উন্নত দেশগুলির উচিত ছিল ২০২০ সালের মধ্যেই বছরে ১০,০০০ কোটি ডলার তহবিলের প্রতিশ্রুতিটি পূর্ণ করা তারা সে কাজে দু'বছর দেরি করেছে।'' বাকুর জলবায়ু সম্মেলনের পাশাপাশি 'নেট জিরো মিশন' নিয়েও এদিন চর্চা হয়। (কোনও দেশে বছরে সর্বোচ্চ তত পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করবে, যা ওই একই বছর প্রকৃতি করতে পারে। অর্থাৎ, গ্যাসের নতুন নির্গমন বায়ুমণ্ডলে মোট গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়াবে না। একেই নেট জিরো বলা বলা হয়।) গ্রিন ট্রানজিশন বা সবুজায়নের লক্ষ্যে এগোতে হলে এই মিশনের বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দেন বন্ধন গ্রুপের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ। নীতি প্রণয়ন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সমাজের সর্বস্তরের সহযোগিতাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। সরকারি, বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে তিনি হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান। বাকি আলোচকেরা আর্থিক সমস্যাকে তুলে ধরলেও চন্দ্রশেখর উলটো সুরে গেয়েছেন। তিনি বলেন, ''প্রথমত টাকার সমস্যা ইস্যু নয়। 'গ্রিন বন্ডে'র মতো ফিনান্সিয়াল ফান্ডিং রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজেক্ট বাবদ ১৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অথচ এই ধরনের তথ্য কি সর্বস্তরের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়েছে? কেউ কি জানে এই ধরনের আর্থিক সহযোগিতার কথা?'' বিভিন্ন ব্যাবসায়িক গোষ্ঠীকে এ বিষয়ে অবগত করা হলে সবুজ পৃথিবী বানানোর লক্ষ্যে এগোনো সহজ হবে বলে মত বন্ধন-প্রধানের। পাশাপাশি গ্রিন ট্রানজিশন বাস্তবায়িত হলে তার সুফল কী কী হতে পারে সে বিষয়ে সমাজের প্রান্তিক স্তর অবধি সচেতনতা বাড়ানোর বিষয়ে জোর দিয়েছেন তিনি। বর্তমান প্রজন্ম পাবে সুস্থ ও নিরুপদ্রব জীবন এবং আগামী প্রজন্ম উন্নততর পৃথিবীতে বাঁচার সুযোগ পাবে-এই বার্তা যত দ্রুত সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া হোক। মন্তব্য চন্দ্রশেখরের।

আজ,শুক্রবার মোহাম্মদ আলীর জন্মদিন

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ মোহাম্মদ আলী ১৯৪২ সালের ১৭ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ট্রং কেন্টাকির লুইসভিলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ক্যাসিয়াস মার্সেলার্স ক্লে। তিনি ১২ বছর বয়সে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে ২২ বছর বয়সে তিনি সনি লিস্টনকে পরাজিত করে বিশ্ব হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নেন। ফেব্রুয়ারি ২৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯ পর্যন্ত তিনি অবিতর্কিত হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সম্মান পান। এর কয়েকদিন পরে, তিনি নেশনস অফ ইসলামে যোগদান করে তাঁর নাম পরিবর্তন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি সুন্নী ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। ২০১৬ সালে ৩রা জুন শ্বাসনালীর সংক্রমনে অ্যারিজোনায় মোহাম্মদ আলী মৃত্যুবরণ করেন।তিনি তিনবার হেভিওয়েট বিশ্ব শিরোপা জয় করে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মানবে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে সনি লিস্টনকে হারিয়ে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, আমি বিশ্বের সম্রাট।

মুর্শিদাবাদে ভরতপুরে উদ্ধার তাজা বোমা, ছড়ালো চাঞ্চল্য

মুর্শিদাবাদ, ১৬ জানুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানা এলাকা থেকে সাতটি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ভরতপুর গীতগ্রাম ক্যানেলের ধারে শেরপুর গ্রামের কাছে একটি কালভার্টের নিচ থেকে দু'টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়।এরপর সরাডাঙ্গা গ্রামের অপর একটি কালভার্টের নিচে থেকে পাঁচটি বোমা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জায়গা দু'টিকে ঘিরে রেখেছে। খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব স্কোয়াডকে।

কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই কুয়াশার দাপট, দিল্লিতে বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, প্রবল শীতের মধ্যেই কুয়াশার দাপটও দিন দিন বাড়ছে। বৃহস্পতিবার ভোরে কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল জাতীয় রাজধানী দিল্লি। কুয়াশার কারণে দিল্লিতে এদিন সকালে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন থেকে অনেক ট্রেন দেরিতে ছেড়েছে।ভারতীয় রেল জানিয়েছে, দিল্লি এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘন কুয়াশার কারণে মোট ২৯টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে পূর্বা এক্সপ্রেস, রাজধানী-হাওড়া এক্সপ্রেস, অযোধ্যা এক্সপ্রেস, লখনউ মেল প্রভৃতি। এদিকে, কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই বৃহস্পতিবার ভোরে দিল্লির নানা অংশে হালকা বৃষ্টিও হয়েছে।

হিমাচলে তুষারপাত দেহরাদূনে বৃষ্টি, উত্তর প্রদেশ কুয়াশায় বিপর্যস্ত

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ দেশের একাধিক রাজ্যে বৃহস্পতিবার দেখা গেল বিভিন্ন রকম আবহাওয়া। কোনও রাজ্য কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে, কোথায় তুষারপাত হয়েছে, আবার কোথাও ঘন কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত। বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেহরাদূনে বৃষ্টিপাত হয়েছে, বৃষ্টির সৌজন্যে ঠান্ডা আরও বেড়ে গিয়েছে।হরিয়ানার চন্ডীগড়ে তাপমাত্রার পারদ নেমেছে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, দিল্লি সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ও সঙ্গে হালকা বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী দিল্লি এদিন ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার আচ্ছন্ন ছিল। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা প।ছে হিমাচল প্রদেশের লাহাউল ও স্পিতি। উত্তর প্রদেশও শীতের পাশাপাশি কুয়াশার কবলে, বৃহস্পতিবার সকালেও কুয়াশার কারণে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তাজমহলকে।

ভারত ও সিঙ্গাপুর প্রকৃতিগতভাবে বন্ধুঃথারমান শানমুগারত্নম

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি থারমান শানমুগারত্নমকে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বাগত জানান। সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি থারমান শানমুগারত্নম এদিন বলেছেন, আমরা কখনই ভুলব না, ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম কয়েকটি দেশের মধ্যে ভারত ছিল। তারপর থেকে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে একটি ছোট দেশ সিঙ্গাপুর এবং একটি খুব বড় দেশ ভারতের মধ্যে একটি স্বাভাবিক অংশীদারিত্ব। সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, আমাদের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক শক্তিশালী। দক্ষতার ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক সাম্প্রতিক বছরগুলিতে খুব সক্রিয় এবং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমরা এখন ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে একটি বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন যাত্রাপথে আছি, যা গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সিঙ্গাপুরে শেষ সফরের সময় ঘোষণা করা হয়েছিল।

‘শর্মিলাদি’কে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর, সইফের উপর হামলায় উদ্বিগ্ন মমতা

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ সইফ আলি খান দুষ্কৃতীর ছুরিতে জখম হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বৃহস্পতিবার দুপুরে এক এক্সবার্তায় মমতা লিখেছেন, প্রখ্যাত অভিনেতা সইফ আলি খানের উপর হামলার ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক। আমি অভিনেতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। যে বা যারা এই ঘটনার পিছনে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আশা করি। আমার আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে আইন আইনের পথে চলে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। এই কঠিন সময়ে আমার আন্তরিক শুভকামনা রইল শর্মিলাদি, করিনা কাপুর এবং গোটা পরিবারের পাশে।প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বুধবার রাতে মুম্বইয়ে. সইফ আলি খানের বাড়িতে এক চোর ঢুকে পড়ে। চোরকে দেখে চিকার শুরু করেন সইফের বাড়ির কর্মচারীরা। সে সময় ঘুম ভেঙে যায় সইফ আলি খানের।

‘ প্রান্তসীমার পথে?’ নয়া আকর্ষণ কলকাতার সায়েন্স সিটির আধুনিক গ্যালারি

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ ২.২ কিমি প্রাইভেট গাড়ি চালালে ৫০০ গ্রামের মত কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। একই প্রতিক্রিয়া হয় সড়ে ৮ ঘন্টা স্মার্ট ফোন চালালে, ৪৯ গ্রাম পনীর রান্না করলে, ২৬ গ্রাম ‘ মিট’ রান্না করলে। এগুলো উদাহরণ মাত্র। এধরণের প্রতিটি প্রক্রিয়াতেই কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ হচ্ছে। এবার গোটা বিশ্বে কত মানুষ, তাঁদের বহুবিধ কাজের সামগ্রিক ফল কী হচ্ছে, আশা করি অনুমান করতে পারছেন? আর তাই প্রশ্ন উঠছে, আমরা কি ‘ পথে?’ (অন দি এজ?)।ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহ বিজ্ঞাননগরী কলকাতার সায়েন্স সিটির সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হল উল্লেখযোগ্য একটি পালক। ‘ পথে?’ নামে এই পূর্ণাঙ্গ গ্যালারির উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে আর্কটিক অঞ্চল দ্রুত উত্তপ্ত হচ্ছে। মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে। আমূল বদলে যাচ্ছে স্থানীয় মানুষদের জীবনধারা। নতুন গ্যালারিতে রয়েছে এ রকম বেশ কিছু পৃথক বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী।দুটি তলের প্রায় ১০ হাজার বর্গফুট জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে এই নয়া গ্যালারি। গোলাকার গ্যালারির নিচ তলায় মাঝখানে রয়েছে ১২ ফুট চও।। ও ২৪ ফুট উঁচু এলইডি স্ক্রিন, প্রযুক্তির ভাষায় যেটিকে বলে ‘ সেন্টারপিস’। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস (এনসিএসএম)-এর মহানির্দেশক ডঃ অরিজি দত্ত চৌধুরী হিন্দুস্থান সমাচারের এই এই প্রতিবেদককে জানান, গোটা দেশে এ ধরণের গ্যালারি আর নেই। প্রায় ১ হাজার বর্গমিটার আয়তনের ওই গ্যালারি তৈরি হয়েছে দু'বছর ধরে। খরচ হয়েছে ৭ কোটি টাকার মত।ক্রমেই বিকশিত হয়েছে এবং হচ্ছে কলকাতার সায়েন্স সিটি। ১৯৯৪-এর জানুয়ারি মাসে ই এম বাইপাসের ধারে প্রায় ৫০ একর জমির ওপর এর শিলান্যাস হয়। উদ্বোধন হয় ১৯৯৭-এর ১ জুলাই। অরিজি দত্ত চৌধুরী হিন্দুস্থান সমাচারের এই প্রতিবেদককে বলেন, উল্লেখযোগ্য দেখার জন্য রয়েছে ডায়নামোশন, স্পেস ডোম থিয়েটার, মেরিটাইম সেন্টার, সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হল, আর্থ এক্সপ্লোরেশন হল প্রভৃতি বিভিন্ন ভবন। আর্থ এক্সপ্লোরেশন হল-এ ২০০৮-এ তৈরি হয় পৃথিবী-বিষয়ক একটি গ্যালারি। সেটিকে প্রতিস্থাপিত করে শনিবার চালু করা হল নতুন গ্যালারি ‘ পথে?’ (অন দি এজ?)। ডায়নামোশনে আছে ইন্ডোর পার্ক ও প্রায় আ।।ইশো দ্রষ্টব্য। মেরিটাইম সেন্টারের মূল আকর্ষণ পূর্ব ভারতের নৌপরিষেবার উদ্ভব ও বিবর্তনের গ্যালারি। সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হলের আকর্ষণ ‘ অফ লাইফ- এ ডার্ক রাইড’, ‘ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন ইন্ডিয়া’, ‘ টেকনোলজি’, ‘ অন হিউম্যান ইভলিউশন’ প্রভৃতি গ্যালারি। অতিমারির সময় প্রায় ১৩ মাস বন্ধ ছিল কলকাতার সায়েন্স সিটি। তাতেও এর মোট দর্শকসংখ্যা শীঘ্রই ৪ কোটি অতিক্রম করবে। রোজ বেলা ১০টায় খোলে ফটক। বন্ধ হয় সন্ধ্যা ৭টায়। তবে, টিকিট কাউন্টার ৬টায় বন্ধ হয়ে যায়। টিকিট মাথাপিছু ৭০ টাকা করে। তিন বছরের কম শিশুদের টিকিট লাগে না। ২৫ জন বা তার বেশি গ্রুপ এলে রয়েছে ছা।রে ব্যবস্থা। তবে প্রতিটি হল এবং রোপওয়ের জন্য পৃথক টিকিট কাটতে হবে। ‘ থিয়েটার’, ‘ রাইড’-এর টিকিটের মূল্য যথাক্রমে ১২০- ও ৫০-।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৬ জানুয়ারিঃ এআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহ হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি ।

চতুর্থ দেশ হিসেবে স্পেস ডকিং সফল ভারত, ঐতিহাসিক সাফল্যে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ ইসরোর স্পেডেক্স ডকিং মিশনে মিলল বড়সড় সাফল্য। বৃহস্পতিবার সকালে ইসরোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্পেসক্রাফ্‌ট ডকিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। চতুর্থ দেশ হিসেবে সফলভাবে স্পেস ডকিং-এ সাফল্য পেল ভারত।এই সাফল্যের পর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ইসরোতে আমাদের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন। এটি ভবিষ্যতে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহাকাশ মিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইসরোর সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও।

মুম্বইয়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন আনন্দ দুবে, বিঁধলেন ফড়নবিস সরকারকে

প্রয়াগরাজ, ১৬ জানুয়ারি ঃ মুম্বইয়ের বান্দ্রায় নিজ বাড়িতেই আক্রান্ত হয়েছেন অভিনেতা সইফ আলি খান। সইফের ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফ।নবিস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা আনন্দ দুবে। তিনি বলেছেন, যখন সেলিব্রেটি ও ভিআইপি-রাই নিরাপদ নন, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে! বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াগরাজে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আনন্দ দুবে বলেছেন, এর আগে সলমন খানের বাড়ির বাইরে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে, বাবা সিদ্দিকী খুন হয়েছেন। এখন সইফ আলি খানকে কোপ মারা হয়েছে। মুম্বইয়ে কী কোনও আইন-শৃঙ্খলা রয়েছে? দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে দায় নিতে হবে, এটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

সইফের শরীরে ৬টি আঘাত একটি তাঁর মেরুদণ্ডের কাছে, জানালো লীলাবতী হাসপাতাল

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি ঃঅভিনেতা সইফ আলি খানের শরীরে ৬টি আঘাত লেগেছে, একটি আঘাত তাঁর মেরুদণ্ডের কাছে, বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালো লীলাবতী হাসপাতাল। ইতিমধ্যেই অস্ত্রোপচারও হয়েছে।বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে অজ্ঞাত পরিচয় একজন ব্যক্তি অভিনেতা সইফ আলি খানের বাসভবনে ঢুকে তাঁর বাড়ির পরিচারিকার সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করে। অভিনেতা মধ্যস্থতা করে ওই ব্যক্তিকে শান্ত করার চেষ্টা করলে সেই ব্যক্তি সইফ আলি খানকে আক্রমণ করে এবং তাঁকে জখম করে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।মুম্বই পুলিশের ডিসিপি জোন ৯ দীক্ষিত গেদাম বলেছেন, অভিনেতা সইফ আলি খানের বাড়িতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ঢুকে পড়ে। অভিনেতা ও ওই ব্যক্তির মধ্যে হাতাহাতি হয়। অভিনেতা আহত হয়েছেন। লীলাবতী হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টারে ভর্তি রয়েছেন সইফ আলি খান।সইফের ওপর হামলার তদন্তে বৃহস্পতিবার সকালে অভিনেতার বাড়িতে পৌঁছেছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। অভিনেতা সইফ আলি খানের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে লীলাবতী হাসপাতালের সিওও ডাঃ নীরজ উত্তমানি বলেছেন, সইফ আলি খানকে তাঁর বাড়িতে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আক্রমণ করেছিল। ৬টি ক্ষত রয়েছে অভিনেতার শরীরে, যার মধ্যে দু'টি ক্ষত গভীর এবং একটি তাঁর মেরুদণ্ডের কাছাকাছি। তিনি বর্তমানে ডাঃ নিতিন ডাঙ্গে, কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন, ডাঃ লীনা জৈন, কনসালটেন্ট প্লাস্টিক সার্জন, ডাঃ নিশা গান্ধী, কনসালটেন্ট অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, ডাঃ কবিতা শ্রীনিবাস, ইনটেনসিভিস্ট, ডাঃ মনোজ দেশমুখ কনসালটেন্ট রেডিওলজিস্টের অধীনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অস্ত্রোপচার শেষ হলেই বোঝা যাবে আঘাতের পরিমাণ।

উত্তর প্রদেশে কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

রায়বেরেলি, ১৬ জানুয়ারি ঃএক কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠলো। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো উত্তর প্রদেশের ভাদোখর থানার অন্তর্গত একচানিয়া গ্রামে। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম কাল্লু যাদব (৫০)।জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে ওই কৃষকের পরিবারের সদস্যরা ঘুম থেকে উঠে দেখেন, কাল্লুর মাথা ও শরীরের বিভিন্ন জায়গাতে আঘাতের চিহ্ন। নিথর হয়ে পড়ে আছেন তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গুজরাটে পথ দুর্ঘটনায় নিহত ৩, আহত আরও ২ জন

জামনগর, ১৬ জানুয়ারি ঃ বুধবার গভীর রাতে গুজরাটে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে জামনগর জেলার ধ্রোল থানার অন্তর্গত এলাকায়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , জামনগর ও রাজকোটের ৫ জন বন্ধু লতিপাড়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন গাড়িতে। অনুষ্ঠান শেষে গভীর রাতে ফিরছিলেন সবাই। সেসময়ে ধ্রোল তহসিলের লতিপাড় ও গোকুলপুর গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। গাড়িটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়।দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ৩ জন ঘটনাস্থলেই মারা যায়, অপর দুইজন গুরুতর আহত হয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। যুবকদের মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

২০২৬ থেকে মেক ইন ইন্ডিয়ার অধীনে ট্রেনের চাকা তৈরি করবে ভারতঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

তিরুভাল্লুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ ভারত সরকার ২০২৬ সাল থেকে মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে ট্রেনের চাকা তৈরি করবে। জোর দিয়ে বললেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। গত শুক্রবার তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুরে রামকৃষ্ণ ফোরজিংস লিমিটেড এবং টিটাগড় রেল সিস্টেম কোম্পানিতে চাকা উৎপাদন ইউনিট পরিদর্শনের সময় .তিনি বলেছেন, ভবিষ্যৎ ট্রেনের জন্য ভারতীয় রেলের ৮০ হাজারেরও বেশি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন চাকার প্রয়োজন। রেলমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের একটি আত্মনির্ভর শক্তিশালী ভারত তৈরির লক্ষ্য রয়েছে, যা বিশ্বমানের সামগ্রী তৈরিতে প্রাণবন্ত। তিনি বলেন, ভারতে তৈরি চাকাগুলি কেবল দেশের মধ্যে তৈরি ট্রেন এবং মেট্রো ট্রেনের জন্য ব্যবহার করা হবে না, অন্যান্য দেশেও রফতানি করা হবে।

রাজস্থানে গাছের সঙ্গে ধাক্কা নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির, নিহত একজন

যোধপুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ যোধপুরে শিব গ্রামে একটি বোলেরো গাড়ির চালক সামনে থেকে আসা একটি সুইফ্‌ট গাড়িকে ধাক্কা দেয়। সুইফ্‌ট গাড়িটি তখন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় গা।তে থাকা দুইজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, শিব গ্রামের কাছে গায়ত্রী মোড়ের কাছে সামনে থেকে আসা একটি বোলেরোর চালক সুইফ্‌ট গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ে পথেই একজনের মৃত্যু হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাঘাযতীনে মেয়র, দুষলেন প্রমোটারকেই

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ বাঘাযতীনের ঘটনাস্থলে বহুতল ভাঙার কাজ চলছে। বৃহস্পতিবার সেই কাজ দেখতে যান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখানে প্রমোটারকেই দুষলেন তিনি। এছাড়া হরিয়ানার যে সংস্থা বাড়িতে কাজ করছিল তাদেরও নিশানা করেছেন ফিরহাদ। স্পষ্ট বলেন, মাথামোটার মতো কাজ হয়েছে।বহুতল হেলে পড়ার ঘটনায় কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে নেতাজি নগর থানায়

মহাকুম্ভের চতুর্থ দিন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ৬ কোটিরও বেশি ভক্তের অমৃতস্নান

প্রয়াগরাজ, ১৬ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের চতুর্থ দিনেও পুণ্যস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাব ৬ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন। দেশ-বিদেশের ভক্তদের পাশাপাশি সাধু-সন্তরাও পুণ্যস্নান করেছেন।গত সোমবার, ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিনেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত আসছেন প্রয়াগরাজে। ত্রিবেণী সঙ্গমে পবিত্র স্নানের উদ্দেশ্যে আসছেন ভক্তরা। মহাকুম্ভ মেলা চলবে ৪৫-দিন ধরে। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র মকর সংক্রান্তির দিন ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃত স্নান কেছিলেন ৩.৫ কোটিরও বেশি মানুষ।

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ ।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহঃবার, ইংরেজীঃ১৩ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৩০ পৌষ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৩০ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২৯ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

ক্যানিং এর তিনটি থানা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার তিন দুস্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৬ জানুয়ারিঃ ক্যানিং মহকুমা এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার তিনটি থানা এলাকা থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ক্যানিং থানার তালতলা থেকে সাজামল লস্কর নামে এক দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। অপরদিকে জীবনতলা থানার মুখার্জী পাড়া থেকে গোলাম মোল্লা নামে আরো এক দুস্কৃতী কে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকেও একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি বাসন্তীর কলা হাজরা এলাকা থেকে মোতালেব পুরকাইত নামে এক দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকেও একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত তিন জন কেই বৃহস্পতিবার ক্যানিং থেকে আলিপুর আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ধৃতদের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জয়নগরে বজরংবলীর মন্দিরে চুরি

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৬ জানুয়ারিঃ জয়নগর থানার বুড়োরঘাটে বজরঙ্গবলীর মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরে এসে দেখা যায়, মন্দিরের প্রণামীর তালা ভেঙে প্রণামীর টাকা চুরি হয়ে গেছে। খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানায়। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ এসে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মন্দির কমিটির পক্ষে প্রবীর নন্দী জানালেন, বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। কে কারা মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙে প্রণামীর টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। আমরা চাই এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক।

নব বারাকপুর থানার পুলিশি তৎপরতায় বৃদ্ধ মহিলা বাড়ি ফিরল

নববারাকপুর, ১৬ জানুয়ারিঃ বুধবার সকালে গায়ে চাদর জড়িয়ে এক বৃদ্ধ মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভুল পথে অন্যত্র চলে যায়। ঐদিন রাতেই নব বারাকপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে মাসুন্দা কালিকা আশ্রম মন্দির প্রাঙ্গণে বৃদ্ধা মহিলা কে ঘোরাঘুরি করে দেখতে দেখেন স্থানীয় তৃণমূল যুব নেতা সুমন দে। বৃদ্ধ মহিলা সঠিকভাবে তার বাড়ির ঠিকানা বলতে না পারায় খাবার দিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে সন্দেহবশত নববারাকপুর থানার পুলিশের কাছে পৌঁছে দেন। থানার পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়ায় সমাজ মাধ্যমে তার নাম ছবি সহ তথ্যানুসন্ধান দেওয়া মাত্রই। মহিলার বাড়ি ঠিকানা খুঁজে পান। আইনানুগ ভাবে তার পরিচিত পর্ব ঠিকানা দেখে বৃহস্পতিবার দুপুরে বৃদ্ধা মহিলা কে তার ছেলের হাতে তুলে দেওয়া হয় এদিন।পুলিশ জানিয়েছে মহিলার নাম জয়া দাস। (৬৩) স্বামী নারায়ণ চন্দ্র দাস। বাড়ি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের লটারি বাড়ির মোড়ে। অটোচালক ছেলে বিশ্বনাথ দাস জানান মাঝে মধ্যেই মা বার্ধক্য অসুস্থতায় জনিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভুল পথে অন্যত্র চলে যায়। আবার চলে আসে। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল। দীর্ঘ খোঁজা খুজি করেছি। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ মারফত জানতে পারি মা থানায় রয়েছে। মা কে ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানান থানার পুলিশ ও তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা সুমন দে কে।

রিষড়ায় ছুরির আঘাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে রাস্তার উপর পড়ে মৃত্যু কলেজ ছাত্রের

বনস্পতি দে, রিষড়া হুগলি, ১৬ জানুয়ারিঃ নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেও ক্ষতবিক্ষত তরুণ পাড়াপড়শির দরজায় হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশী দরজা খুললেও তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দেননি। পিঠে, পাঁজরে ছুরির আঘাতে শরীরের রক্ত মাংস বেরিয়ে এসেছিল। তার পরেই প্রাণ বাঁচাতে বাড়িতে আসার চেষ্টা করেন ২২ বছরের কলেজ পড়ুয়া। কিন্তু ছুরির আঘাত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে বাড়ির কাছেই রাস্তার উপর পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। রিষড়া থানার পুলিশ সন্দেহভাজন দু'জনকে আটক করেছে। রেশন দোকানের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে কলেজ ছাত্র অভিষেক পাসোয়ানের (২২) খুনের ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। মৃতের পরিবারের দাবি, পরিকল্পনা করেই অভিষেককে খুন করা হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, অভিষেক কখন রেশন দোকান থেকে ফিরবেন সেটা দুস্কৃতীরা আগে থেকেই জানত। বীণা বলেন, 'ভাই আমার শক্ত সমর্থ ছিল। ওকে কয়েকজন মিলে খুন করেছে। স্থানীয় লোক ছাড়া খুন করা অসম্ভব। আমাদের পাড়া মহল্লায় সারা বছর লোকজন থাকে। কিন্তু মঙ্গলবার ঘটনার দিন সন্ধ্যায় পাড়ায় কোনও লোক ছিল না।' রিষড়া সন্ধ্যা বাজার লাগোয়া বিএল মুখার্জি রোডের বাড়ির দরজায় বসে কাঁদতে কাঁদতে মৃত অভিষেকের দিদি বীণা হাজরা বলেন, 'এখনও পাশের গলির বাড়ির দরজায় ভাইয়ের রক্তমাখা হাতের ছাপ রয়েছে।' বীণার অভিযোগ, তাঁদের একমাত্র ভাইকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে অভিষেকের পিছু নিয়েছে একজন। তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। ঘটনার আগে অভিষেককে কেউ মোবাইলে ফোন করেছিল বলেও দাবি। অভিষেকের মা জয়ন্তী পাসোয়ান বলেন, 'কয়েক বছর আগে আমার স্বামী মারা যান।

পাঁচ মেয়ের পর একটিমাত্র ছেলে আমার। ওর সঙ্গে পাড়ায় কারও অশান্তি ছিল না।' এক প্রতিবেশী বলেন, 'আমাদের এখানের সবাই রিষড়া মেলায় গিয়েছিল। ফলে মহল্লা একটু ফাঁকা ছিল। সেই সুযোগই নিয়েছে দুস্কৃতীরা।' পড়শিরা একজোট হয়ে এ দিন দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অভিষেক একটি কলেজের তৃতীয় বর্ষের কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ঘটনার দিন বিকেলে অভিষেক ও তাঁর বন্ধুরা স্থানীয় একটি মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে যান। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ বাড়িতে এসে হাতমুখ ধুয়ে রেশন দোকানে কাজে চলে যান ওই তরুণ। সন্ধে ছ'টা নাগাদ বাড়ির কাছেই ছুরিবিদ্ধ হন তিনি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই এই প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। এলাকায় পরোপকারী ছেলে বলে জনপ্রিয় ছিলেন অভিষেক। সেই ঈর্ষা থেকেও খুন হয়ে থাকতে পারে। মৃতের মোবাইলের সূত্র ধরে পুলিশ প্রণয় ঘটিত বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। মঙ্গলবার ভর সন্ধ্যায় রিষড়া সন্ধ্যা বাজার লাগোয়া বিএল মুখার্জি লেনের সরু গলিতে ছুরি মারা হয় অভিষেককে। এ দিন অকুস্থল ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেয় পুলিশ। পাড়ায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়। মৃতের দিদি অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। মঙ্গলবার ভর সন্ধ্যায় রিষড়া সন্ধ্যা বাজার লাগোয়া বিএল মুখার্জি লেনের সরু গলিতে ছুরি মারা হয় অভিষেককে।

এ দিন অকুস্থল ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেয় পুলিশ। পাড়ায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়।মৃতের দিদি অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। মঙ্গলবার ভর সন্ধ্যায় রিষড়া সন্ধ্যা বাজার লাগোয়া বিএল মুখার্জি লেনের সরু গলিতে ছুরি মারা হয় অভিষেককে।

এ দিন অকুস্থল ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেয় পুলিশ। পাড়ায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়। মৃতের দিদি অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। মঙ্গলবার ভর সন্ধ্যায় রিষড়া সন্ধ্যা বাজার লাগোয়া বিএল মুখার্জি লেনের সরু গলিতে ছুরি মারা হয় অভিষেককে।

এ দিন অকুস্থল ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেয় পুলিশ। পাড়ায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়। মৃতের দিদি অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে স্থানীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে অভিষেকের ঝগড়া হয়। ছাত্র খুনের ঘটনায় পুলিশ তাকেও জেরা করছে। পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তা বলেন, 'বেশ কিছু তথ্য সামনে এসেছে। সেগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুত খুনের কিনারা করা হবে।'

হাওড়ায় আত্মঘাতী প্রৌঢ়

হাওড়া, ১৬ জানুয়ারিঃ হাওড়ার চ্যাটার্জিহাটে আত্মঘাতী প্রৌঢ়, এলাকায় চাঞ্চল্য। সাংসারিক অশান্তির জেরে সিলিং ফ্যানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী এক প্রৌঢ়। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া সিটি পুলিশের চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে আবাসনের ঘরে দেবাশীষ খাঁড়া (৫৫)-কে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখেন পরিবারের লোকজন। দেবাশীষবাবু পেশায় মাছ ব্যবসায়ী ছিলেন। এদিন ঘটনাস্থলে আসে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বয়স্ক ব্যক্তিদের গঙ্গাসাগরে রেখে চলে যাওয়া ঘটনা বেড়েছে এবারে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,গঙ্গাসাগর, ১৬ জানুয়ারিঃ এবারে বাড়ি থেকে বয়স্ক ব্যক্তিদের এনে গঙ্গাসাগরে রেখে চলে যাওয়া ঘটনা বেড়ে গেছে। আর এই সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে প্রশাসন ও হ্যাম রেডিও।গঙ্গা সাগরে এমন সমস্যার কথা জানতে পারে হ্যাম রেডিও।তাদের কাছে খবর আছে হরিলাল সিং (৬৫) তাঁর বাড়ি মেভারম, ফারুকাবাদ। তাঁকে সমুদ্র সৈকতে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সক্রিয় হয় প্রশাসন। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় এরকম আগেও দু'তিনটি খবর এসেছে। যেখানে জানা গিয়েছে বিষয় সম্পত্তি হাতানোর লোভে বয়স্ক কিছু

ব্যক্তিদের ভিন রাজ্য থেকে এনে সাগরে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে মোটা টাকার বিনিময়ে। আর এই ঘটনার যাতে পুনারাবৃত্তি না হয় সেজন্য হ্যাম রেডিও চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করে। গঙ্গাসাগর মেলায় এ বার জানা যায় হরিলাল সিং এর যে সঙ্গী তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল সে সাগর দ্বীপ ছেড়ে যেতে পারেনি। হরিলালের সঙ্গীর মাথায় সবুজ ফেট্টি দেখে চিহ্নিত করা হয়। এরপর যোগাযোগ করা হয় ফারুকাবাদের পুলিশ স্টেশনে। ঘটনার কথা দ্রুত জানানো হয় সেখানে।

আর এই বিষয়ে হ্যাম রেডিওর পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, এরকম সমস্যা ঘটতে থাকলে এখন থেকেই সচেতনতা বাড়াতে হবে আমাদের। আর প্রশাসন ও হ্যাম রেডিওর তৎপরতায় সেই বৃদ্ধ এখন তাঁর বাড়ির পথে রওনা দিয়েছে।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ভীত পূজা

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি, ১৬ জানুয়ারিঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্পে উপভোক্তার নতুন বাড়ি নির্মাণের ভীত পূজায় অংশ গ্রহন করলেন হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্য। হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তারকেশ্বরের পূর্ব রামনগরে পাড়া বৈঠকে সাধরণ মানুষের অভাব অভিযোগ মন দিয়ে শুনে সমাধানের আশ্বাস জেলা শাসকের। রাজ্যের জেলায় জেলায় ব্লকে ব্লকে শুরু হয়েছে পাড়া বৈঠক। মূলত সাধরণ মানুষ সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত কিনা তা পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শুনে তৎক্ষণাৎ সমাধান কি হবে তার আশ্বাস দিতে দেখা গেল জেলা শাসক ও জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক দের। হুগলি জেলা শাসক সহ জেলা আধিকারীকরা এদিন প্রথমেই তারকেশ্বর ব্লকের পূর্ব রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি স্কুল পরিদর্শন করেন এবং ঐ এলাকার একটি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এছাড়াও বাংলার বাড়ি প্রকল্পে উপ ভোক্তার বাড়ি গিয়ে ভীত পূজায় অংশ গ্রহন করেন। এর পরই ওই এলাকায় একটি পাড়া বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে এলাকাবাসীর অভাব অভিযোগ শোনেন জেলা শাসক ও জেলা আধিকারিকরা।

এবং সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত দের কথা শুনে তাদের সমাধানের উপায় বলে দেন এবং ওই এলাকায় একটি ক্যাম্প করে সসারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দেন জেলা শাসক মুক্তা আর্য। জেলা শাসক মুক্তা আর্য জানান হুগলি জেলায় পর্যায় ক্রমে এই বৈঠক চলবে এবং সাধরণ মানুষের সমস্যা সমাধান করা হবে ক্যাম্পের মাধ্যমে। প্রশ্ন উঠছে বৈঠকে সাধরণ মানুষের এত অভাব অভিযোগ তাহলে কি পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির সরকারি পরিষেবা দিতে ব্যর্থ ? জেলা সভাধীপতি রঞ্জন ধারা বলেন অনেকের সংশ্লিষ্ট সংসা পত্র নিয়ে সমস্যা থাকার কারণেই অনেকেই সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।

কয়েক হাজার পূর্ণর্থীদের খিচুড়ি খাওয়ালেন সমাজসেবী

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৬ জানুয়ারিঃ মায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা মঠ ডায়মন্ড হারবার গৌড়ীয় মঠ। এই মঠের অন্যতম ভক্ত তথা সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা এর ব্যবস্থাপনায় কয়েক হাজার গঙ্গাসাগরে আগত পূর্ণর্থীদের খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করলেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা বলেন, অনেক তীর্থযাত্রীরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরে যান। পুণ্যার্থীদের যাওয়া ও আসার ক্ষেত্রে দরকার খাওয়া-দাওয়া। আমি দেখেছি অনেক পুর্ণার্থীরা চার-পাঁচবার করে খিচুড়ি প্রসাদ নিয়ে খাচ্ছেন। তাঁরা এতটা অভু ক্ত থাকে সেটা বলে বোঝানো যায় না। শুধু তাদেরই জন্যই আমার এই প্রয়াস। ১৩ বছর ধরে গঙ্গাসাগরের পুন্যার্থীদের জন্য আমি এই ভাবে আয়োজন করে এসেছি। এবছর একদিন রাতে পুন্যার্থীদের জন্য করেছিলাম রুটি ও সবজি। তারা তৃপ্তি ভরে খেয়েছে। এবং পরের দিন দুটো থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত পুন্যার্থীদের উদ্দেশ্যে খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা করেছিলাম। বিহার থেকে আগত এক পুণ্যার্থী সুজিত কুমার বলেন, আমরা ১৫ জন এসেছি গঙ্গাসাগরে। আমাদের কাছে বিস্কুট ছাড়া তেমন খাওয়ার কিছু নেই। এই খিচুড়ি খেয়ে আমরা সারারাত থেকে যাব এবং পরের দিন সকালে বাড়ি যাবো।

লাভজনক কেন্দ্রীয় সংস্থাও বিক্রি করে দিতে চাইছে কেন্দ্র অভিযোগ ঋতব্রতর, শ্রম কোড বাতিলের ডাক

সুমন আদক, হাওড়া, ১৬ জানুয়ারিঃ লাভজনক কেন্দ্রীয় সংস্থাও বিক্রি করে দিতে চাইছে কেন্দ্র অভিযোগ ঋতব্রতর, শ্রম কোড বাতিলের ডাক।এর পাশাপাশি বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের প্রধান মুখ করে গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেন সাংসদ তথা আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, বাংলার প্রতি বঞ্চনা, রেল হকারদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে হাওড়া স্টেশন চত্বরে ওই জনসভার ডাক দেওয়া হয়। ওই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া জেলা (সদর) তৃণমূলের সভাপতি ও বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাস সহ দলের আরও অনেকে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, কেন্দ্রের অধিনস্ত সংস্থা ব্রিজ অ্যান্ড রুফকে বিলগ্নীকরণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলছি। বিষয়টি সংসদেও তুলব। লাভজনক কেন্দ্রীয় সংস্থাও বিক্রি করে দিতে চাইছে কেন্দ্র। ব্রিজ অ্যান্ড রুফকে বিলগ্নিকরণের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লড়াই চালাব। এদিন ব্রিজ অ্যান্ড রুফের যে ৮০ জন শ্রমিক আমাদের সংগঠনে যোগ দিলেন তাঁরা বুঝেছেন সিটুতে থেকে এই লড়াই করা সম্ভব নয়। বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে সামিল হতেই ওঁরা এদিন আইএনটিটিইউসিতে যোগ দিলেন। বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়া এই রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে আটকে গিয়েছিল।

সারা দেশে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ করে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পে রাজ্যের অসংগঠিত ক্ষেত্রের ১ কোটি ৭৩ লক্ষ মানুষের নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪১ লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পে টাকা পেয়েছেন। এখনও অসংগঠিত ক্ষেত্রে প্রায় ২৭ লাখ শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত হতে বাকি আছে। বিভিন্ন জায়গায় শিবির করে তাঁদের নাম দ্রুত এই প্রকল্পে নথিভুক্ত করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম কোড চালু করতে চেয়ে শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে ধিতে চাইছে। এটি চালু হলে শ্রমিকরা ক্রীতদাসে পরিণত হবে। মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বাংলায় এই শ্রম কোড চালু হবে না। আমরা কোনওভাবেই এই শ্রমকোড চালু হতে দেব না। এদিন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেবার কোড চালু করার বিরোধীতা করায় বেশ কিছু রাজ্য এর বিরোধীতা করেছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে জানানো হচ্ছে না, ট্রেড ইউনিয়নকে জানানো হচ্ছে না। আগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে ২৯টা শ্রম আইন বাতিল করে ৪টা লেবার কোড চালু করেছিল। এখন সারা দেশ জুড়ে এটা চালু করতে গেলে অনুমতি লাগবে। সেটা কোনও অবস্থায় করতে পারছে না। ৮ ঘন্টা কাজ ১২ ঘণ্টা করতে চাইছে। শ্রম কোড চালু হলে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার চলে যাবে। কোনও অবস্থায় শ্রম কোড চালু করতে দেওয়া যাবে না। ঐক্যবদ্ধ লড়াই চলবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছেন। ব্রিজ অ্যান্ড রুফকে নিয়ে সরকার বিলগ্নিকরণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এই বিষয়টি পার্লামেন্টে তোলা হবে। এই কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত কিছু বেচে দিতে চাইছে। ব্রিজ অ্যান্ড রুফের বিলম্বিকরণ বিরোধী লড়াই আমরা চালাচ্ছি। যারা আইএনটিটিইউসিতে যোগদান করেছেন তারা বুঝতে পেরেছেন সিআইটিইউতে থেকে লড়াই করা যাবে না। এই লড়াই মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বেই হবে। উল্লেখ্য, এদিনের জনসভায় বার্জার পেন্টস ও ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কারখানার প্রায় ১০০ জন শ্রমিক সিটু থেকে আইএনটিটিইউসিতে যোগ দেন। তাঁদের হাতে সংগঠনের পতাকা তুলে দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষক বাজারের বোর্ড মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেও কৃষকদের দেখা নেই

দুরন্ত বার্তা, আদিসপ্ত গ্রাম, ১৬ জানুয়ারিঃ বছর পাঁচেক আগে হুগলির আদিসপ্ত গ্রাম কৃষক বাজার তৈরি করা হয়েছিল। জিটি রোডের ধারে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তৈরি করা হয়েছিল কৃষক বাজার। কৃষক বাজারের বোর্ড মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেও কৃষকদের দেখা নেই। বড় লোহার গেট, একের পর ঘর পরে রয়েছে তালা বন্ধ অবস্থায়। শৌচালয় ঘিরে রয়েছে বন জঙ্গলে। কৃষকদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কৃষি পণ্য নিলামের চত্বর। এখন সেই জায়গায় ধুলো জমেছে। পরিকল্পনার অভাবেই ধুঁকছে কৃষক বাজার!এই বিষয়ে স্থানীয় এক কৃষক বলেন, ''কৃষক বাজারটি যে জায়গায় তৈরি হয়েছে সেটি একদম নির্জন জায়গা। সেখানে ট্রেনে করে মালপত্র নিয়ে যাওয়ারও সেরকম সুবিধা থাকে না। গাড়ি করে সেই জায়গায় মাল নিয়ে গেলে যে টাকা খরচ হয় তার থেকে কাছাকাছি বাজারগুলিতে বিক্রি করলে অন্তত গাড়ির খরচটা লাগে না। সেই কারণেই ওই বাজারে কৃষকরা খুব একটা বেশি যান না। যদি বাজারটি চুঁচুড়া শহর বা চন্দননগর এলাকার কাছাকাছি হত তাহলে কৃষকদের পক্ষে সেই বাজারে যাওয়া সুবিধা হত। এই বিষয়ে মগরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শুক্লা চ্যাটার্জি বলেন, ''একেবারে কৃষক বাজার চালু হয়নি তা ভুল কথা। কিছুদিন আগে যখন ধান বিক্রি হচ্ছিল সেই সময় কৃষক বাজারে সমস্ত কিছু কাজ হয়। কিন্তু অন্যান্য শাকসবজি ও অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে কৃষক বাজারে একেবারে কৃষকরা কম আসেন। আর অন্যতম কারণ হতে পারে যে জায়গায় এটি তৈরি হয়েছে তার আশেপাশে এলাকা কৃষি প্রধান এলাকা নয়। তবে কৃষক বাজার না চলার আর কি কি কারণ রয়েছে তা তারা খতিয়ে দেখবেন, কৃষকদের সঙ্গেও কথা বলবেন যাতে এই কৃষক বাজার আবার চালু করানো যায়।

হাওড়ার দুটি ওয়ার্ডে কাঁচা রাস্তা পাকা করার কাজ এবং আলোর ব্যবস্থা করা হবে পুরসভার উদ্যোগে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ জানুয়ারিঃ হাওড়ার দুটি ওয়ার্ডে কাঁচা রাস্তা পাকা করার কাজ এবং আলোর ব্যবস্থা করা হবে পুরসভার উদ্যোগে। তার আগে হাওড়া পুরসভার ৪১ এবং ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পুর আধিকারিকরা পরিদর্শন করেন। এবিষয়ে হাওড়া পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী জানান, ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের এখনও বেশ কিছু রাস্তা কাঁচা অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ওখানে কোনও কাজ হয়নি। কাঁচা রাস্তা হওয়ার কারণে বয়স্ক মানুষ যাতায়াতের এবং বাচ্চারা খেলার সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সেখানে গিয়ে দেখা যায় এই শীতের সময়েও সেখানে জল জমে রয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দ্রুত ওই রাস্তা ঠিক করে দেওয়া হবে এবং ওই রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হবে। ওখানে রাস্তায় কোনও আলোও ছিলনা। ওই জায়গায় আলো লাগানো হয়েছে। ওই রাস্তা যাতে দ্রুত সারাই করা যায় সেই চেষ্টাও করা হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি এই কাজ করে দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়াও ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু জায়গায় যেখানে কাজ চলছে সেখানেও পরিদর্শন করা হয়েছে। সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে কিনা তা দেখা হয়েছে। হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানুষকে যাতে প্রাপ্য সুযোগসুবিধা দেওয়া যেতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্যেই ওই জায়গাগুলো পরিদর্শন করা হয়েছে।

গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের ফেলে দেয়া বর্জ্য পদার্থ দিয়েই তৈরি হবে রাস্তা

গঙ্গাসাগর, ১৬ জানুয়ারিঃ কথায় বলে 'সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার'। অর্থাত্ সব তীর্থে বারবার গিয়ে যে পূণ্যলাভ হয় গঙ্গাসাগর মেলায় মাত্র একবার এসে সেই পরিমাণ পূণ্যলাভ করা সম্ভব। হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ এই তীর্থস্থান। গঙ্গা নদী এখানে সাগরে এসে মিশেছে। তাই এই স্থানের নাম গঙ্গাসাগর। সাগরের কপিলমুনির আশ্রম প্রাঙ্গনে এবার ৮ জানুয়ারি শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা, চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। চলতি বছর ইতিমধ্যেই ৪৫ লক্ষের বেশি পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান সেরেছেন বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। মকর সংক্রান্তির স্নান উপলক্ষে এলাহাবাদে আয়োজিত কুম্ভ মেলার পরে সবথেকে বড় মেলা হল এই গঙ্গাসাগর মেলা। আর এই উত্সব উপলক্ষ্যে দেশের নানান প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ জড়ো হন এই সাগরের সৈকতে। এত মানুষের সমাগম হওয়ার কারণে সাগর চত্বরে প্রচুর ময়লা আবর্জনা এই সময় জড়ো হয়। সেই কথা মাথায় রেখে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।আর্বজনাকে রিসাইকেলিং করে কীভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বানানো যায়, তা নিয়ে একটি কর্মশালা হচ্ছে । মেলা শেষের পরে কাচের বোতল, পুরানো কাপড় এবং অন্যান্য জিনিস সৈকত থেকে সংগ্রহ করা হবে । ফেলে দেওয়া জিনিস যে আবারও পুনর্ব্যবহার করা যায়। এমনকি গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের বর্জ্য পদার্থ পুনর ব্যবহার করে নির্মাণ করা হবে গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন রাস্তা এমনটাই জানিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী করবে।

বাইক স্ট্যান্ড করিয়ে ছিলেন হবু বর, সেখানে একটি 'লেডি বার্ড' সাইকেল রেখে গিয়েছে চোর!

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি, ১৬ জানুয়ারিঃ সামনেই বিয়ে। আত্মীয়রা ডেকে আইবুড়ো ভাত খাওয়াচ্ছেন। আর তা করতে গিয়েই বিপত্তি। বাইকে দাদার বাড়িতে গিয়েছিলেন হবু বর। কিছুক্ষণের ব্যাপার। তাই আর বাইক গ্যারেজে ঢোকাননি। বাড়ির সামনেই দাঁড় করিয়ে রাখেন। রাতে খাওয়ার পর কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি ফিরবেন! কিন্তু ঘর থেকে বেরোতেই চক্ষু চড়কগাছ। বাইক কোথাও নেই তাঁর। বরং যে জায়গায় বাইক স্ট্যান্ড করিয়েছিলেন, সেখানে একটি 'লেডি বার্ড' সাইকেল রেখে গিয়েছে চোর! আর সেই সাইকেলে চেপেই বাড়ি ফিরলেন হবু বর। ঘটনার শোরগোল চুঁচুড়া ইমামবাজার এলাকায়। পুলিশ বাইকের খোঁজ চালাচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সৈয়দ মহম্মদ ওয়াসিমের বাড়ি হুগলি ইমামবাড়ায়।

২ ফেব্রুয়ারি তাঁর বিয়ে। ওয়াসিম জানান, বুধবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ ইমামবাজারে আমার বড়দা সৈয়দ মহম্মদ মুকারমের বাড়িতে আই বুড়ো ভাত খেতে গিয়েছিলেন। বাইকটি বাড়ির বাইরে গলিতে রাখা ছিল। সেখানে তাঁর দুই দাদার বাইকও ছিল। খাওয়া দাওয়া করে রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ বাইরে বেরিয়ে দেখেন বাইক নেই। পাশে একটা লেডিবার্ড সাইকেল রয়েছে। এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন সৈয়দ। কেউ কিছু বলতে পারেন না। বাইক হ্যান্ডেল লক করা ছিল। লক ভেঙে নিয়ে গিয়েছে বলে দাবি সৈয়দের। হুগলি চুঁচুড়া ব্যান্ডেল বিভিন্ন জায়গায় বিস্তর খোঁজাখুঁজি করা হয়। কিন্তু বাইকের সন্ধান মেলেনি। অগত্যা চোরের ফেলে যাওয়া সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরেন সৈয়দ। পুলিশকে জানানো হয়। চুঁচুড়া থানার পুলিশও খোঁজ করে। কিন্তু চোর বা বাইকের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জানা গিয়েছে, একই সময়ে আরও একটি বাইক চুরির ঘটনা ঘটে ওই এলাকায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৪৮ সংখ্যা, শুক্রবার ৩ মাঘ, ১৪৩১

হাট বসেছে শুক্রবারে

ঐতিহ্য। মানুষ সব কিছু ভুলে গেলেও শিকড় টান দেয় মাঝে মাঝে,রক্তে শিরায় উপশিরায় সে টান অনুভবে থেকে যায় আজীবন। আমাদের বাপ ঠাকুরদা রুজি রুটির খুঁটি এই নবদ্বীপ তাঁত কাপড় হাট,এক সময় বাংলাদেশ থেকে আসা কত গুলো তরুণ যুবক সে কালের মহাজনদের জুলুম বাজি থেকে পরিত্রাণ পেতে তাঁতীদের বাঁচাতে এক নব রূপ বিল্ডিং একতলা থেকে দোতলা দালান ভিটে ওপরের অফিস ঘর থেকে চার তলা জুড়ে গামছা লুঙ্গি শাড়ি চাদরের হাট,প্রথম এশিয়ার তাঁতের হাট এটা। সেই মানুষ গুলোর সাথে দোসর একাজে পরোক্ষে তাদের ঘরণীরা,তাই তাদের উদ্যোগে লক্ষ্মীর স্থানে সরস্বতী পুজো সেই সাথে হাটের মেম্বার দের পারিবারিক মিলন খাওয়া দাওয়া,বছরে পৌষে কালি পুজো থেকে মহোৎসব,নর নারায়ণ সেবা হাজার লোকের আয়োজন। সেই দাদুদের আমল থেকে উৎসবপ্রিয় বাবাই বাড়ি পৌঁছে দের হাত ধরে আজো, তবে এবছর কালি পুজো তে হাটে বসে খাওয়ানো আয়োজন করা হয় মেম্বারদের জন্য,প্রতি বছর ভোগ বাড়িতে পরাত করে পাঠানো হয়। তাই ছুটির দুপুরে পুজোর পর বাপ বেটি হাজির নিজের ঐতিহ্য টানে,আজ শুধু উপলক্ষ্য খাওয়া নয় মিলন ও,সব কাকীমা জেঠিমা দের সাথে জমিয়ে গল্পো আড্ডা, ফাঁকে ফাঁকে তাদের তাদের বন্ধুর কথা, শরীরের অসুস্থতা কারণে জান নি ভদ্রমহিলা। কাকু জেঠুদের পরম আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা আপ্লুত,খাবো কি মামণি র চারপাশে এক ঝাঁক কাকু জেঠু সে ঠিক করে খাচ্ছে কিনা,কড়া নজরদারি,আর মাঝে মাঝে স্মৃতি চারণ দাদুদের, খানিকটা গর্বের, হয়তো মানুষগুলো চলে গেছে কবে তারাদের দেশে রেখে গেছেন সেই সব কর্ম কীর্তি, তাদের হাতে গড়া হাট, সেই সময় সেই দাদু ঠাম্মাদের দলের সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য হওয়ার সুবাদে এদের জুড়ে থাকাটা বরাবরই বেশি, সেই চাদরের সময় ভিটে তে চাদরের গাটে ওপর বসা গোল গোল চোখের মেয়েটা হয়তো বড় হয়েছে সবার কাছে, কিন্তু কিছু মানুষের কাছে আজো সেই ছোট্ট মামনি। হাটের বর্তমান আধিকারিক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত বৃন্দাবন সেই কবে থেকে বার বার নেমন্তন্ন করে গেছেন, আজো পরম শ্রদ্ধেয় পিসির মা কানন বালা দেবী পরলোকগমন করায়, আর ওনার কাকীমা তাই কাল অশৌচ সত্ত্বেও এসে কতবার খবর নিয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সরস্বতী পুজো থেকে গেলে শত ব্যস্ততার মাঝেও এসে গরম গরম কচুরি ভাজিয়ে নিয়ে এসে মাম ছোটমা কে বলতেন বৌমা মাদের খাইয়ে দাও,মা সেই ছোট বেলা তো সেটা ভাবতে পারেন না অনেকেই, পাশে আমার পিঙ্গু ওরফে ভাই ছোট কাকুর ছেলে বলতো বম্মা মনা বুড়ো হলেও বড় হবে না কখনো।এই সব মানুষ গুলো র কাছে আজীবন ছোট হয়ে থাকা আনন্দের। কিন্তু ঐতিহ্য এর হাত ধরে পাতে ছিল ঘি লম্বা বেগুন ভাজা তেঁতো ডাল পোস্ত ভেজ ডাল শিষ পালং এর চচ্চড়ি পোলাও পনির ভাপা খেজুর আমস্বত্বের চাটনী পাঁপড় পায়েসে রাজভোগ। শীতের ভোজ মানেই পারিবারিক ভোজসভা। সেখানে সবার নিমন্ত্রণ থাকে। হাটের ভোটও সেই রকম আরকি।

মার্কো পোলোর বিবরণ

৭০০ বছর আগে ৮ ই জানুয়ারী মার্কো পোলো মারা যান (জন্ম ১২৫৪, সম্ভবত ভেনিসে; মৃত্যু ৮ জানুয়ারী, ১৩২৪ ভেনিস) ছিলেন একজন এশিয়া ভ্রমণকারী ইটালিয়ান পরিব্রাজক যিনি একজন ভেনিসিয়ান বণিক পরিবার থেকে এসেছিলেন এবং চীন সাম্রাজ্যে তার ভ্রমণের কাহিনীর মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিলেন। কেউ বলে একটি বর্বর টারটার যোদ্ধা। অজানা অঞ্চল থেকে এসেছিল। কেউ জানে না কেন। শুধুমাত্র একটি জিনিস নিশ্চিত যে তারা সমস্ত খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিকভাবে নিপীড়ন করতে এবং হত্যা করতে চায় - আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপ জুড়ে; মঙ্গোলরা ১২৪১ সালে সিলেসিয়ার লিগনিৎজে অগ্রসর হয়েছিল। বিশাল অশ্বারোহীরা অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হয়েছিল, এবং ইউরোপ নিশ্চিতভাবেই তার ক্রুসেডের সাথে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ১২৬০ সালের দিকে হঠাৎ করেই শক্তি শেষ হয়ে যায়। অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলীয় উত্তরাধিকার বিরোধের কারণে সাম্রাজ্য বিশেষায়িত হয়ে ওঠে। ১২৬০ সেই বছর ছিল যে বছর মার্কো পোলোর বাবা নিকোলাও এবং তার চাচা মাফিও, উভয়ই বণিক, এশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। দ্বিতীয়বার, ১২৭১ সালে, সেবার তারা ১৭ বছর বয়সী মার্কোকে তাদের সাথে নিয়ে যায়। কিন্তু কিভাবে সেই যাত্রা মঙ্গোলদের হুমকির মুখে বাধাগ্রস্ত হয়। বাণিজ্য পরিচিতি সেই যাদু শব্দ বিঘ্নিত হয়, পোলোর বাবা এবং চাচা এমনকি কনস্টান্টিনোপলের ট্রেডিং পোস্ট থেকে প্রথম চীনে কুবলাই খানের কাছে পৌঁছেছিলেন। কুবলাই খান (গ্রেট খান) তখন তাদের নির্দেশ দেন ভ্যাটিকানের পোপকে জিজ্ঞাসা করতে। এ ধারনের বক্তব্য যতই সন্দেহজনক হোক না কেন। ইউরোপে আশাকরা পণ্যগুলি অবশ্যই একটি সাংস্কৃতিক সেতু তৈরি করেছিল - কারণ এশিয়ায় মশলা, রঞ্জক, সিল্ক এবং মূল্যবান পাথর ছিল। বিনিময়ে, লাইনেন কাপড়, মূল্যবান ধাতু বা যান্ত্রিক ঘড়ি দেওয়া হয়েছিল। মার্কো পোলো কোনওভাবেই মধ্যযুগে এশিয়ার প্রথম ভ্রমণকারী ছিলেন না, তবে দূরবর্তী দেশগুলি সম্পর্কে এর আগে খুব কমই কেউ এত বিস্তৃত তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। কিন্তু একাধিক ব্যক্তি এবং প্রায় সনাক্তকরণ সংক্রান্ত একটি সমস্যা শুরু হয়। সর্বোপরি, প্রায় ১৫০টি পাণ্ডুলিপি রয়েছে, তবে ১২৫৪ সালে জন্মগ্রহণকারী ভেনিসিয়ান সম্পর্কে ছাড়া প্রায় আর কিছুই জানতোনা। যেহেতু পোলো সম্ভবত তার অভিজ্ঞতা নিজে লেখেননি এবং শুধুমাত্র কিছু নোট ছিল তাই বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে। অনেক পাণ্ডুলিপির মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

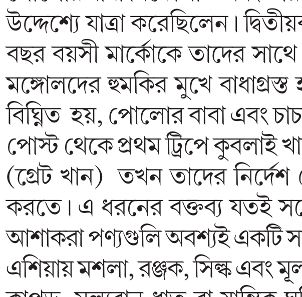

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন শুধু গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করলে মনটা শুদ্ধ হয় না। মনকে শুদ্ধ করতে গেলে মনের মধ্যে থাকা অসৎ চিন্তাকে পরিহার করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে পারেন। তিনি জীব শ্রেষ্ঠ হন। জীব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। যিনি তা করতে পারেন তিনি মানব বন্ধু। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন গীতা পাঠ না করে এক ঘন্টা ধরে ফুটবল খেলো। তাহলে শক্তি হবে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অর্জন করতে পারবে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভে শত্রু বিনাশ।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত হোক।স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণে মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস অত্যন্ত একটি বিশেষ অধ্যায় বলে গণ্য

বিশেষ প্রতিবেদক

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে ভবিষ্যতেও থাকবে। ইতিহাস বলে যে, অতীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই জেলাটির বুকের উপর দিয়ে বিপ্লব আর বিদ্রোহের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এপ্রসঙ্গে এখানে কিছু বলবার আগে এই সমগ্র জেলার ভৌগোলিক পরিচয় জেনে নেওয়ার দরকার রয়েছে। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণদিকে রয়েছে বঙ্গোপসাগর আর পূর্বদিকে রয়েছে হাওড়া ও হুগলি জেলা; এর পশ্চিম সীমায় বিহার আর উড়িষ্যার কিছু অংশ পড়েছে আর উত্তর দিকে রয়েছে বাঁকুড়া জেলা। মেদিনীপুরের উত্তরদিকে থাকা রাঢ় অঞ্চলে পাথুরে শক্ত জমি এবং দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সমতল সরস মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এই জেলার দক্ষিণ সীমা দিয়ে সুবর্ণরেখা নদী বয়ে গিয়েছে, আর রূপনারায়ণ এটির পূর্ব সীমানাকে চিহ্নিত করে হুগলি নদীতে গিয়ে মিশেছে। এছাড়া শিলাবতী, কংসাবতী, কালিঘাই আর রসুলপুরের নদী অনেকটা জালের মতোই সমগ্র মেদিনীপুর জেলাকে ঘিরে বয়ে চলেছে। যদিও অতীতের কোন একসময়ে মেদিনীপুর জেলা অরণ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে আবাদ করতে গিয়ে সেসবের প্রায় সবটাই হাসিল করতে হয়েছিল। কিন্তু এখনও মেদিনী পুরের পশ্চিম সীমান্তে শাল, মহুয়া ও পলাশের অরণ্য কিছুটা হলেও বজায় রয়েছে বলেই দেখতে পাওয়া যায়। অতীত থেকেই আউশ, আমন ধান, আলু, পেঁয়াজ ও পাট হল মেদিনীপুরের প্রধান কৃষিসম্পদ। তবে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে বর্তমানে এখানে ফসলের পরিমাণ অতীতের থেকে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দিয়ে দুটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাস্তা প্রসারিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথমটা হল, মেদিনীপুর-কেশপুর-ঘাটাল রোড; অতীতে এই রাস্তাটি মহারাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে মেদিনীপুরের যোগসাধন করেছিল। আর এই জেলার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক রাস্তাটি হল;তমলুক-পাঁশকুড়া-মেদিনীপুর রোড।

বাংলার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখতে পাওয়া যায় যে, উড়িষ্যা রাজ্য ও মেদিনীপুরের মধ্যে যোগাযোগ অনেক দিনের। এমনকি অতীতের কোন একসময়ে এই অঞ্চলটির অধিকার নিয়ে অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়েছিল। এককালে উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের দামোদর নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উড়িষ্যারাজ মুকুন্দ হরিচন্দন ত্রিবেণী পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন। তিনিই ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ ঘাটটি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরে একটাসময়ে বাংলার সুলতান সুলেমান কররাণীর পুত্র দায়ুদ খাঁ শুধু মেদিনীপুর অঞ্চল নয়, উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিলেন। তারপরে মোঘলদের সঙ্গে দায়ুদ খাঁর যুদ্ধের সময়ে মোঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি টোডরমল যখন মেদিনীপুর দখল করেছিলেন, মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যা রাজ্যেরই একটা অংশ ছিল। নবাব আলিবর্দ্দীর আমলে মারাঠা বর্গীরা বারবার বাংলা আক্রমণ করবার ফলে খৃষ্টীয় আঠারো শতকে দীর্ঘসময় ধরে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে নানা দুঃখ দুর্দশা সহ্য করতে হয়েছিল। অবশেষে বাংলায় স্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপন করবার জন্য ১৭৫১ সালে নবাব আলিবর্দ্দী মারাঠাদের সঙ্গে যে সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, সেটার ফলে তাঁকে উড়িষ্যা সুবাটিকে মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোঁসলেকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল এবং সুবর্ণরেখা নদী বাংলার সীমা বলে চিহ্নিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তখন থেকেই মেদিনীপুর স্থায়ীভাবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এর ঠিক নয় বছর পরে, অর্থাৎ১৭৬০ সালে নবাব মীরকাশিমের আমলে ইংরেজরা মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রামের জমিদারি পেয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই তাঁরা অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে খাজনা আদায় করতে আরম্ভ করেছিলেন, এবং বহু শতাব্দী ধরে মেদিনীপুরের জঙ্গল অঞ্চলে যেসব আদিবাসীরা তখনও পর্যন্ত জঙ্গলের অধিকার ভোগ করছিলেন, তাঁদের সেখান থেকে পুরোপুরিভাবে উৎখাত করে দিয়েছিলেন। এরফলে সেসব আদিবাসীরা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইংরেজরা সেই বিদ্রোহকে অসভ্য বর্বর চুয়াড়দের বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছিলেন। এরপরে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজরা বাংলায় যে, নতুন ভূমি ব্যবস্থার সূচনা করে ছিলেন, এরফলে অনেক স্থানীয় পাইক তখন নিজেদের অধিকার হারিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এই বিদ্রোহকে পাইক বা নায়েক বিদ্রোহ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তখন এঁদের সঙ্গে চুয়াড়-বিদ্রোহীরা যোগ দিয়েছিলেন এবং মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাণী আর বগড়ীর রাজা যৌথভাবে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ বিদেশী শাসকের কাছে মেদিনীপুর কোনদিনই মাথা নত করেনি। আর তাই ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সমগ্র বাংলা যখন নিঃশব্দ ছিল, তখন মেদিনীপুরের পাইক-চুয়াড়রা তাতে সাড়া দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে স্বদেশীযুগে, অসহযোগ ও লবণ আইন ভঙ্গের আমলে সমগ্র মেদিনীপুরের এই বিদ্রোহী সত্তা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের আমলে মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক অঞ্চলে স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। তবে এর অনেক শতাব্দীর আগে এই তমলুক অঞ্চলেই বাংলার স্বাধীন তাম্রলিপ্ত রাজ্য ছিল। ইংরেজ আমলে যখন মেদিনীপুরে জাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে শুরু করেছিল, তখন ইংরেজ বণিকেরা যড়যন্ত্র করে মেদিনীপুরের প্রাচীন রেশম, তসর ও তুলা-শিল্প ধ্বংস করতে আরম্ভ করেছিলেন। এরফলে ঘাটাল, কাঁথি, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলের মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের বিক্ষোভ ধুমায়িত হয়েছিল এবং ১৯০৫ সালের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ইংরেজদের উপরে তাঁদের সেই অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে খাজনা বন্ধ আন্দোলন মেদিনীপুরে এতটাই সফল হয়েছিল যে, সেই সময়ে এই জেলাটি সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। এমনকি এরপরে ১৯৩০ সালের লবণ আইন ভঙ্গের আমলেও মেদিনীপুর পিছিয়ে থাকেনি। তবে বৃটিশ আমলের মেদিনীপুরের তরুণেরা শুধু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে সাড়া দেননি, একই সাথে তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্নও দেখেছিলেন। আর তাই মেদিনীপুরে কোন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁরা সহ্য করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। এরপরেই দেখতে দেখতে পেডী, বার্জ, ডগলাস প্রমুখের মত সেযুগের দুর্ধষ জেলা-শাসকরা মেদিনীপুরের মাটিতেই বিপ্লবীদের গুলিতে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

বাংলার ইতিহাসে ঋষি রাজনারায়ণ বসুকে জাতীয়তাবাদের অন্যতম জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ইনি মেদিনীপুর সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; আর এঁরই প্রখ্যাত ভ্রাতুস্পুত্রর নাম ছিল সত্যেন বসু, যিনি আলিপুর বোমা মামলার ইতিহাস বিখ্যাত বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে গুলি করে আলিপুরের জেলে ফাঁসিতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বর্তমানে এই মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভিটা রয়েছে, যাঁকে নতুন করে বাঙালির কাছে পরিচিত করবার দরকার নেই। তবে বিদ্যাসাগরের জন্মের সময়ে তাঁর গ্রামটি সাবেক হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকালই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তবে শুধু তিনিই একমাত্র ব্যক্তি নন, যাঁর জন্য সমগ্র মেদিনীপুর গর্ব করতে পারে। বস্তুতঃ এই মেদিনীপুরেই অতীতে এমন একজন ছিলেন, যিনি গরীবের ঘরে জন্মেও নিজের অগাধ বিদ্যা, শ্রম ও সততাগুণে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পেরেছিলেন এবং আমৃত্যু সেসব অর্থ দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করে গিয়েছিলেন। অতীতের মেদিনী পুরের তেজ ও পৌরুষ এই যে ত্যাগব্রতী মানুষটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, ইনি ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের প্রখ্যাত কর্মী ও মেদিনীপুরের মাহিষ্য কুলরত্ন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। তাঁরই পরিচালনায় মেদিনীপুরের খাজনাবন্ধ আন্দোলন সফল হয়ে সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকর্মীও ছিলেন।

এছাড়া ইতিহাস একথাও বলে যে, মেদিনীপুরের বীরকন্যারাও বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যাপারে কোনদিন পিছিয়ে থাকেননি। একসময়ে মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাণী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বন্দি হয়েছিলেন। এরপরে আধুনিক সময়ে, ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের এক অগ্নিঝরা দিনে মেদিনীপুরের বিপ্লব-নায়িকা মাতঙ্গিনী হাজরা গান্ধীজীর বাণী মুখে নিয়ে মেদিনীপুরের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। যদিও সেদিন ইংরেজ পুলিসের গুলিতে তাঁর দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল, তবুও নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পতাকা-দণ্ডটি অকুতোভয়ে ধরে ছিলেন। আজও প্রতি বছর ৯ই আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষ তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।

পরাধীন ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম পথপ্রদর্শক ক্ষুদিরাম বসু এই মেদিনীপুরেরই সন্তান ছিলেন; ভারতের ইতিহাস থেকে তাঁর নাম কখনোই মুছে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া বিয়াল্লিশের বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি নেতা অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ও এই মেদিনীপুরের সন্তান ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন।

আজও মেদিনীপুর জুড়ে ঘাটাল মহকুমার চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংয়ের নামে একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ইতিহাস বলে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে শোভা সিংয়ের বিদ্রোহের ঘটনাটি ঘটেছিল; কিন্তু তাঁর সেই বিদ্রোহের পিছনে কোন আদর্শ বা দেশপ্রেম বলে কিছু ছিল না। দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর হাতে গড়া মারাঠা বাহিনীর কাছে বার বার পর্যদস্ত হচ্ছিলেন, আর ভারতবর্ষের চারিদিকেই তখন বিশৃঙ্খলা চলছিল। তখন কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে দেশজুড়ে যেসব সামন্ত বা জমিদার রাজ্য নিজেদের ব্যক্তিগত লোভে মাথা তুলতে আরম্ভ করেছিল, শোভা সিং তাঁদেরই একজন ছিলেন। তৎকালীন বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ তখন বৃদ্ধ হয়েছিলেন ও ফারসি কবিতার বয়েৎ আওড়েই নিজের দিন যাপন করছিলেন। এরফলে উদ্ধত জমিদার বা সামন্তদের শায়েস্তা করবার মত যোগ্যতা তাঁর মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না। অন্যদিকে তৎকালীন বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণ রামের উপরে তখন বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। একটা সময়ে শোভা সিংয়ের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি তাঁর হাতেই নিহত হয়েছিলেন। এরপরে শোভা সিং বর্ধমান শহর দখল করে রাজা কৃষ্ণরামের ধনসম্পত্তি শুধু লুঠ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকেও বন্দি করেছিলেন। বস্তুতঃ বর্ধমান রাজকে পরাজিত করে শোভা সিংয়ের প্রতাপ তখন আরও বেড়ে গিয়েছিল। এরপরে তিনি নিজের সৈন্যবাহিনী নতুন করে সংগঠিত করেছিলেন, এবং তাঁর জমিদারির সীমাও দেখতে দেখতে বেশ বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরের বাসিন্দারাও তখন তাঁর দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এরপরে একটা সময়ে অবিরাম লুঠপাট চালিয়ে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়ে শোভা সিং নিজেই রাজা উপাধি গ্রহণ করে ছিলেন; তখন তাঁর রাজ্যটিও বড় কম ছিল না, সেটা প্রায় দু'শো মাইল বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায় নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে ঢাকায় গিয়ে নবাব ইব্রাহিম খাঁর কাছে শোভা সিংয়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেও ইব্রাহিম খাঁ প্রথমে এই ব্যাপারটায় ততটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু পরে অন্যান্য সূত্র থেকে শোভা সিংয়ের লুঠপাট ও অত্যাচারের বিবরণ পেয়ে তিনি হুগলির ফৌজদার মুরুল্লা খাঁকে শোভা সিংকে দমন করবার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু নুরুল্লা খাঁ শোভা সিংকে দমন করবার আগেই শোভা সিং তাঁকেই উল্টে হুগলি দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন, এবং নুরুল্লা পরে সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে সেই দুর্গ ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন। এরফলে হুগলি দুর্গও তখন শোভা সিংয়ের দখলে চলে গিয়েছিল এবং সেখান কার স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁর অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তখন তাঁরা চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকদের শোভা সিংকে শায়েস্তা করবার জন্য অনুরোধ করলে ওলন্দাজ বণিকেরা একটি যুদ্ধজাহাজে করে শোভা সিংয়ের বিরুদ্ধে তিনশো জন সশস্ত্র সৈন্য পাঠিয়েছিলেন।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

বাংলাদেশের পাবনায় নির্মাণ করা হয়েছে কিংবদন্তি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন মিউজিয়াম

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

সুচিত্রা সেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক কিংবদন্তি নাম। অনন্য সৌন্দর্যের সঙ্গে ভুবনভোলানো আবেদনময় মিষ্টি হাসি আর অসাধারণ অভিনয়শৈলীর কারণে সুচিত্রা সেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মন জয় করেছেন। ১৭ জানুয়ারি শুক্রবার

মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের নবম প্রয়াণ দিবস।

সুচিত্রা সেন নায়িকাদের নায়িকা, মহানায়িকা।প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আজ অবধি বাংলার মডেল কিংবা নায়িকারা সুচিত্রা সেনকে আইডল করে তার মতো শাড়ি পরেন, হাতাকাটা ব্লাউজ পরেন,চোখে কাজল টানেন,চুলে কখনো বেণী বাঁধেন কখনো বা খোঁপা সাজান কিংবা ঘাড় বাঁকিয়ে রোমান্টিক চাহনি দেন।

একজন সত্যিকারের সুপারস্টার জানতেন, জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকতেই লাগাম টেনে ধরতে হয়, কখন থামতে হয়। সুচিত্রা সেন-ই জনপ্রিয়তার চূড়ায় যাওয়া সেই কিংবদন্তি নায়িকা, যিনি কেবল নিজের লাগাম টেনেই ধরেননি, অনন্ত যৌবনা ও তুমুল সম্মোহনী রূপের সৌন্দর্য দর্শক হৃদয়-মনের গভীরে গেঁথে দিয়ে নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়েছেন। সুচিত্রা সেন সারা জীবন নিজের আশপাশে এক অদ্ভুত দুর্ভেদ্য দেওয়াল তুলে রাখতে পেরে ছিলেন,তা ভেদ করার কথা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ ভাবতে পারেনি। এমন অসম্ভব সাহসী, বেপরোয়া এবং দৃঢ়চেতা একজন সেলিব্রিটি সে যুগে বিরল ছিল। শুধু সে যুগে কেন? যুগে যুগে তার মতো সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা, দাপুটে অভিনেত্রীর জুড়ি মেলা ভার। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজ ব্যক্তিত্বের বলে বলীয়ান ক'জন হতে পারে?

তাকে নিয়ে যত না আলোচনা,যত না প্রশংসা, যত না বিশ্লেষণ,তার চেয়ে বেশি মিথ হয়ে ঘুরে-ফিরে আসে; যেন অনন্তকালের চিরযৌবনা রূপবতী সুচিত্রা সেনের মৃত্যু নেই। ভারত উপমহাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি সুচিত্রা সেনের পৈতৃক বাড়িটি দীর্ঘদিন পর স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের দখল থেকে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী সময়ে পাবনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ওই বাড়িটি 'কিংবদন্তি মহানায়িকা সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংগ্রহশালা' করা হয়েছে। পাবনা জেলা শহরের পৌর এলাকার গোপালপুর মহল্লার হেমসাগর লেনে সুচিত্রা সেনের পৈতৃক বাড়ি। এ বাড়িতেই তার জন্ম। বাবা করুণাময় দাশগুপ্ত ছিলেন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির স্যানিটারি ইন্সপেক্টর।

বাবা-মায়ের পঞ্চম সন্তান ছিলেন সুচিত্রা। নবম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় ১৯৪৭ সালে কলকাতার বিশিষ্ট বাঙালি শিল্পপতি আদিনাথ সেনের ছেলে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার দীবানাথ সেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়।তাদের ঘরে একমাত্র সন্তান মুনমুন সেন। তার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে ওই বাড়িতে গড়ে তোলা হয়েছে 'কিংবদন্তি মহানায়িকা সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংগ্রহশালা'।সুচিত্রা সেন সম্পর্কে জানাতেওতার স্মৃতি রক্ষার্থে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গড়ে তোলা সংগ্রহশালায় মহানায়িকার বিভিন্ন ছবি,জীবনের বিভিন্ন তথ্যসংবলিত বিলবোর্ড, পুস্তিকা, সিনেমার পোস্টারসহ রয়েছে নানা নিদর্শন। বাড়ির আঙিনায় সম্প্রতি স্থাপন করা হয়েছে সুচিত্রার একটি ম্যুরাল। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ে তার বিশালাকৃতির এক প্রতিকৃতি।

বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে দৃষ্টিনন্দন সব ফুলের গাছ। বাড়িজুড়ে ছড়িয়ে আছে মহানায়িকার স্মৃতি। আর তাতে মুগ্ধ হচ্ছেন আগত দর্শনার্থীরা।সুচিত্রার পৈতৃক এ বাড়িটিকে পূর্ণাঙ্গ আর্কাইভে পরিণত করার দাবি পাবনাবাসীর।

সুচিত্রা সেন সম্পর্কে জানতে প্রতিদিন দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষ তার এই পৈতৃক বাড়িতে ভিড় জমান। অন্য জেলা থেকে পাবনায় আসা ভ্রমণপিপাসুরা তার বাড়ি দেখতে এসে নিজেদের মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।আর এপ্রজন্মের তরুণীরা তো সুচিত্রাকে ভাবেন নিজেদের আইডল হিসেবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও কলকাতা থেকেও প্রায়ই দর্শনার্থীরা আসেন। তারা সংগ্রহশালাটি দেখে মুগ্ধ হন।

সিনেমা 'সাগিনা মাহাতো'র কথা

সাগিনা মাহাতো' ছবির কথা। ওই ছবিতে সায়রা বানুর বিপরীতে চিন্ময় রায়কে সিলেক্ট করেছিলেন তপন সিনহা। কিন্তু, সায়রাকে আগে থেকে সে কথা বলা হয়নি। কলকাতায় শুটিং করতে আসার আগে পর্যন্ত তিনি জানতেন না তাঁর বিপরীতে কে। হাসতে হাসতে গল্প করছিলেন চিন্ময় রায়। সাগিনা মাহাতো ছবির সেট পড়েছিল কলকাতায়। শুটিংয়ের ডেট অনুযায়ী সায়রা এলেন কলকাতায়। এমন নামি, সুন্দরী হিরোইন, বম্বে থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছে। বিপরীতে উত্তম, সৌমিত্র থাকবেন, এ রকম ধারণা থাকে সবার। নিদেনপক্ষে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় বা সমিত ভঞ্জের কেউ একজন। কিন্তু পরিচালক নাম ঘোষণা করলেন চিন্ময় রায়ের।

তখনও চিন্ময়-সায়রা মুখোমুখি হননি। যখন দেখা হলো, সায়রার চোখ তো ছানাবড়া। বলেই ফেললেন, ইয়ে মেরা হাজব্যান্ড? তারপর প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার জোগাড়। মাথা ঘুরে পড়লেন টেবিলে।

সবাই মিলে দৌড়দৌড়ি। চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে হলো। জ্ঞান ফিরলে তিনি বললেন, আমি এর সঙ্গে অভিনয় করতে পারব না। মুডই পাব না। এ কথা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই খারাপ লেগেছিল চিন্ময় দা'র। তা তো লাগবেই। সেটাই স্বাভাবিক। খারাপ লেগেছিল এ কথা ভেবে যে গুণের বিচার কেউ করে না। রূপই মানুষ দেখে। তপন সিনহা তো আর এমনি এমনি তাঁকে নির্বাচন করেননি। কিন্তু...। যাই হোক। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, বিদেশে পড়াশোনা করেছেন। বম্বেতে থাকেন। বলিউডের টপ হিরোইন। এটুকু তো বলতেই পারেন। সেই খারাপ লাগা নিয়েই সেদিন রিহার্সাল শুরু করলেন চিন্ময় রায় পরিচালক তপন সিনহার কছে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর ব্যানার্জি

শঙ্করলাল কর্মকার

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এর ১০ জানুয়ারী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৬৩) একজন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

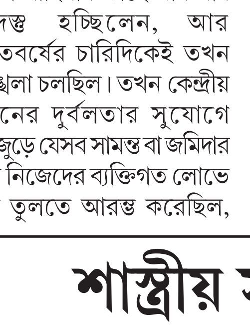

তিনি হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের বিষ্ণুপুর ঘরানায় গান গাইতেন, যার উদ্ভব পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর থেকে। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও খেয়াল এবং ধ্রুপদ গানের জন্য খ্যাতিমান ছিলেন।

তিনি ঠুংরীও গাইতেন এবং তার গাওয়া একটি বিখ্যাত ঠুংরী হল মিশ্র খাম্বাজ রাগের কন গলি গ্যায়ো শ্যাম। গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তিনি ধ্রুপদ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিসহ কয়েকটি বিরল গানের বই প্রকাশ করেছিলেন।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি (১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে পৌষ) অবিভক্ত বাংলার বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ায়।

তিনি ছিলেন তার পিতা অনন্তলাল ব্যানার্জীর দ্বিতীয় পুত্র, যিনি বিষ্ণুপুরের রামকৃষ্ণ সিংহদেবের সভাগায়ক ছিলেন। তিনি রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্য ছিলেন,৪ পরে বিষ্ণুপুরের আবাসিক সঙ্গীত বিদ্যালয় বিষ্ণুপুর সংগীত বিদ্যালয় এর প্রথম শিক্ষক হন। পরে এর নামকরণ করা হয় রাম সরণ মিউজিক কলেজ। তার তিন পুত্র রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই ছিলেন গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞ। তারা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মূল্যবান দলিল রচনা এবং সঙ্গীত স্বরলিপি কাজ করেছিলেন।

সবচেয়ে বড়, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, সংগীত মঞ্জরি (১৯৩৫), যাতে ছিল সঙ্গীত ধারণার উপর তাত্ত্বিক নিবন্ধ। এছাড়াও এতে ছিল আবৃত্তিতে অনুকূল অনুশীলন ছাড়াও বিভিন্ন ধারা যেমন ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী এবং টপ্পার স্বরলিপি। তার ছোট ভাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এবং বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম পথিকৃৎ। পরে বিষ্ণুপুরের রামশরণ মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালের ২৮শে জুলাই বিষ্ণুপুরে তার মৃত্যু হয়।

তিনি বিহারের বেতিয়া ঘরানার সঙ্গীতজ্ঞদের কাছ থেকে তার সঙ্গীত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন, যেমনটি বিষ্ণুপুর ঘরানার আর এক সমসাময়িক গায়ক, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী করেছিলেন।

সঙ্গীত জীবনের প্রথমদিকে, ১৮৯৫ সালে তিনি বর্ধমানের মহারাজার সভা গায়ক নিযুক্ত হন, এখানে তিনি পরবর্তী ২৯ বছর অর্থাৎ ১৯২৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। এটি তার সঙ্গীত জীবনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময় ছিল। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের তত্ত্ব এবং ইতিহাসের গবেষণায় তার সময় উৎসর্গ করেছিলেন।

তিনি মহারাজার সাথে ভারত জুড়ে ভ্রমণ করেছিলেন এবং তৎকালীন বেশ কয়েকজন নামী সঙ্গীতকারের সাথে পরিচিত হন। এর ফলে তার বিভিন্ন সঙ্গীতের ঐতিহ্য এবং ঘরানার জ্ঞান প্রসারিত হয়েছিল ভারত জুড়ে।

বাঘ ধরতে ৮০ টি নাইট ভিশন ক্যামেরা! মিলল পায়ের ছাপ, আতঙ্কে বান্দোয়ান

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ বাঘ বন্দির খেলায় সামিল হয়েছে বাংলা ও ঝাড়খণ্ড। সন্ধ্যে নামলেই ফের গৃহবন্দী হয়ে পড়ছেন বান্দোয়ানের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারা। এখন পরপর ১৬ দিন পার। এখনও অধরা রয়েছে বাঘ। রেডিওকলারহীন বাঘের সঠিক অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে ঝাড়খণ্ড ও বাংলার বনবিভাগ। কখনো বান্দোয়ানের কেশরা, রাইকা, যমুনাগড়া, লাউপালে আবার কখনও মানবাজার দু নম্বর ব্লকের নেকড়ে, বড়গোড়ায় মিলেছে বাঘের পায়ের ছাপ। প্রতিদিন একটার পর একটা জঙ্গল পেরিয়ে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করছে বাঘটি। বাঘের গতিবিধির উপর নজর রাখতে পুরুলিয়ায় বান্দোয়ানের মানবাজার ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন জঙ্গলে লাগানো হয়েছে প্রায় ৩০ টিরও বেশি নাইট ভিশন ট্রাপ ক্যামেরা। একইভাবে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ির বাঁশপাহাড়ি বনাঞ্চলের প্রায় ৫০ টি নাইট ভিশন ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। কিন্তু সেই ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়েনি। ছাগল এবং শুকোর দিয়ে একাধিক টোপ পাতা হলেও সেই টোপে পা দেয়নি বাঘটি। গত দুদিন আগে বড়গোড়া ও নেকড়ে এলাকায় বাঘের উপস্থিতির নমুনা হিসেবে বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেকে বাঘের সঠিক অবস্থান হিসেবে নতুন করে পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পায়ের ছাপের খোঁজে নেমেছে বন দপ্তর। পুরুলিয়ার বন দপ্তর, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের টিম, ঝাড়গ্রামের বন দপ্তর, ঝাড়খণ্ডের বন দপ্তর একত্রিত হয়ে বাঘকে বাগে আনার চেষ্টা চালালেও সমস্ত প্রচেষ্টা বিফলে যাচ্ছে। জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বন কর্মীদের টিমকে।

মেট্রো রেল কর্মীদের হাতে বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার তুলে দিলেন জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ ২০২৪ সালে বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের অসামান্য কর্মক্ষমতার স্বীকৃতিস্বরূপ আজ অর্থাৎ ১৬.০১.২০২৫ তারিখে

মেট্রো রেলওয়েতে বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং মেট্রো রেলওয়ের অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সকল পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে শ্রী রেড্ডি আশা প্রকাশ করেন যে এই পুরস্কার তাদের ভবিষ্যতেও ভালো কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে এবং তাদের সহকর্মীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে। পুরস্কারপ্রাপ্তরা তাদের অসামান্য কাজের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নেন। জেনারেল ম্যানেজার এই অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে মেধা সনদ এবং পদক তুলে দেন। এর পাশাপাশি, তিনি বিভিন্ন বিভাগের অসামান্য কর্মক্ষমতার জন্য শিল্ডও তুলে দেন।

এক অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ আবার আরও এক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করল নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ওই বাংলাদেশীর নাম আরিফ হোসেন। তার বাড়ি বাংলাদেশের যশোরে । বুধবার রাতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ওই অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, আজ থেকে প্রায় কয়েক মাস আগে বাংলাদেশের যশোরের বাসিন্দা আরিফ হোসেন চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করে সোজা চলে যায় গুজরাটে। সেখানে বেশ কয়েক মাস থাকার পর বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য চলে আসে এ রাজ্যে। গত বুধবার রাতে নদীয়ার সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের যশোরে যাওয়ার জন্য কৃষ্ণগঞ্জ থানার নালুপুর এলাকায় আসে। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নালুপুর এলাকায় .অভিযান চালিয়ে ওই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী আরিফ হোসেনকে গ্রেফতার করে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। উল্লেখ থাকে যে গত মঙ্গলবার রাতে এক ভারতীয় দালাল সহ ৫ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করেছিল নদীয়ার ধানতলা ও কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরের বাসিন্দা গাজী রহমান, মিন্টু মিঞা ও শহিদুল ইসলামকে নদীয়ার ভাজনঘাট মাঠপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণগঞ্জ থানার। অপরদিকে ওই দিনই হাঁসখালীর বাসিন্দা আসাদুল মন্ডল নামক এক ভারতীয় দালাল ও ঝিনাইদহ জেলার রায়পাড়া কাঁচরামোড়ের বাসিন্দা রিপা সেখ এবং মাদারীপুর জেলার শীতলগঞ্জ বাজিতপুরের বাসিন্দা কৃষ্ণ মন্ডল নামে দুই অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করেছিল নদীয়ার ধানতলা থানার পুলিশ।

হাতিপোতা গ্রামে চলছে দেবদাস স্মৃতি মেলা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৬ জানুয়ারি ঃ শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাস কে কেন্দ্র করে হাতিপোতা গ্রামে চলছে দেবদাস স্মৃতি মেলা। এই মেলার মূল আকর্ষণ পেল্লাই সাইজের মিষ্টি। বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দেবদাস উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক দেবদাস মিষ্টির ভক্ত ছিল কিনা তা অবশ্য কারো জানা নেই। তবে দেবদাসকে ঘিরে কালনা মহকুমার নান্দাই পঞ্চায়েতের হাতিপোতায় গ্রামে দেবদাস স্মৃতিমেলা প্রাঙ্গণ শুধুই যেন মিষ্টিময়। এ মিষ্টি আবার যে সে মিষ্টি নয়। পিল্লাই সাইজের মিষ্টি। এই মিষ্টিকে ঘিরে মানুষের ব্যাপক উন্মাদনা। এক একটি মিষ্টির দাম ২০০০ টাকা। ৩০০০ টাকার মিষ্টি ও এই মেলায় পাওয়া যাচ্ছে। এক একটি মিষ্টির ওজন ১০ থেকে ১৫ কেজি। এই মিষ্টির স্বাদ নিতে বহু মানুষ ভিড় করছেন মেলায়। এখানে শুধু বড় বড় সাইজের মিষ্টিই পাওয়া যায় এমনটা নয়। এখানে ৫, ১০, ৫০, ১০০, ৫০০ টাকা দামের মিষ্টিও পাওয়া যায়। মেলায় আগত এক মিষ্টি ব্যবসায়ী জানান এই মিষ্টি নিয়ে মানুষের প্রচুর আগ্রহ। তিনি বলেন দিন দিন এই মিষ্টির চাহিদা বেড়েই চলেছে। বিক্রি বাট্টাও ভালো হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বোলপুরে শুরু হল পুষ্পমেলা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ পুষ্প আপনার জন্যে ফোটে না। পরের জন্য হৃদয়- কুসুমকে প্রস্ফুটিত করতে কয়েকজনের উদ্যোগে বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে পুষ্প মেলায় ফুলের প্রতিযোগিতার বাসর বসে, বলে জানান বীরভূম বনবাণী চেতনা উদ্যোগের সভাপতি তথা এই মেলার আয়োজক দীনবন্ধু সিংহ। পায়ে পায়ে উনিশ বছরে পড়লো এই পুষ্প মেলা। বৃহস্পতিবার বিংশতিতম মেলার শুভ উদ্বোধন হয় ১৬ জানুয়ারি। মেলা চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধন করেন সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর পল্লী শিক্ষা ভবনে অধ্যাপক সিদ্ধার্থ দেব মুখোপাধ্যায় ও বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় কুমার সাধু প্রমুখ। মেলা খোলা থাকবে বিকেল ৩.৩০ থেকে রাত্রি ৮ পর্যন্ত। স্কুল পড়ুয়া থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের আবৃত্তি ও নৃত্যগীত পরিবেশনায় মেতে ওঠে পুষ্প মেলা। জানা গেছে, পঞ্চাশ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রায় আড়াই হাজার ফুল গাছ এই প্রতিযোগিতা প্রদর্শনীতে স্থান লাভ করে। তার মধ্যে বনসাই, পাতাবাহার, ফলের গাছও আছে। সারা বছর ধরে উদ্যান পালন বিদ্যা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে চলে এই বার্ষিক পুষ্প মেলার প্রস্তুতি। বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, বীরভূম বনবাণী চেতনা উদ্যোগ ও তার সর্বাধিনায়কে ধন্যাবাদ জানাই। কারণ দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা মানুষকে আনন্দ দান করে আসছেন। মানুষের মাঝে চেতনা নিয়ে এসেছেন।

চতুর্থতম বর্ষে কালনা বইমেলা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৬ জানুয়ারি ঃ কালনার শিক্ষক সমাজ ছাত্র যুব সমাজ ও প্রবীণ নাগরিকবৃন্দদের সমবেত উদ্যোগে আজ ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বইমেলা ২০২৫। এবছর এই মেলা চতুর্থতম বর্ষে পদার্পণ করলো। কালনার এলআইসি অফিস সংলগ্ন এক একপেড়িয়ার রাইস মিলের মাঠে এবছর অনুষ্ঠিত হবে বইমেলা। আর সেই উপলক্ষ্যে এদিন বৃহস্পতিবার কালনার নতুন বাস স্ট্যান্ড থেকে সিদ্ধেশ্বরী মোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। এই শোভাযাত্রাতে সমাজের বিভিন্ন গুণিজন মানুষদের উপস্থিতির পাশাপাশি, অভিনেত্রী এনা সাহাকে দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন রাস্তার ধারে বহু মানুষ। একই সাথে হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কালনা বিধানসভার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মেলার প্রধান উদ্যোক্তা সুব্রত পাল সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই প্রসঙ্গে এই দিন সুব্রতবাবু তিনি জানান, ৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই বই মেলা চলবে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিনই আসছেন বিভিন্ন সাহিত্যিকরা। একই সাথে সন্ধ্যায় থাকছে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান।

তাজা বোমা উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নানুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ আবারও তাজা বোমা উদ্ধার নানুরে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ঘটনাস্থল থেকে বোমাগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। উল্লেখ্য, নানুরের থুপসরা অঞ্চল পঞ্চায়েতের তাখোরা গ্রামের মাঠ পাড়ায় তল্লাশি চালিয়ে একটি পরিত্যক্ত জায়গার ঝোপ থেকে একটি ড্রামে তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, ড্রামে ১৩ টি বোমা মজুত রয়েছে। কে বা কারা কিসের উদ্দেশ্যে বোমা গুলিকে মজুত করেছে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সিআইডির বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বর্ধমান পৌরসভার বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ জানুয়ারি ঃ অবৈধ নির্মান, পুকুর ভরাট, পৌরসভার ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স মকুব সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখলো পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব কংগ্রেস এবং আইএনটিইসির নেতা কর্মী ও সমর্থকরা। এদিন বর্ধমান পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব নেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য গৌরব সমাদ্দার পৌর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বলেন, বর্ধমান পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এখন মেলা খেলা নিয়েই ব্যস্ত। অথচ সারা শহর জুড়ে একদিকে যেমন একের পর এক অবৈধ নির্মাণ চলছে, তেমনি চলছে পুকুর বোজানো। দেবোত্তর সম্পত্তির উপরেও নির্মাণ চলছে অবৈধ ভাবে। তাছাড়া বোর্ড মিটিং এ পাশ না করেই রাতারাতি ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স ১০ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ কমিয়ে আনা হয়েছে অজ্ঞাত কারনে। জনগনের টাকা, ট্যাক্সের টাকা নয়ছয় করে বিগ বাজেটের মেলা খেলা করা হচ্ছে, কিন্তু রাস্তাঘাট, পানীয় জল সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরিষেবা দেবার দাবী জানালেই আর্থিক অনটনের তত্ব তুলে ধরছে পৌর কর্তৃপক্ষ। পৌরপতির একটি মেলা কে ঘিরে বর্ধমানের

বিভিন্ন প্রান্তে কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর বড় বড় স্পনসরশীপের গেট করা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের জন্য। ওই কোম্পানীগুলির অধিকাংশই আবার অবৈধ নির্মানের সাথে যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ টেবিলের তলা দিয়ে একটা বেআইনি আর্থিক লেনদেন চলছে বলে দাবী করেছেন গৌরববাবু। এদিন বিক্ষোভ শেষে পৌর কর্তৃপক্ষ কে একটি গন ডেপুটেশনও দেওয়া হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

দুই লক্ষ টাকার জালনোট সহ সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানে গ্রেপ্তার এক ভুয়ো সাংবাদিক

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১৬ জানুয়ারি ঃ দুই লক্ষ টাকার জালনোট সহ সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানে গ্রেপ্তার এক ভুয়ো সাংবাদিক। বৃহস্পতিবার বিকেলেই ধুলিয়ান কলাবাগান গঙ্গা ঘাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে। সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবুপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে এবং তৎপরতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ভুয়ো সাংবাদিককে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম বিশ্বজিত বিশ্বাস (৩১)। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের লালবাগের মতিঝিল। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই ভুয়ো সাংবাদিক জাল নোট ভর্তি পিঠ ব্যাগ নিয়ে ধুলিয়ান আসে। ধুলিয়ান গঙ্গাঘাট দিয়ে মালদা হয়ে জালনোট গুলো পাচারের চেষ্টা করছিল। যদিও সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে সেই জালনোট পাচারের খবর জানতে পেরেই পুলিশের তৎপরতায় ধুলিয়ান গঙ্গা ঘাটে শুরু হয় নাকা তল্লাশি। তাতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। বিশ্বজিত বিশ্বাসের ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে আসে দুই লক্ষ টাকার জালনোট। সবগুলোই ছিলো ৫০০ টাকার নোট। বিশ্বজিত বিশ্বাস নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও জালনোট উদ্ধার হতেই গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। তার একটি পোর্টাল রয়েছে বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। ধৃত ভুয়ো সাংবাদিক কতদিন থেকে জালনোট কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কিংবা আর কারা রয়েছে এই কারবারে? পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। আজ শুক্রবারই ধৃতকে আদালতে পাঠাবে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এদিকে সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়ে গোপনে জালনোট কারবারিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হওয়ায় সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবুপ্রসাদ ঘোষকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ, সঙ্গে মহাভোজ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জানুয়ারি ঃ মালদা মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ। আর এই প্রশাসনিক কাজে খানাপিনা সারলেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। মানিকচক বিডিও অফিসে রীতিমতো প্যান্ডেল খাটিয়ে চলল মহাভোজ। কবজি ডুবিয়ে খেলেন শাসকদলের নেতারা। তাও আবার অভিযোগ সেটা সরকারি টাকায়। এইবিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি মণ্ডলকে প্রশ্ন করা হলে রীতিমতো হুমকি দিয়ে ক্যামেরা বন্ধের নির্দেশ দিলেন সাংবাদিককে। পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতার দাবি ভোজ ও উপহার মিলিয়ে আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার খরচ ধরা হয়েছে। এই দিন বহিরাগত ক্যাটারিং রান্না করেছে নানা রকমারি পদ। মেনুতে পোলাও-মাংস -মাছ কোন কিছুই বাদ নেই। ভোজে আমন্ত্রিত পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য তাদের পরিবার। শাসকদলের ছোট-বড় নেতা ও তাদের অনুগামীরা। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০ জনের পেটপুরে খাবারের আয়োজন। খাবারের পাশাপাশি ছিল নতুন বছরের ডায়েরী এবং পেন উপহার। বিরোধী দলের অভিযোগ সবটা হয়েছে সরকারের টাকায় অর্থাৎ জনগনের টাকায়। সমস্ত খরচ যে সরকারি টাকায় করা হয়েছে তা খোদ স্বীকার করে নিয়েছেন সভাপতি পিংকি মণ্ডল। তিনি জানান, রীতি মেনেই মহাভোজের আয়োজন করা হয়েছে।

পিওআর সরানোর সাথে সম্পর্কিত ওএইচই সংশোধনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-১৮-২৪-২৫, তারিখ: ০৯-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-১৮-২৪-২৫; কাজের নাম: শামুকতলা রোড-ফকিরাগ্রাম জং. (আপ) কাজের জন্য ফকিরাগ্রাম ইয়ার্ডে পিওআর সরানোর সাথে সম্পর্কিত ওএইচই সংশোধনের কাজ - পিওআর সরানো। টেন্ডার মূল্য: ১,৪১,৫৩,৭৫৮.৭৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,২০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the Block Development Officer
Purbasthali-I Development Block
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No-P-I/03/61/EO/15th F.C/2024-25, Dated-13/01/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_800187_1 and 7 has been floated 6 nos. Construction of Solar Submersible Pump and Construction of PCC Road under Purbasthali-I Panchyat Samity, Fund 15th F.C. 2. Re e-Tender Reference No-P-I/04/71/EO/15th F.C/2024-25, Dated-15/01/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_801568_1 and 3 has been floated 3 nos. Construction of PCC Road under Purbasthali-I Panchyat Samity, Fund 15th F.C. 3. Re e-Tender Reference No-P-1/06/87/EO/MPLADS 2023-24, Dated-16/01/2025. Tender ID: 2025_ZPHD_801966_1 has been floated Construction of Polyclinic with Pathology Lab under Purbasthali-I Panchyat Samity, Fund:-MPLADS (2023-24). 4. Re e-Tender Reference No-P-1/07/167/BDO/2024-25, Dated-16/01/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_802022_1 has been floated Construction of one no. A.C. R, one no. Girls Toilet and at Srirampur United High School and Construction of Dining Hall at Srirampur Bhabatarini Roy Girls High School. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/-Block Development Officer/E.O.
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 741/PWD/ROAD/BMC, Dated- 15/01/2025
(ii) NIT No. 742/PWD/ROAD/BMC, Dated- 15/01/2025. e-Tender has been invited for Construction of concrete road including masonry box drain and cover slab within different location under BMC. For details, please follow **[Tender Id (i) 2025_MAD_802009_1 to 16 (ii) 2025_MAD_802194_1]** in **www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission- (i) 01/02/2025 up to 3.00 p.m. (ii) 08/02/2025 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

কাটিহার ডিভিশনে স্টেশন ইয়ার্ডের গ্রেডিয়েন্ট যাচাইকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./০২ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ০৯-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার ডিভিশনে লাইডার সার্ভেপ্রযুক্তি ব্যবহার করে স্টেশন ইয়ার্ড এবং সেকশনের গ্রেডিয়েন্ট যাচাইকরণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১৮,৬১,৯৫৩.৩০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২,৫৯,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৫-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্ক্র্যাপ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম

নং.: এসইআর / এইচকিউ-এসটিওআর০এসএএলই (ডিএসপিএল) / ৪ / সেল/৪ **তারিখ : ১৫.০১.২০২৫।** ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/এসইআর/জিআরসি-৭০০০৪৩ চক্রধরপুর ডিভিশনের জন্য **২৪.০১.২০২৫** এবং **৩১.০১.২০২৫** তারিখে অতিরিক্ত ই-নিলাম কর্মসূচির আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিস্তারিত নিম্নরূপ: **ডিভিশন:** চক্রধরপুর; **অতিরিক্ত ই-নিলামের তারিখ:** ২৪.০১.২০২৫ এবং ৩১.০১.২০২৫ তারিখে। **দ্রষ্টব্য:- ই-নিলামের সময়সূচী এবং ক্যাটালগ** সমন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটটি দেখুন: - **www.ireps.gov.in/e-Auction**

(PR-1018) প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার/এসইআর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Quotation

Ref: 1.DHLYN/PUMP/11/2024-2025

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-quotation from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **24.01.2025 at 18.00 PM.** For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.org**

Sd/- Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

OFFICE OF THE
LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur, Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT No.- 06/15th FC(Tied)/ Lochanpur gp/2024-25, NIeT No.- 07/15th FC(Untied)/Lochanpur gp/ 2024-25. E-tender are hereby invited by the, Prodhan, Lochanpur Gram Panchayat,Raninagar-1 Block, Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors . Last date of Tender Submission 22/01/2025. For Other details Please seen the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Lochanpur GP
Lochanpur Islampur, Murshidabad.

আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)
চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য চুক্তিবদ্ধ হোন

নং : মেড/আইভিএফটাইআপ/বিআরএসএইচ/২০২৫/ইওআই শিয়ালদহ, ১৬.০১.২০২৫

বি.আর.সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহের সুবিধাভোগীদের জন্য প্রকৃত বিল পরিশোধ ভিত্তিতে এমওইউ-এর (মেমোর্যান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) মাধ্যমে সিজিএইচএস/ভারত সরকারের নির্দিষ্ট করা হারে আইইউআই, আইভিএফ ও আইসিএসআই পদ্ধতির (যেগুলি বি.আর.সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহে করা হয় না) জন্য তিন (০৩) বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে কলকাতার বেসরকারি/সরকারি কেন্দ্র/হাসপাতালের থেকে আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান করা হচ্ছে।

ইওআই-এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটে শিয়ালদহ ডিভিসনের মেডিক্যাল বিভাগের অধীনে **১৬.০১.২০২৫ তারিখে** আপলোড করা হয়েছে। পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী সহ অ্যানেক্সার 'এ' থেকে 'ডি' অনুসারে ইচ্ছুক বেসরকারি/সরকারি কেন্দ্র/হাসপাতাল উক্ত চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

যোগাযোগের জন্য পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইটে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির লিঙ্ক নিচে দেওয়া হল : https://er.indianrailways.gov.in/cris//webadmin/section/section_edit.jsp?path=0,6,442,462,467,2223&id=2223&msg= Section%20Updated%20Successfully

চিফ স্পেশালিস্ট-I, বি.আর.সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/EEC/I/009/33/2024-2025** Name of the Work: **Repairing of IPS passages due to laying of sewer line at 6, Nayan Sur Lane, 16 Hara Chandra Mullick Street etc. in Ward No.-09.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,20,348.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 days**. Last date & time of submission of Bid: **27.01.2025 upto 1 p.m.** Tender will be opened on: **29.01.2025 – 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025 at 6 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engr. (C)/Br.-V, KMC** invites online item/percentage rate e-Tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/02/PUMP/2024-2025 Name of the Work: **Deployment of portable Pump of dia 3" on an emergency basis at Beliaghata Road due to defunct sewer line, in Ward No.-36 (From February, 2025 to August, 2025).** Estimated cost: ₹ **2,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **180 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/27/2024-2025/BUSTEE Name of the Work: **Restoration of Bustee passage to be disturbed due to laying of sewer line at 7/F to 7L/1C Beliaghata Road in Ward No.-36.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,38,379.41**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **20 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/037/33/2024-2025 Name of the Work: **Development of passage from 5/3A Buddhu Ostagar Lane to 59/1 Baithakkhana Road in Ward No.-37, Br.-V.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,81,286.87**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date & time of submission of Bid: **29.01.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Date and time of opening of Tender: **31.01.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-X, KMC** invites online percentage rate e-Tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: EEC/BX/093/27/2024-2025 Name of the Work: **Maintenance of asphaltum road near 11/B, 11/6B/1 Rahim Ostagar Road etc. in Ward No.-93, Br.-X.** Estimated Value (Including GST and CESS): ₹ **1,21,540.91**. Earnest Money: ₹ **2,450.00.** Time of Completion: **60 days**.

(2) NIT No.: X/094/025/2024-2025/R (2nd Call) Name of the Work: **Development of IPS Footpath at Premises No.-17A, Golf Green, beside Golf Garden Drainage Pumping Station etc. in Ward No.-94, Br.-X.** Estimated Value (Including GST and CESS): ₹ **2,89,196.24**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **35 days**. Last date & time of submission of Bid: **27.01.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of Bid: **29.01.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.nic.in** (For Sl. No. 1) & **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 2).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XI, KMC** invites percentage rate e-Tenders in two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/104/068/24-25/R/BUSTEE** Name of the Work: **Improvement of road by providing kerb & channel with hot mix. near 12/1C New Santoshpur 1st Lane at Bustee & surrounding area in Ward No.-104.** Estimated Value (Including GST and CESS): ₹ **2,98,755.25**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Time of Completion: **45 days**. Last date & time of submission of Bid: **25.01.2025 upto 12 Noon**. Date and time of opening of Bid: **27.01.2025 at 12 Noon**. The bid forms and other details are available on and from **18.01.2025 (From 5 p.m.)**. The website **https://etender.nic.in**

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/XIII/115/072/24-25/BS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Cement concrete pavement at Bye Lane of T. M. G. Road near Pre. No.-21/1 & 26 and 166B & 110/3, Chander Village Road (slum area) in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **2,98,700.23**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 days**. Last date & time of submission of Bid: **27.01.2025 upto 11 a.m.** Tender will be opened on: **29.01.2025 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025 (From 5 p.m.)**. The website **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/130/040/24-25/BS (1st Call) Name of the Work: **Maintenance of Bustee Sanitary latrines at Ashram & Jelepara slum area etc. in Ward No.-130.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,48,685.19**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **21 days**.

(2) NIT No.: KMC/XIV/129/042/24-25/BUSTEE (1st Call) Name of the Work: **Construction of Sanitary latrines at the slum area of M.I.D. Road, P.D.P. Road etc. in Ward No.-129.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **4,99,070.16**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**.

(3) NIT No.: KMC/XIV/129/044/24-25/BUSTEE (1st Call) Name of the Work: **Maintenance of C.C. passage at the slum area of Sarada Maa Upanibesh near Pre. No.-25/C, 28/C etc. in Ward No.-129.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,97,283.60**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 days**. Last date & time of submission of Bid: **25.01.2025 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: **27.01.2025 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3).

(4) NIT No.: KMC/XIV/132/041/24-25/BUSTEE (1st Call) Name of the Work: **Maintenance of Bustee Sanitary Latrines at different places of Barabagan Bustee, Co-Cola Bustee etc. in Ward No.-132.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,98,468.72**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days**.

(5) NIT No.: KMC/XIV/121/041/24-25/BS (1st Call) Name of the Work: **Improvement of Bustee concrete passage thoroughly in the P.C. Sen Colony slum area near Premises No. P-92 & P-98 etc. in Ward No.-121.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,99,443.26**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 days**.

(6) NIT No.: KMC/XIV/121/043/24-25/BS (1st Call) Name of the Work: **Maintenance of Bustee Sanitary Latrines at Bye Lane of B. C. Roy Road & P. B. Road (slum area) etc. in Ward No.-121.** Estimated cost (Including GST and CESS): ₹ **2,48,685.19**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **21 days**. Last date & time of submission of Bid: **25.01.2025 upto 5 p.m.** (For Sl. No. 4 to 6). Tender will be opened on: **27.01.2025 – 5 p.m.** (For Sl. No. 4 to 6). The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XV/133/062/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work: **Removal of floating materials and chokage by deployment of labour gang at 4 No., 3 No. Burial Ground Nikashi and surrounding area in Ward No.-133, Br.-XV under slum area (Phase-I).** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,97,764.16**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **180 days**. Date of uploading of N.I.T. & other documents (Online): **17.01.2025 – 12 Noon.** Documents download/sell start date (Online): **17.01.2025 – 4 p.m.** Documents download/sell end date (Online): **28.01.2025 – 4 p.m.** Bid submission start date (Online): **17.01.2025 – 4 p.m.** Bid submission closing (Online): **28.01.2025 – 4 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online): **30.01.2025 – 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/075/2024-2025/R Name of the Work: **Restoration of paver block passage with allied works at Ramnagar Lane, Dhankheti Basti Meher Manzil area near Premises No. J13/A/1, G14/C/1, G214 etc. in Ward No.-134, Br.-XV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,91,346.27**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days**. Last date & time of submission of Bid: **28.01.2025 – 11 a.m.** Date & time of opening of Tender: **30.01.2025 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025 (5 p.m.)**. The website **https://etender.wb.nic.in**

The **D.G. (C), KMC** invites e-Tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/104/064/24-25/R/BUSTEE Name of the Work: **Rejuvenation of U.G. drain near P-27, Garfa School Lane, Bustee area in Ward No.-104.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **2,95,355.64**. Earnest Money: ₹ **5,950.00.** Time of Completion: **30 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/103/038/2024-25/R Name of the Work: **Repairing and allied works at Santoshpur KMC Office Building near 2A/1 Avenue 1st Road in Ward No.-103 under Br.-XI.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **2,78,894.46**. Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Time of Completion: **60 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/104/065/24-25/R/BUSTEE Name of the Work: **Maintenance of C. C. Road at North Lake Road, Hind Road & different Bustee area in Ward No.-104.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **1,24,994.63**. Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Time of Completion: **30 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/103/025/2024-25/R/BUSTEE Name of the Work: **Improvement of road by providing kerb & channel with hot mix near 10 Canal North Road at Bustee, in Ward No.-103.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **2,96,114.12**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Time of Completion: **60 days**. Last date & time of submission of Bid: **25.01.2025 upto 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 4). Date & time of opening of Bid: **27.01.2025 at 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **18.01.2025 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.: KMC/EEC/I/005/48/2024-2025, (2) NIT No.: KMC/EEC/I/005/50/2024-2025 published in this Newspaper on **06.01.2025** (Key No. 1168/24-25) of **Engineering (Civil)/Br.-I Department** (Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid will be **24.01.2025 – 13.00 hrs.** instead of 13.01.2025 – 13.00 hrs. (For Sl. No. 1 & 2). The tender open date will be **27.01.2025 – 13.00 hrs.** instead of 15.01.2025 – 13.00 hrs. (For Sl. No. 1 & 2). **(1246/24-25)**

গৃহকোণ

রান্নাঘরে যেসব থাকতেই হবে

অল্প কিছু জিনিস নিয়েও শুরু করা যায় নতুন সংসার। প্রয়োজন বুঝে রান্নাঘর গুছিয়ে নিলে কাজের সময় হাতের কাছে সঠিক জিনিসটা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি অকারণ অর্থ ব্যয়ও এড়ানো যায়। বেশি কিছু না কিনে এমন কিছু কিনুন, যেগুলোর ব্যবহারে সহজ হয়ে উঠবে রান্নাঘরের কাজ। তাতে নতুন জীবনের পথচলাটাও হবে মসৃণ। বাজেট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জিনিস গুলোর একটা তালিকা করে নেওয়া ভালো। ভাতের হাঁড়ি, তরকারির পাতিল, ফ্রাইপ্যান বা কড়াই আর থালা-বাটি-চামচ তো প্রয়োজন হবেই। ব্লেন্ডার বা প্রেশার কুকারের মতো কিছু অনুষঙ্গ কেনা হলেও কাজের সুবিধা হয়। আবার সব জিনিস গুছিয়ে রাখার সঠিক ব্যবস্থাও চাই। এই যেমন পেঁয়াজ, রসুন বা আদা রাখার জন্য প্রয়োজন ছিদ্রযুক্ত পাত্র, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। এভাবে ভেবেচিন্তে কেনা হলে প্রয়োজনের জিনিস সহজে নষ্টও হবে না। রান্না ও কাটাকুটির আয়োজন রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় মাপের পাত্র ও ঢাকনা প্রয়োজন হবে নতুন সংসারে। রান্নার চামচ, পরিবেশনের চামচ, খাবার চামচ মাপমতো বেছে নিন সবই। রুটি খেতে চাইলে তা তৈরির সরঞ্জামেরও প্রয়োজন পড়বে। খুন্তি বা ডাল ঘুঁটনির মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রীও চাই। পরিবেশনের পাত্রও হবে আলাদা আলাদা। লবণ, চিনি, চা, মসলা প্রভৃতি রাখার জন্য চাই নির্দিষ্ট পাত্র। কাটাকুটির জন্য ভালো মানের ছুরি, চপিং বোর্ড, পিলার, কাঁচি, মাছের আঁশ ছড়ানোর অনুষঙ্গ প্রভৃতিও প্রয়োজন। পরিমাপের সুবিধার্থে মেজরিং কাপ আর মেজরিং চামচও কিনতে পারেন। গরম পাত্র ধরার জন্য নির্দিষ্ট অনুষঙ্গ ব্যবহার করুন। ভাতের মাড় ঝরানোর জন্য ত্রিভুজাকার স্ট্যান্ড পাওয়া যায়। এটিও কাজে লাগাতে পারেন। শখের পিঠাপুলি করতে চাইলে অবশ্য কিছু ছাঁচও প্রয়োজন হবে। গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থারান্নার সরঞ্জামাদি ভাগে ভাগে গুছিয়ে রাখুন রান্নাঘরের নির্দিষ্ট স্থানে, হাত বাড়ালেই যাতে পাওয়া যায়। এই যেমন একদিকে সব ধরনের চামচ রাখতে পারেন। আবার আলাদা একটা নিরাপদ জায়গায় রাখতে পারেন কাটাকুটির সরঞ্জাম। কিচেন ক্যাবিনেটের বিভিন্ন তাকে অনায়াসেই নানা জিনিস সাজিয়ে রাখতে পারেন। ক্যাবিনেটের জন্য কাজে লাগাতে পারেন রান্নাঘরের দেয়ালের ওপর ও নিচের অংশ। অনেক বাড়ির অন্দরেই দেয়ালের সঙ্গে আটকানো এসব ক্যাবিনেট থাকে। চাইলে এমন কিছু ক্যাবিনেট বানিয়ে নিতে পারেন, যা প্রয়োজনমতো সরিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করা যায়।নিচে চাকা লাগিয়ে ট্রলিজাতীয় ক্যাবিনেট বানিয়ে নিলে এর ওপরের অংশেও কিছু জিনিস রাখতে পারবেন। যে ধরনের ক্যাবিনেটই ব্যবহার করুন না কেন, প্রয়োজন মনে করলে কোন ক্যাবিনেটে কী ধরনের জিনিস রাখছেন, তা ছোট কাগজে লিখে এতে আটকেও দিতে পারেন। আরও যা মনে রাখতেই হবে রান্নাঘরের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যেটির বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা আবশ্যক, তা হলো চুলা। অবশ্যই ভালো মানের চুলা কিনুন। চুলা কেনার সময় সবকিছু দেখেশুনে নিন। এ ব্যাপারে কোনো আপস নয়। মনে রাখবেন, সব চুলা সব ধরনের জ্বালানির উৎসের উপযোগী নয়। সিলিন্ডার গ্যাসের চুলা আর লাইনের সরবরাহকৃত গ্যাসের চুলা কিন্তু এক নয়। রান্নাবান্না কিংবা তৈজসপত্র ধোয়ার কাজ যিনি করবেন, হাত মোছার তোয়ালে, বাসনপত্র মোছার কাপড়সবই থাকতে হবে হাতের কাছে। রান্নাঘরে আলোর ব্যবস্থা করুন ঠিকঠাক। এমন জায়গায় আলোর উৎস রাখুন, যাতে দাঁড়িয়ে কাজ করলেও আলো বাধাপ্রাপ্ত না হয়। অর্থাৎ সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। কিচেন চিমনি বা এগজস্ট ফ্যানের ব্যবস্থা রাখা ভালো। রান্নাঘরের ময়লা বা খাবারের উচ্ছিষ্ট ফেলার জন্য আলাদা ঝুড়ি রাখা প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী ছবি ও নিজেদের ছবি সহ শংসাপত্র পেয়ে খুশি এবছরের তীর্থযাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর,১৬ জানুয়ারিঃ গঙ্গা সাগর সঙ্গমে পুণ্যস্নানের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে তীর্থযাত্রীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নিজের ছবি সম্বলিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শংসাপত্র পেলেন এবার। বন্ধন নামের ফটো বুথে এই শংসাপত্র দেওয়া হয় ।গঙ্গা সাগরে সর্বমোট বন্ধন ফটো বুথের সংখ্যা ছিলো ১৩। বুধবার পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ পুণ্যার্থী ছবি সম্বলিত শংসাপত্র সংগ্রহ করেছেন। সাগরে স্নান করে ওঠার পর সুমুদ্র তটের ধারেই ছিল এই বন্ধন বুথ। অতি উৎসাহী কিছু ব্যক্তি সেখানে উঁকি দিলেই বুঝতে পারে ছবি তোলার কাজ চলছে সেখানে। এরপর আরও একটু খোঁজ নিয়ে যখন তাঁরা জানতে পারে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এটি হচ্ছে। তখন অনেকেই ভিড় জমান সেখানে। এ নিয়ে নদীয়া জেলা থেকে আগত রবীন্দ্রনাথ ঘড়াই নামের এক তীর্থযাত্রী বলেন, ছবি তুলে খুব ভাল লাগছে। আগে তো এমন ব্যবস্থা ছিল না। এখন মেলায় এসে মেলার স্মৃতি পাওয়া যাচ্ছে। হাতে মিলছে মুখ্যমন্ত্রীর শংসাপত্র। যা স্মৃতি হিসাবে সারাজীবন রেখে দেওয়া যাবে। ধীরে ধীরে এই বুথের ছবি ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এ নিয়ে রাজু নাথ নামের বন্ধন বুথের কর্মী বলেন, এখানে ছবি তুললে তার একটি আইডেন্টিটি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। একটি নম্বর জেনারেট হচ্ছে। যা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে কত মানুষ এই ছবি তুলছেন। তিনটি ভাষাতে ছবির ডিটেইলস প্রিন্ট করা হচ্ছে। এবছর এই ধরনের নতুনত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তীর্থযাত্রীদের। আর এতে খুশি তীর্থযাত্রীরা।

Name Change
I, DIPAK KUMAR DAS ADHIKARY, SON OF KANAI DAS ADHIKARY, RESIDING AT BETKUNDU,PO - JAGATPUR,PS-MAHISHADAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPAK DAS ADHIKARY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2025. THAT DIPAK KUMAR DAS ADHIKARY AND DIPAK DAS ADHIKARY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Yasmin Tarafdar (old name) wife of Syed Mahadi Hassan, residing at 46, Dilkhusa Street, Karaya, Kolkata- 700017, West Bengal, India, shall henceforth be known as Yasmin Hassan (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 15/01/2025. Yasmin Hassan (new name) and Yasmin Tarafdar (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Faruqul Hassan (old name) son of Late Mohammed Khalilur Rahman, residing at 35/H/1, Gora Chand Road, Kolkata-700014, P.O.- Entally, West Bengal, India, shall henceforth be known as Faruqul Hossain (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 15/01/2025. Faruqul Hossain (new name) and Faruqul Hassan (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Nasim Akhtar (old name) son of Md Mustaque Ahmed, residing at 16A/1, Linton Street, Entally, Kolkata- 700014, West Bengal, India, shall henceforth be known as Md Nasim Akhter (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 15/01/2025. Md Nasim Akhter (new name) and Nasim Akhtar (old name) both are the same and one identical person.

I, Sanjib Guha S/O Late Motilal Guha declare that my father said name Mohit Lal Guha, Mohit Guha (old name), residing at 4th Street,37, Sen Bagan, Agarpara, Panihati, P.S.- Khardah, Dist -24 Parganas (North),Pin- 700109, West Bengal, India, have changed my father name and he shall henceforth be known as as Motilal Guha (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 15/01/2025. Motilal Guha (new name) and Mohit Lal Guha,Mohit Guha (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, MAYAN GUHA ROY (OLD NAME), W/O DILIP GUHA ROY, RESIDENT OF 38, GOPAL BAG, PO & PS - CHANDANNAGAR, DIST -HOOGHLY, PIN-712136, WEST BENGAL HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAYA GUHA ROY(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT CHANDERNAGORE VIDE AFFIDAVIT NO.43 ON 30/12/24 . MAYAN GUHA ROY(OLD NAME) AND MAYA GUHA ROY(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANJOY KUMAR JAISWAL @ SANJAY JAISWAL (OLD NAME),S/O C.K.JAISWAL,AGED ABOUT 58 YERAS OLD RELIGION HINDU, RESIDENT OF 260/1B,A.P.C.ROAD,BEADON STREET,KOLKATA-700006.MY NAME HAS BEEN WRONGLY RECORDED IN MY ADHAR CARD BEING NO.3927 9043 8115 AND ALSO IN PAN CARD BEING NO.AGPPJ0250J. HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY KUMAR JAISWAL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2025. SANJOY KUMAR JAISWAL(OLD NAME) AND SANJAY KUMAR JAISWAL(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,Partha Halder (as per DL No - WB20 1996 0062942),son of Amares Haldar,residing at Abhyudoy Co-Op Hsg,Flat - B24/11,Po - E.K.T.P,Ph-4, Ps - Anandapur, Kolkata - 700107,West Bengal,shall henceforth be known as Partha Haldar vide an affidavit sworn before the Ld 1st class judicial magistrate at Kolkata on 16/01/2025,That Partha Halder and Partha Haldar both are the same and one identical person.

Name Change
I, Bidisha Goswami (old name) wife of Debabrata Goswami, residing at Biplobisoroj Basu Sarani, Ukilpara, P.O-Raiganj, Dist: Uttar Dinajpur, Pin: 733134, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Bidisha Bhattacharjya Goswami (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/01/2025. Bidisha Goswami (old name) and Bidisha Bhattacharjya Goswami (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I,ABDUL KAYUM MONDAL,S/O ABUL HASEM MONDAL, RESIDING AT VILL - KHAGRADANGA,PO - DUTTAPULIA,PS - GANGNAPUR,RANAGHAT - 741504, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL KAIYUM MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 15/01/2024.THAT ABDUL KAYUM MONDAL AND ABDUL KAIYUM MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Shambhu Mondal (old name) son of Nandalal Mondal, residing at Debipur School, Kamgachhi Taherpur Nadia- 741254, West Bengal, India, shall henceforth be known as Sambhu Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 16/01/2025. Sambhu Mondal (new name) and Shambhu Mondal (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Shaoly Chaudhuri (old name) daughter of Tapas Moulick, residing at 7/7, Kalitala Road, Haltu, P.S.- Garfa, Kolkata- 700078, West Bengal, India, shall henceforth be known as Shaoly Moulick (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 15/01/2025. Shaoly Moulick (new name) and Shaoly Chaudhuri (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I,NISIKANTA BISWAS AND NISHIKANT BISWAS, SON OF HARIDAS BISWAS, RESIDING AT TINNA, PANDUA, HOOGHLY - 712149, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NISHIKANTA BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 16/01/2025.THAT NISIKANTA BISWAS AND NISHIKANT BISWAS ALSO NISHIKANTA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,Pankaj Prajapati,son of JeetLal Prajapati, residing at Flat - 2, 37/D, Purbachal Lal Bahadur Sarani, Po - Haltu, PS - Garfa, Kolkata - 700078,West Bengal, shall henceforth be known as Pankaj Kumar Prajapati vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 16/01/2024.That Pankaj Prajapati and Pankaj Kumar Prajapati both are the same and one identical person.

Name Change
I, Bidisha Goswami (old name) wife of Debabrata Goswami, residing at Biplobisorol Basu Sarani, Ukilpara, P.0-Raigani, Dist: Uttar Dinajpur, Pin: 733134, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Bidhisha Bhattacharjya Goswami (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/01/2025. Bidisha Goswami (old name) and Bidhisha Bhattacharjya Goswami (new ame) both are same and one identical person.

Name Change
I, Shomaiza Shreen Ansari (old name) wife of Mohammed Asif Alam and daughter of Muhayoddin Ansari, residing at 55A, Hare Krishna Road, Block-B, 2nd Floor, Fl-4, Entally, Kolkata-700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sharin Shomaiza Ansari (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 15/01/2025. Shomaiza Shreen Ansari (old name) and Sharin Shomaiza Ansari (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Mohiuddin Ansari (old name) son of Md Sharif, residing at 9A, Marquis Street, Park Street, Kolkata-700016, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Muhayoddin Ansari (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 15/01/2025. Mohiuddin Ansari (old name) and Muhayoddin Ansari (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I,Nazir Hussain(Old Name) S/O Akbar Residing at Line no 75/c,VTC Chanpdani,P.O-Angus P.S-Bhadreswar,Dist-Hooghly,Pin-712221.West Bengal India shall henceforth be known as Md Nazir Husen (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Chinsurah Hooghly.on 14.01.2025. Nazir Hussain and Md Nazir Husen both as same and one identical person.

Name Change
I, Shafquat Naz S/o Late Mohammed Dawood Nadeem Residing at 14/1C/H/2, Kabitirtha Sarani, P.o - Khidderpore, P.s - Watgunge, District - Kolkata, Pin-700023 West Bengal India shall henceforth be known as Shafquat Naaz. I declare that Shafquat Naz and Shafquat Naaz is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-01-2025.

Name Change
I, Laxmi Das S/o Late Kartick Biswas Residing at 187, Satin Sen Nagar, P.o - I.S.I, P.s - Barnagar, District - 24 Pgs(N), Pin- 700108 West Bengal India shall henceforth be known as Lakshmi Das. I declare that Laxmi Das and Lakshmi Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-01-2025.

Name Change
I, Mohammed Mohidul Islam S/o Mohamad Moazzem Hossain Residing at Vill+P.o - Nehalpur, P.s - Matia, District - 24 Pgs (N), Pin-743437 West Bengal India shall henceforth be known as Md Mohidul Islam. I declare that Mohammed Mohidul Islam and Md Mohidul Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-01-2025.

Name Change
I, Basudeb Chatterjee (old name) son of Late Bijay Chatterjee, residing at 25, Mallroad, P.O & P.S – Dum Dum, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700080, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Basu Chatterjee (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit no. 257 dated 15/01/2025. Basudeb Chatterjee (old name) and Basu Chatterjee (new name) both are same and one identical person.

অল্প যত্নে ঘরে-বাইরে ফুল দিতে সক্ষম পিস লিলি

ঘরের বাতাস থেকে ফরম্যালডিহাইড, বেনজিন, জাইলিন, ট্রাইক্লোরোইথেন, টলুইন এর মতো নানা রকম ক্ষতিকর যৌগ শোষণ করতে সক্ষম পিস লিলি। শান্তির প্রতীক সাদা পতাকার মতো সাদা ফুলের জন্যই গাছটির নাম পিস লিলি বা শান্তির লিলি। বাইরের বাগান থেকে শুরু করে ঘরের ভেতরেও রাখতে পারেন এই গাছ। অন্দরের আবছা অন্ধকারেই যেসব গাছ বাধাহীনভাবে বেড়ে ওঠে, পিস লিলি তাদের মধ্যে অন্যতম। ঘরের কৃত্রিম আলোতেও বাড়তে পারে এই লিলি। নিশ্চিন্তে ঘরে বসেও পেতে পারেন ফুল। গাছের যত্ন নিতে যাঁরা আলসেমিতে ভোগেন, তাঁদের জন্য পিস লিলি হতে পারে স্বস্তির নাম। জানতে চাইতেই পারেন।

পিস লিলি চাষ করার সঠিক উপায় কী?

খুব সহজ, টবের জন্য ভালোভাবে মাটি প্রস্তুতকরণ, পর্যাপ্ত সূর্যালোক আর পরিমিত জল।

টবের মাটি কেমন হবে

বাগানের সাধারণ মাটির সঙ্গে পিটমস, কিছু পার্লাইট, নিমের খোল ও কিছুটা বালু মেশাতে হবে। এতে করে গাছের শিকড় ভালোভাবে টবের মাটিতে ছড়াতে পারবে, বেড়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি পাবে গাছ এবং দ্রুত ফুল আসবে। সঠিক জায়গা নির্বাচনপিস লিলি আপনি ঘরে রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। তবে অন্যান্য ফুল গাছের মতো পিস লিলিরও সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। ঘরের ভেতরে পাতার সংখ্যা বাড়লেও সেই অনুপাতে ফুলের সংখ্যা আশানুরূপ নাও হতে পারে। তাই পিস লিলিকে রৌদ্রোজ্জ্বল জানালার কাছে রাখতে পারলে ভালো বা সপ্তাহে অন্তত এক দিন বাড়ির বাগানে এমন জায়গায় রাখার চেষ্টা করুন, যেখানে যথেষ্ট সূর্যালোক আছে। একে পিস লিলির সূর্যস্নানও বলতে পারেন।

কেমন জল প্রয়োজন?

অন্য সব গাছের মতো প্রতিদিনই জল দেওয়ার ঝমেলা নেই। গোড়ার মাটি শুকিয়ে এলে তবে জল দিন। ধুলাবালুর হাত থেকে বাঁচাতে মাঝেমধ্যে জল দিয়ে পুরো গাছটাই ধুয়ে দিন।

সারের প্রয়োজন আছে? যদি চান গাছ খুব দ্রুত বেড়ে উঠুক, তবে সার দিতে পারেন। জৈব সার ব্যবহার করাই ভালো। আর শীতকালে গাছের বৃদ্ধির হার এমনিতেই কম থাকে, এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। পাতা ছাঁটাইসূর্যের আলো, পরিমিত জল ও নিয়মিত যত্ন পেলে গাছ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠবে। ঝোপালো গাছের বয়সী পাতা তিন-চার মাস পরপর ছেঁটে দিতে পারেন। তাতে করে গাছ ফুল ফোটানোর জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি পাবে।

সমালোচনা বনাম বাস্তবতা, ইনস্যুরেন্সের প্রকৃত মূল্য

শ্রী তপন সিংঘেল, চেয়ারম্যান, জেনারেল ইনস্যুরেন্স কাউন্সিল এবং এমডি ও সিইও, বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইনস্যুরেন্স। ইনস্যুরেন্স - এই ইন্ডাস্ট্রি লক্ষ লক্ষ নাগরিক এবং অনেক ব্যবসাকে সুরক্ষিত করে রাখে। অথচ তাদের প্রায়শই এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যা এই প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করে। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু রিপোর্ট আবার সমালোচনার ঢেউ তুলেছে। একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে আসছে, চটকদার খবর কি যুক্তিবুদ্ধিকে হারিয়ে দিচ্ছে? যদিও এই রকম রিপোর্ট সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে, তবে এখন এই সমস্যা সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ করা এবং বাস্তব পরিস্থিতি বোঝা জরুরি। যে ভালো বিষয়গুলি কেউ দেখে না। নিঃশব্দ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, গত বছর এর বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, জেনারেল ইনস্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি ₹১.৭২ লক্ষ কোটি মূল্যের কোটির ক্লেম সেটল করেছে, যার মধ্যে হেলথ ইনস্যুরেন্সের জন্য ₹৮০,০০০ কোটির বেশি পে করা হয়েছে। তবে যারা উপকৃত হন তাদের নিয়ে সংবাদ হয় না। অন্যদিকে, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অভিযোগ এবং কয়েক জনের খারাপ অভিজ্ঞতা এখন ইন্ডাস্ট্রির পরিচয়ে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও, ইন্ডাস্ট্রিতে ক্লেম সেটলমেন্ট রেশিও এখন ৮০ এর বেশি। প্রত্যাখ্যান করা ক্লেমের মধ্যে ২০ হয়েছে প্রতারণার উদ্দেশ্য বা সঠিক নথিপত্র জমা না দেওয়ার মতো কারণে। অথচ এই বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। ইনস্যুরেন্স হল জনগণের টাকা এবং দায়িত্বশীলভাবে এই টাকা পরিচালনা করার জন্য ইনস্যুরারদের প্রশংসা করা উচিত। নিরাপত্তার মূল্য, ধরে নেওয়া যাক যে এতে কোনও লাভ হচ্ছে না, এবং আমরা এই ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম, কিন্তু এটি না থাকলে কী হবে? অনেকে তর্ক করেন যে, মানুষেরা চিকিৎসা খরচের জন্য সাশ্রয় করে নিজেরাই নিজেদের ইনসিওর করতে পারেন। তবে, একবার ভেবে দেখুন, নীতি আয়োগের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে বর্তমানে নিজের পকেট থেকে (ওওপি) দেওয়া চিকিৎসার খরচের পরিমাণ ৬০. ইনস্যুরেন্স ছাড়া, এই সংখ্যা বেড়ে ১০০ পর্যন্ত হতে পারে, যা প্রতিটি পরিবারকে সম্পূর্ণরূপে আকাশচুম্বী চিকিৎসা খরচের সামনে অসহায় করে তুলবে। উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় নেই এমন সমস্ত পরিবারকে চিকিৎসার খরচ দারিদ্র্য সীমার নীচে নিয়ে যাবে। বর্তমানে, স্বাস্থ্যসেবার খরচের কারণে ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৭ প্রতি বছর এই কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হন। ইনস্যুরেন্স না থাকলে এই সংখ্যা আরও বাড়বে এবং তখন সরকারের উপরে স্বাস্থ্যসেবা ভর্তুকি দেওয়ার জন্য অনেক বেশি চাপ তৈরি হবে, এর ফলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর থেকে সম্পদ এই খাতে ব্যয় করতে হবে। এই ধরনের পরিস্থিতি আমাদের সমাজের ভারসাম্য বিঘ্নিত করবে এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে। ইনস্যুরেন্স বন্ধ হলে কি আমরা নাগরিকদের জন্য বিকল্প নিরাপত্তা বলয় দিতে প্রস্তুত?মোটর ইন্ডাস্ট্রি, যারা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ইনস্যুরেন্স দ্বারা সুরক্ষা পাওয়ার ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ ক্লেম পেআউট হিসাবে - প্রায় ₹৫৫ হাজার কোটি- তাদের পক্ষে মেটানো কষ্টসাধ্য। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ইনস্যুরেন্স দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষার কারণে মোটর ইন্ডাস্ট্রি আংশিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ইনস্যুরেন্স ছাড়া, দুর্ঘটনার আর্থিক বোঝা সম্পূর্ণরূপে গাড়ির মালিকদের উপর পড়বে, যার ফলে অর্থনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে এবং গাড়ির বিক্রি হ্রাস পাবে। ইনস্যুরাররা মোটর থার্ড পার্টির ক্লেম কভার করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা আমাদের দেশে একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা। সাম্প্রতিক বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অর্থবর্ষ ২৩-২৪-এ মোটর টিপি ক্লেম বাবদ এই ইন্ডাস্ট্রি ₹২৭,০০০ কোটিরও বেশি পে করেছে।

যদি ইনস্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এই ক্ষতিপূরণের খরচ কারা বহন করবে? এর ফলে একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের সরকারী খরচ আরও বহুগুণ বেড়ে যাবে। ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ অবধি আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী- জন আরোগ্য যোজনা (এবি পিএম-জেএওয়াই)-এর অধীনে প্রায় ৩৬ কোটি সুবিধাভোগীকে ভেরিফাই করা হয়েছে। এছাড়াও, এই স্কিমের অধীনে ₹১.১৬ লক্ষ কোটির বেশি মূল্যের ৮.৩৯ কোটির বেশি সংখ্যক রোগীর হাসপাতালে ভর্তি অনুমোদিত হয়েছে। সরকারের এই স্কিমটি সেকেন্ডারি এবং টার্শিয়ারি কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রতি বছর ৫৫কোটি সুবিধাভোগীর জন্য প্রতি পরিবার পিছু ₹৫ লক্ষের স্বাস্থ্য কভারেজ প্রদান করে, যা ভারতের জনসংখ্যার অন্তত ৪০ শতাংশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল নিম্নবিত্ত ১২.৩৭ কোটি পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। ইনস্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির সহায়তা ছাড়া, একটি ইনস্যুরেন্স বা হাইব্রিড মডেল গ্রহণকারী রাজ্যগুলিতে এই স্কিমের অস্তিত্ব থাকবে না বা সেটি কার্যকর হবে না। সরকারকে এই সমস্ত খরচ একাই বহন করতে হবে। পিআইবি অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ সালে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয়েছে ₹ ৫.৮৫ লক্ষ কোটি, যা মোট জিডিপির ১.৯. ২০১৭-১৮ সালে এই পরিমাণ ছিল ₹২.৪৩ লক্ষ কোটি। এই খরচের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিম্ন আয়যুক্ত পরিবারগুলিকে সুরক্ষা প্রদান করে।

আয়ুষ্মান ভারতের মতো ইনস্যুরেন্স-সমর্থিত প্রোগ্রামগুলি এই আর্থিক চাপ হ্রাস করে, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাগরিকদের কভার করে। ইনস্যুরেন্স ছাড়া, এই বোঝা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। বন্যা, সাইক্লোন এবং ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে কোনও দেশে যে কোনও সময় হতে পারে, যার জেরে প্রচুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং বহু আর্থিক ক্ষতি হয়।

রেড ডাই ৩’ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্র

খাবার ও পানীয়কে উজ্জ্বল ও চেরি-লাল রং দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত একটি কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) গতকাল বুধবার এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। রঞ্জকটি ‘রেড নম্বর ৩’ বা ‘রেড ডাই ৩’ নামে পরিচিত। উৎপাদকদের এখন থেকে এটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না। গবেষণাগারে পুরুষ ইঁদুরের ওপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এ রঞ্জকের সঙ্গে ক্যানসারের যোগসূত্র আছে। এ গবেষণার পরই এফডিএ রঞ্জকটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ইঁদুরের তুলনায় মানুষের শরীরে রঞ্জকটির প্রভাব কম। তবে কোনো কিছুর সঙ্গে ক্যানসারের যোগসূত্র পাওয়া গেলে মার্কিন আইন অনুযায়ী সেটি নিষিদ্ধ করা বাধ্যতামূলক। এফডিএর দেওয়া তথ্যমতে, এই রঞ্জক প্রাথমিকভাবে ক্যান্ডি, কেক, বিস্কুট, হিমায়িত মিষ্টান্ন, ফ্রস্টিংসহ কিছু ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ২০২২ সালে সেন্টার ফর সায়েন্স ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্টসহ কয়েকটি গোষ্ঠীর একটি আবেদনের ফলশ্রুতিতে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। গোষ্ঠীগুলোর অভিযোগ ছিল, রঞ্জকটির সঙ্গে ক্যানসারের যোগসূত্র থাকায় মার্কিন ভোক্তাদের, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এটির ব্যাপক ব্যবহার বন্ধে রঞ্জকটি নিষিদ্ধ করা উচিত। প্রসাধনী পণ্যে ৩৫ বছর আগে ‘রেড নম্বর ৩’ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল এফডিএ। অন্যদিকে ২০২৩ সালের অক্টোবরে খাদ্যপণ্যে রঞ্জকটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল ক্যালিফোর্নিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোয় এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ। সেন্টার ফর সায়েন্স ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট বলেছে, এফডিএ রঞ্জকটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে অনেক দেরি করেছে। লম্বা সময় ধরে এই নিষেধাজ্ঞার জন্য চাপ দিয়ে আসছিল যুক্তরাষ্ট্রের অলাভজনক ভোক্তা পরামর্শক গ্রুপটি। গতকাল এক বিবৃতিতে এফডিএর প্রেসিডেন্ট ড. পিটার লুরি বলেন, লিপস্টিকে ‘রেড ৩’ ব্যবহার বেআইনি ছিল। কিন্তু ক্যানডি আকারে শিশুদের খাবারে এটির ব্যবহার যথার্থভাবে বৈধ ছিল। এফডিএ দীর্ঘদিনের এই বৈপরীত্যের অবসান ঘটাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদকেরা নতুন করে তাঁদের পণ্য তৈরির উপায় খুঁজে বের করতে ২০২৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ‘রেড ৩’ ব্যবহার করতে পারবেন। ওষুধ উৎপাদকেরা এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরও এক বছর অর্থাৎ ২০২৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময় পাবেন।

ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত টিকিটবিহীন যাত্রীদের প্রায় ৫.৭০ লক্ষ মামলা থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৪৮.১১ কোটিরও অধিক টাকা সংগ্রহ

মালিগাঁও, ১৬ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমস্ত প্রকৃত যাত্রীদের জন্য ঝামেলামুক্ত এবং আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত, সঘনায় টিকিট চেকিং অভিযান চালিয়ে আসছে। এই অভিযানগুলির লক্ষ্য টিকিটবিহীন এবং অনিয়মিত ভ্রমণ রোধ করা, যা প্রকৃত যাত্রীদের অসুবিধার কারণ হয়। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০২৪-এর সময়কালে, মোট ৫,৭০,১৪১টি টিকিটবিহীন বা অনিয়মিত ভ্রমণের মামলা ধরা পড়েছে। এইভাবে, এই ধরনের টিকিট চেকিং এবং অভিযানের ফলে ভাড়া আদায় এবং অননুমোদিত ভ্রমণকারীদের উপর জরিমানা আরোপ করে প্রায় ৪৮.১১ কোটি টাকার রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়। একই সময়ে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের সহায়তায় অননুমোদিত যাত্রীদের বিরুদ্ধে আটটি আকস্মিক টিকিট চেকিং অভিযান চালায়। ফলস্বরূপ, ৪৪৮ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া চানানো হয়, যার মধ্যে ৩৮০ জনকে রেলওয়ে আইনের বিধি উলঙ্ঘন করতে পাওয়া গেছে।

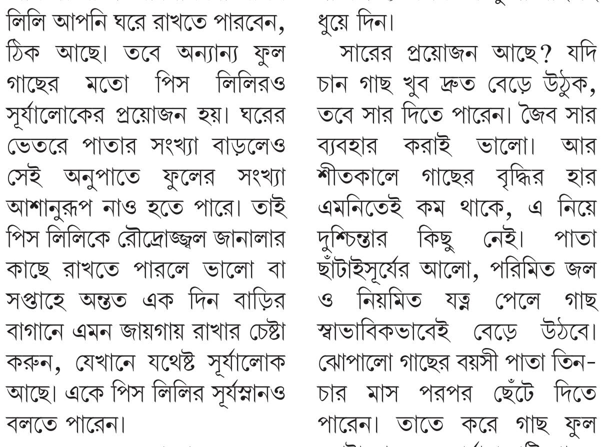

তাদের সেই অনুযায়ী জরিমানা করা হয়, এই অভিয়ানের সময় সংগৃহীত মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ২.১৩ লক্ষ টাকা। জরিমানার মধ্যে ভাড়া, জরিমানা চার্জ এবং সরকারী শুল্ক অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সঠিক টিকিট ছাড়া বা অনুমোদিত দূরত্বের বাইরে ভ্রমণ করা যাত্রীদের অতিরিক্ত চার্জ এবং ভাড়া দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে যেসব যাত্রীরা দাবি অনুযায়ী অর্থ দিতে ব্যর্থ হয় বা অস্বীকার করে, তারা রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির অধীনে বিচারের মুখোমুখি হতে পারে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সাধারণ জনগণকে অনুরোধ জানায় যে অসুবিধা এড়াতে সঠিক ও বৈধ টিকিট নিয়ে ভ্রমণ করুণ এবং বৈধ পরিচয়পত্র সাথে রাখুন। এখন যাত্রীরা তাদের স্মার্ট ফোনে আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের জন্য অসংরক্ষিত টিকিট কিনতে পারবেন। ইউটিএস অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্ম থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

দুয়ারে সরকার

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ বিভিন্ন সরকারি সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা সাধারন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার নবম পর্যায়ে দুয়ারে সরকার ও স্থানীয় সমস্যার সমাধানে পাড়ায় সমাধান শিবিরের আয়োজন করতে চলেছে। এই পর্বে আগামী ২৪ জানুয়ারি থেকে পয়লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকারি ছুটির দিন বাদে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে, পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতে আয়োজিত এই শিবিরের মাধ্যমে ৩৭টি সরকারি পরিষেবার জন্য আবেদন জমা নেওয়া হবে বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব আবেদন খতিয়ে পরীক্ষা করে দেখার কাজ শেষ হবে।

গোয়ালপোখরে ২ পুলিসকর্মীকে গুলিকাণ্ডে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য, চাদরের মধ্যেই ছিল আগ্নেয়াস্ত্র!

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে ২ পুলিসকর্মীর আহত হওয়ার ঘটনায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। মনে করা হচ্ছে আসামি সাজ্জাদ আলমই গুলি চালিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, আগ্নেয়াস্ত্র ছিল সাজ্জাদের কাছেই। সূত্রের খবর, তদন্তকারীদের অনুমান ইসলামপুর কোর্ট লকআপ থেকে প্রিজন ভ্যানে ওঠার না নামার সময় কেউ বা কারা তাকে শীতের চাদর দেয়। সেই চাদরেই লুকিয়ে কেউ তাকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে থাকতে পারে। কোর্ট চত্বরের সিসিটিভি ক্যামেরাও খতিয়ে দেখছে পুলিস। তদন্তকারীরা আশঙ্কা করেছেন, অভিযুক্ত সাজ্জাক বাংলাদেশ পালিয়ে যায়নি তো? পার্শ্ববর্তী বিহার বা নেপালে গা ঢাকা দিতে পারে অভিযুক্ত। এই প্ল্যান কি তবে রায়গঞ্জে জেলে বসেই হয়েছিল? অভিযুক্তকে ধরতে রাতভর সজাগ ছিল দুই পুলিস জেলার পুলিস। সীমান্তে বিএসএফকে অ্যালার্ট করার পাশাপাশি পুলিসেরও শ্যেনদৃষ্টি ছিল সীমান্তে। ছিল নাকা। পুলিস কুকুর দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত তদন্ত চলে। ঘটনার সময় প্রিজন ভ্যানে যে মহিলা পুলিস কর্মী ও গাড়ির চালক ছিল জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাদেরকেও। কিন্তু ঘটনার পর প্রায় ১৬ ঘন্টা বাদেও নাগালের বাইরে অভিযুক্ত। অন্যদিকে, নিরাপত্তায় কোথায় ফাঁক ছিল তাও জানতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস। উল্লেখ্য, গতকাল জাতীয় সড়কে প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিসকে গুলি করে বিচারাধীন বন্দিকে ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। বুধবার সন্ধ্যায় উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়ার ঘটনা। জানা গেছে, করণদীঘি থানা এলাকার একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে এদিন পেশ করে পুলিস। এরপর এদিন ইসলামপুর আদালত থেকে পুনরায় তাকে রায়গঞ্জ সংশোধনাগারে নিয়ে আসার সময় অভিযুক্তের প্রকৃতির ডাক আসে। সে সময় গোয়ালপোখর থানার ইকরচালাতে প্রিজন ভ্যান দাঁড়ায় এবং শৌচকর্ম করতে নামলে তখনই দুস্কৃতীরা পুলিসকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় বলে অভিযোগ। এরপর একটি বাইকে করে অভিযুক্তরা ওই আসামীকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলিতে দুই পুলিসকর্মী এএসআই নীলকান্ত সরকার এবং কনস্টেবল দেবেন বৈশ্য জখম হন। গোয়ালপোখর থানার পুলিস খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে আসে। আহতদেরকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ইসলামপুর হাসপাতাল থেকে পরে অবস্থার অবনতি হলে তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও এখনো পর্যন্ত সঠিক কিভাবে এই ঘটনা ঘটল তা স্পষ্ট নয়। ইসলামপুরের পুলিস সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। পাশাপাশি সাজ্জাক আলম করনদিঘি থানা এলাকায় ২০১৯ সালের একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত ছিল বলে জানা গেছে। সেইসঙ্গে ওই প্রিজন ভ্যানে মোট ৩ জন আসামী ছিল যাদের মধ্যে সাজ্জাক ছাড়া আরো দুজন মহিলা আসামী ছিল এবং দুজন মহিলা পুলিস কর্মী ও দুজন মহিলা পুলিস কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে। এদিকে এই বিষয়ে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, ওই আসামীই গুলি চালায়। তবে কোথা থেকে সে আগ্নেয়াস্ত্র পেল তা নিয়ে তদন্ত চলছে বলে এসপির বক্তব্য। অন্যদিকে বাইরে থেকে দুস্কৃতীদের গুলি করার তথ্যও উড়িয়ে দিচ্ছে না জেলা পুলিস। সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই আসামি কিভাবে কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুরের পুলিস সুপার। অন্যদিকে, গুলিবিদ্ধ দুই পুলিশ কর্মী নীলকান্ত সরকার ও দেবেন বৈশ্যর সঙ্গে দেখা করতে বৃহস্পতিবার সকালে নার্সিংহোমে পৌঁছান রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। আহত দুই পুলিশ কর্মীকে প্রথমে ইসলামপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের তরফে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ডোমকলে আসামি ধরতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ জানুয়ারি ঃ ডোমকলে অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে আক্রান্ত হল পুলিশ। বুধবার রাতে পুলিশ ভ্যানে হামলা চালিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। হাঁসুয়ার কোপে আহত এসআই রাণাপ্রতাপ সেনগুপ্ত। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সেই রাতেই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনায় প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান জড়িত বলে অভিযোগ। তাঁকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি গয়নাচুরির ঘটনায় অভিযুক্ত রাণা শেখ নামে এক যুবককে বুধবার রাতে তার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। উদ্দেশ্য ছিল রাণার বাড়িতে মজুত থাকা গয়না উদ্ধার করা। অভিযোগ, সেই সময় ডোমকলের বিলাসপুর ঘাটপাড়া এলাকায় চোরের বাবা, মা-সহ এলাকার কয়েকজন পুলিশের উপর চড়াও হয়। গাড়ি ভাঙচুর করে। সেই সময় দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গিয়ে আহত হন এক এসআই। তাঁকে ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের উপর আক্রমণ ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান মীনা বিবির বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর বুধবার রাতেই বিশাল পুলিশ বাহিনী অভিযান চালায় ওই গ্রামে। চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন প্রধান মীনাও। যদিও রাণা পলাতক। স্থানীয়রা জানান, শীতের রাতে এক তাণ্ডব চলে বিলাসপুর ঘাটপাড়ায়। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে গ্রামের সাহিন মণ্ডলের বাড়িতে গয়না চুরি হয়। ওই ঘটনায় তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ রাণাকে গ্রেপ্তার করে। আদালত তার পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশের দাবি, পুলিশি জেরায় অভিযুক্ত চুরির কথা স্বীকার করে নেন। বুধবার রাতে সেই গয়না উদ্ধারের জন্য তাকে গ্রামে নিয়ে গেলে পুলিশের উপর চড়াও হয় পাড়া-প্রতিবেশীরা। ঘটনায় ধৃত চারজনকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বাড়ি, মৃত্যু হল ২ জনের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ আবাস প্রকল্পের কাজের মাঝেই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা, এই ঘটনার সাক্ষী থাকলো ইন্দাস নন্দীপাড়া এলাকা। বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হল ২ জনের। আবাস দুর্ঘটনার জন্য এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য ব্যাপকতরভাবে। চলছিল আবাস প্রকল্পে বাড়ি তৈরীর কাজ। এই কারণেই উঠোনেরই একপাশে থাকা ঝিটেবেড়ার বাড়িতে সাময়িকভাবে উঠে এসেছিলেন পরিবারের লোকজন। গভীর রাতে সেই ঝিটেবেড়ার ঘর ধসে মৃত্যু হল পরিবারের দুই সদস্যের। গতকাল গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ইন্দাস নন্দীপাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদের নাম উজ্জ্বলা হাজরা ও দেব কেওড়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইন্দাস নন্দীপাড়া এলাকায় নিজেদের মাটির ঘরে পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন উজ্জ্বলা হাজরা। সম্প্রতি আবাস প্রকল্পে বাড়ির বরাদ্দ টাকা পাওয়ায় তিনি নিজের ঘর ভেঙে পাকা ঘর তৈরীর কাজ শুরু করেছিলেন। এই অবস্থায় সাময়িকভাবে বাড়ির উঠোনের একপাশে থাকা একটি ঝিটেবেড়ার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। গতকাল গভীর রাতে যখন ওই ঝিটেবেড়ার ঘরে উজ্জ্বলা হাজরা নিজের নাতি দেব কেওড়াকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন সেই সময়ই আচমকাই ঝিটে বেড়ার ঘর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। আর এতেই হয় বিপত্তি, চাপা গিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের দাবী, এলাকার একটি পুকুরের জল তুলে ফেলার কাজ করছিলেন পুকুরের মালিক। পুকুরের সেচ করা জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উজ্জ্বলা হাজরার ঝিটেবেড়ার ঘরের পাশ দিয়ে। তাতেই ঘরের দেওয়াল ভিজে গিয়ে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গোটা ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবীতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী।

আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচার অভিযোগে পূর্বস্থলী থেকে এক দুষ্কৃতী গ্রেফতার

দেবাশিস কংশ বণিক, নবদ্বীপ, ১৬ জানুয়ারি ঃ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত দুষ্কৃতীর নাম মাশানুন মল্লিক। তার বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত মাজিদা কুটিরপাড়া এলাকায়। বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পূর্বস্থলীর সাজিয়ারা বাজার মোড় থেকে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃত দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে বিচারক ছ'দিনের মঞ্জুর করেন। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, গত ১১ জানুয়ারি বিকেলে বেআইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানা চালানোর অভিযোগে মহিশুরা মাঝেরচড়া এলাকা থেকে সাঞ্জুর সেখ নামক এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ১২ জানুয়ারি ধৃত সাঞ্জুর শেখকে আদালতে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে ৬ দিনের মঞ্জুর করে আদালত। পুলিশি হেফাজতে ধৃত সাঞ্জুর সেখকে লাগাতর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে মাশানুন মল্লিকের নাম জানতে পারে তদন্তকারী আধিকারিক। সেই মতো বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে পূর্বস্থলীর সাজিয়ারা বাজার মোড় থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেনা বেচার অভিযোগে মাশানুন মল্লিক নামে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা যায়, সাঞ্জুরের কারখানায় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করতো মাশানুন মল্লিক।

পথ দুর্ঘটনায় আহত ৫, মৃত্যু শিশুর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ বেপরোয়া গতিতে আসা একটি পর্যটক বোঝাই বাসের ধাক্কায় আহত ৫ জন। প্রাণ গেল দু'মাসের একটি শিশুর। জানা গেছে, পর্যটক বোঝাই বাসটি জয়পুর থেকে কোতুলপুরের দিকে যাচ্ছিল। জয়পুর থানার দাসদিঘির কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি ট্রাককে, তারপর একটি বোলেরো গাড়ি এবং শেষ পর্যন্ত একটি টোটোকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় বোলেরো গাড়িটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং টোটোটি উল্টে যায়। টোটোতে থাকা যাত্রীরা ছিটকে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে ভর্তি করেন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দু'মাসের ওই শিশুটি গুরুতর আহত হয়েছিল। তারপরে সে মারা যায়। দুর্ঘটনার পর ঘাতক বাসটি পালিয়ে গেলেও পরে পুলিশ বাসটিকে আটক করে এবং চালককেও গ্রেফতার করে।

খড়িবাড়িতে সরস্বতী পুজোর চাঁদা তুলতে গিয়ে ট্রাকের তলায় পিষ্ট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা উত্তরবঙ্গের খড়িবাড়ি এলাকায়। সরস্বতী পুজোর চাঁদা তুলতে গিয়ে ট্রাকের তলায় পিষে মৃত্যু হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। ঘাতক গাড়িটির চালক ও খালাসি পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত পড়ুয়ার নাম সূর্যবীর। সে খড়িবাড়ি এলাকারই বাসিন্দা। এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল সে। সামনেই সরস্বতী পুজো। সেই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দুপুরে সূর্য ও তার এক বন্ধু মিলে ইন্দো-নেপাল বর্ডার এলাকায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চাঁদা তুলছিল। সেই সময় উলটো দিক থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা ঘাতক গাড়িটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে তারা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি সূর্যকে পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় তার বন্ধু। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ট্রাকটি দ্রুত গতিতে ছুটে আসছিল। সূর্যদের সামনে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই পড়ুয়াকে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, ঘাতক ট্রাকটির পলাতক চালক ও খালাসির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নাবালকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়।

প্রায় সাত বিঘা জমির বেআইনি পোস্ত চাষ নষ্ট করল পুলিশ, গ্রেপ্তার জমির মালিক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি ঃ প্রায় সাত বিঘা জমির বেআইনি পোস্ত চাষ নষ্ট করল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে জমির মালিককেও। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের নাথুয়ারটারি এলাকায়। কিছুদিন আগে মেন্দাবাড়িতে বেআইনি পোস্ত চাষের হদিশ পায় পুলিশ। গ্রেপ্তার হয় এক সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাথুয়ারটারি এলাকায় পোস্ত চাষের খোঁজ পায় পুলিশ। ঘটনায় অবাক গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মীন্দর ওরাওঁ বলেন, আমরা জানতাম না এলাকায় পোস্ত চাষ হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম সর্ষের চাষ হচ্ছে। পুলিশ খুব ভাল কাজ করেছে। যারা এই চাষ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিক পুলিশ। স্থানীয় আর এক বাসিন্দা বিষ্ণু ধর বলেন, এদিন সকালে গ্রামে প্রচুর পুলিশ দেখে আমরা হতবাক হয়ে যাই। পরে জানতে পারি এলাকায় পোস্ত চাষ হচ্ছিল। এই এলাকাটি একটু ভেতরে। সেই কারণে এই এলাকাকে পোস্ত চাষের জন্য বেছে নিয়েছিলেন দুষ্কৃতীরা। বুধবার ট্রাক্টর দিয়ে গোটা পোস্ত চাষের এলাকা নষ্ট করে দেয় পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, আমরা পোস্ত চাষের সব এলাকায় নষ্ট করে দিয়েছি। জন সাধারণের কাছে আবেদন জানাব এই চাষ না করতে। কারণ বেআইনি এই চাষ করলে পুলিশ তা নষ্ট করে দেবেই। অন্যদিকে, আগে জেলার মেন্দাবাড়িতে পোস্ট চাষের হদিশ পেয়েছিল পুলিশ। সেখানেও বিঘার পর বিঘা পোস্ত চাষ নষ্ট করেন পুলিশ। ওই চাষে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করাও হয়। তাঁর চাকরিও চলে যায়।

স্ত্রী, সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী রাজমিস্ত্রি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ স্ত্রী, সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ির উত্তর সমরনগর এলাকার ভাড়াবাড়ি থেকে তিনজনের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্তে নেমেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। উত্তর সমরনগর এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন শ্যামল রায়, টুম্পা রায়। সাত বছর আগে বিয়ে হয়। তাঁদের একমাত্র সন্তান পিন্টু রায়। বয়স ৪-৫ বছর। বিয়ের পর থেকেই এই এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন তাঁরা। শ্যামলবাবু পেশায় রাজমিস্ত্রি। টুম্পাদেবী একটি দোকানে চপ ভাজতেন। এলাকায় সজ্জন পরিবার হিসেবেই পরিচিত। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে টুম্পাদেবীকে ফোন করে পাননি তাঁর বাবা কালীপদ রায়। এরপর মেয়ের বাড়িতে ছুটে এসে দেখেন দরজা বন্ধ। দরজা ধাক্কা দিতে থাকেন। কিন্তু কেউ খোলেনি। এরপর জানালা দিয়ে দেখেন জামাইয়ের ঝুলন্ত দেহ। খবর যায় পুলিশের কাছে। তারা এসে দেখে, স্ত্রী ও সন্তানের দেহ পড়ে রয়েছে ঘরে। ঝুলছে শ্যামলবাবুর দেহ।

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নংঃ জিইএম/২০২৫/বি/৫৮২২২০৫, তারিখঃ ১৫.০১.২০২৫। চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ **ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হসপিটাল, কাঁচরাপাড়া-তে মেকানাইজড ক্লিনিং**-এর জন্য ওপেন জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ইএমডিঃ** ১,১০,৭৪৪ টাকা। **ইপিবিজিঃ** পি.ও. মূল্যমানের ২%। **টেন্ডারের আনুমানিক মূল্যমানঃ** ৫৫,৩৭,২৩৫.৬৫ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৫.০১.২০২৫ (শনিবার) সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** এক (০১) বছর। জিএএম সাইট (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in**-এ জিইএম সার্ভিস বিড নথি পাওয়া যাবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ **https://gem.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে দর উল্লেখ করতে হবে ও জমা করতে হবে। (MED-13/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for TWO (02) nos. works vide **E-NIT No: - 22/E.O/HPS/2024-2025, Date:- 14/01/2025** & **E-NIT No: 23/E.O./HPS/2024-2025, Date: 16/01/2025**. For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

DECILLION FINANCE LIMITED
Regd. Off: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street,Room No.D-8,4th Floor, Kolkata-700001,
CIN : L65999WB1995PLC067887 **E-MAIL:**info@decillion.co.in **WEBSITE**:www.decillion.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2024 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited
1	Total Income from Operations	25.82	26.58	24.75	78.52	75.09	100.06
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-36.07	8.64	13.75	-13.12	41.40	-2.31
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-36.07	8.64	13.75	-13.12	41.40	-2.31
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-29.8	6.46	9.25	-12.96	29.61	-2.77
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-32.43	6.46	9.25	-15.59	31.87	-0.51
6	Equity Share Capital	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	Basic & Diluted:	-0.85	0.18	0.26	-0.37	0.85	-0.08

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Nine Months ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 16th January, 2025.

For and on behalf of the Board
For Decillion Finance Limited
Sd/-
(Jitendra Kumar Goyal)
Managing Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Dated : 16.01.2025

আলুর জমি থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের বসন্তপুর এলাকায় আলুর জমি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম লক্ষীকান্ত দলুই (৩০)। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, লক্ষীকান্ত বুধবার বিকেলে বসন্তপুর গ্রামের ভৈরবী মন্দিরে পুজো দেখতে গেছিলেন। তবে রাত পর্যন্ত তিনি বাড়ি ফেরেননি। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর পরিবার খবর পায় যে মন্দির থেকে কিছুটা দূরে একটি আলুর জমিতে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

Notice inviting e-Tender for NIT No-295/RIDF/Jangipara/24-25 for 03 nos. works by the undersigned through online mode (https://wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 28 Jan 2025 15:00 Hrs.

Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/০৬ অব ২০২৫, তারিখঃ ০৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** (অবশিষ্ট কাজ) নারেঙ্গি-পানিখাইতির মধ্যে ব্রিজ নং. ৩৫, কিমি ২১/৮-৯ -এ স্প্যান ১x৩.৬৬এম-এর আরসিসি বক্স (সেগমেন্টাল), ব্রিজ নং. ৩৫(এ), কিমি ২২/৪-৫ -এ স্প্যান ১x৩.৬৬এম-এর আরসিসি বক্স (সেগমেন্টাল)-এর পুনর্নির্মাণ এবং ঠাকুরকুচি-পানবাড়ির মধ্যে ব্রিজ নং. ৪৩, কিমি ৩২/৯-৩৩/০ -এ স্প্যান ১x৩.৬৬এম-এর আরসিসি বক্স (সেগমেন্টাল)-এর পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৬৩,১১,৫৫০.১৫ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৩১,৬০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৩-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ০৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পাওয়ার কারের রেডিয়েটরের আভ্যন্তরীণ পরিষ্কারকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৪_২০২৫/কে/১১৪৪ তারিখঃ ০৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ০৪_২০২৫। কাজের নামঃ** কাটিহার এবং নিউ জলপাইগুড়িতে ওজি এবং আইডি২৭/রেডিওয়াশ্ব ব্যবহার করে পাওয়ার কারের রেডিয়েটরের আভ্যন্তরীণ পরিস্কারকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪০,৭১,০০০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮১,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ৩১-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **৩১-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-16/2024-25 Vide Memo No-49/Shy-II Dated-15.01.2025

On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission **-24.01.2025 at 5.00 PM.**

SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
72/GPW/ WBFDC/2024-25(2 nd Call)	**Supply of Outdoor Gym Equipment's at Banabitan Park, Salt Lake.**	**17.01.2025**	**24.01.2025**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে বাবন রায়, পিতা কার্ত্তিক রায় সাকিম- পাঁড়েডি, পোঃ নাটুয়া, থানা পুরুলিয়া মফঃসল, জেলা পুরুলিয়া হাল সাকিম- কেশরা, পোঃ কেন্দুয়াডিহি, থানা ও জেলা বাঁকুড়া। যাহার থানা ছাতনা জেলা বাঁকুড়া মৌজা বারবাকড়া জে এল নং ১১০, খতিয়ান নং ৪৭৫, দাগ নং- ১০৭৮ / ১২৬৪, খতিয়ান নং ১৩১ দাগ নং ১০৭৮/ ১২৬৪ খতিয়ান নং ১৬২, দাগ নং- ১০৭৮/ ১২৬৪, খতিয়ান নং ৪১৬ দাগ নং ১০৭৮/ ১২৬৪ খতিয়ান নং- ৪৫৬ দাগ নং- ১০৭৮ / ১২৬৪, খতিয়ান নং ৭৯ দাগ নং- ১০৭৮/ ১২৬৪, খতিয়ান নং- ৩০৭, দাগ নং ১০৭৮/ ১২৬৪ মোট পরিমান- ১৪.১৫ শতক জমিন বাঁকুড়া ডি এস আর বাঁকুড়া অফিসে রেজিঃ ১ নং বহির ০১০১০৫০৫৫ / ২০২২ নং কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন নারায়ন চন্দ্র রায় ওরফে লক্ষ্মীনারায়ন রায়, রাজেশ রায় এ ডি এস আর অফিসের রেজিঃ ০৪।০৮।২০২২ তারিখের ০১০২০৪৭৫১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে মৃত্যুঞ্জয় দাশগুপ্ত পিতা স্বর্গীয় বিমলাকান্ত দাশগুপ্ত কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ছাতনা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নাম পত্তন করাইবেন।

সৌমেন ঘোষাল
উকিল
জেলা জজ কোর্ট, বাঁকুড়া
Enrolment No.-F-684/2004

Office of the
MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide NIT reference / memo no. **04/MGP**, **Dated: 16.01.2025** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **18/01/2025 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **24/01/2025 at 16:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-17/2024-25 Vide Memo No-53/Shy-II Dated-16.01.2025

On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission **-24.01.2025 at 5.00 PM.**

SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/LTG-HQ/KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/115/24-25
Name of work : **Improvement of video monitoring system at different rooms & corridoor of FAC & C Deptt of CMO Building under KMC**. Estimate Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: **Rs. 7,100.00**. Period of Completion: **15 Days**.

2. NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/117/24-25
Name of work : **Installation of electrical wiring along with lighting system at different office rooms under Health Deptt. License & other places of CMO Building**. Estimate Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **27.01.2025 (2 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **18.01.2025 (2 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2) from the website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Ex. Engineer (Electrical), Ltg./Crm., KMC** invites percentage rate e-tender online in two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/LTG/CRM/52/SBG/24-25 (1st call)
Name of the work : **Renovation of damaged electric furnace no. 2 and allied works at Shanagar Burning Ghat**. Estimated Amount : **Rs. 1,91,341.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Contract: **6 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/CRM/54/SBG/24-25 (1st call)
Name of the work : **Supply, installation and commissioning of body charging trolley over guide rail for electric furnace no. 4 at Shanagar Burning Ghat**. Estimated Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00 (Lump sum)**. Period of Contract: **12 Days**.

3. NIT No.: KMC/LTG/CRM/57/SBG/2024-2025(1st call)
Name of the work : **Renovation of damaged electric furnace no. 8 at Shanagar Burning Ghat**. Estimated Amount : **Rs. 2,48,420.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Contract: **7 Days**.

4. NIT No.: KMC/LTG/CRM/61/SBG/2024-25(1st call)
Name of the work : **Restoration of electric furnace no. 1 and some allied works for smooth functioning of concerned air pollution control device at Shanagar Burning Ghat**. Estimated Amount : **Rs. 3,32,132.00**. Earnest Money: **Rs. 6,700.00**. Period of Contract: **7 Days**.

5. NIT No. : KMC/LTG/CRM/64/SBG/24-25 (1st call)
Name of the work : **Restoration of damaged pump-motors, water discharge valves, water pipe lines at the air pollution control devices, cleaning and strengthening of chimneys with metal strip and stay wires etc. at Shanagar Burning Ghat**. Estimated Amount : **Rs. 2,82,669.00**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Contract: **7 Days**.

6. NIT No. : KMC/LTG/CRM/63/SBG/24-25 (1st call)
Name of the work : **Restoration of damaged electrical items at various panels and lighting accessories at Shanagar Burning Ghat**. Estimated Amount : **Rs. 4,00,161.00**. Earnest Money: **Rs. 8,100.00**. Period of Contract: **8 Days**.

7. NIT No. : KMC/LTG/CRM/50/SBG/24-25 (1st call)
Name of the work : **Restoration of damaged electrical furnace no. 6 and allied works at Shanagar Burning Ghat**. Estimated Amount : **Rs. 3,47,661.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Contract: **7 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.01.2025** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 7). The bid form and other details are available on and from **20.01.2025** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 7) from the website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/271/24-25/PD
Name of work : **Improvement of park lighting arrangement at Roynagar Unnayan Samity Math, Roynagar Naskarpara Park etc Park in Ward No. 112, Br-XI**. Estimated Amount: **Rs. 2,24,472.18**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of completion of bid: **24.01.2025** up to **2 p.m.**

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/290/24-25
Name of work : **Installation of St. LTG System at Selimpore Crossing in Ward No. 92, Br-X**. Estimated Amount: **Rs. 1,40,713.20**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/292/24-25
Name of work : **Renovation of St. LTG system at Lal Quella Play Ground, Pragati Sangha, Lake Gardens in Ward No. 93, Br-X**. Estimated Amount: **Rs. 2,92,177.85**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

4. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/291/24-25
Name of work : **Installation of LED strips at Jadavpur P.S. to Lord's Bakery More in Ward No. 93, Br-X**. Estimated Amount: **Rs. 4,96,980.60**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of completion of bid: **25.01.2025** up to **10 a.m.** (for sl. no. 2 to 4).

5. NIT No. : KMC/LTG/AB/24-25/25 (1st call)
Name of work : **Improvement of bustee lighting arrangement at Sardar Para, Arobinda Road, Cannel Road, Khal Par Side etc slum areas in Ward No. 104, Br-XI**. Estimated Amount: **Rs. 3,19,873.55**. Earnest Money: **Rs. 6,400.00**. Period of Completion: **30 Days**.

6. NIT No. : KMC/LTG/AB/24-25/24 (1st call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Garfa Main Rd., Eastern Park 1st Lane, School Lane Road etc areas in Ward No. 104 under Br-XI**. Estimated Amount: **Rs. 3,98,680.29**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **25.01.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from **17.01.2025** from **12 noon** (for sl. no. 1) / **17.01.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 2 to 4) and **18.01.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 5 & 6) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

1242/24-25

পারফরম্যান্স অনুযায়ী টাকা

বোর্ডের বৈঠককে সমর্থন গম্ভীরকে

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারিঃ নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে পর পর টেস্ট সিরিজ হারের পরেই ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স নিয়ে কড়া হয়েছে বোর্ড। জানা গিয়েছে, পারফরম্যান্স অনুযায়ী বেতন দেওয়ার যে প্রস্তাব কোচ গৌতম গম্ভীর দিয়েছিলেন তাকে সমর্থন করেছেন দলেরই এক সিনিয়র ক্রিকেটার। নতুন এই তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে বৃহস্পতিবার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে হারের পর অধিনায়ক রোহিত শর্মা, গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন বোর্ডের কর্তারা। সেখানেই খেলতে না পারলে কম টাকা দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠেছিল। মনে করা হয়েছে, তাতে ক্রিকেটারেরা আরও বেশি দায়িত্ব নিয়ে খেলবেন। যে ভাবে বেসরকারি সংস্থায় কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি হয় তাঁদের কাজের নিরিখে, ভারতীয় বোর্ড তেমনই করার কথা ভাবছে। সেই ভাবনাকে সমর্থন করেছেন এক সিনিয়র। বোর্ডের একটি সূত্র এক ওয়েবসাইটে বলেছেন, বৈঠকে হাজির থাকা এক সিনিয়র ক্রিকেটার বিসিসিআইকে পরামর্শ দিয়েছেন যাতে ম্যাচ ফি সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে দেওয়া হয়। ম্যাচ ফি দেওয়ার আগে যেন তার পারফরম্যান্সও বিচার করা হয়। ওই সিনিয়র এবং বোর্ডকর্তাদের ধারণা, কিছু ক্রিকেটার ঘরোয়া এবং জাতীয় দলকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সেই বৈঠকেই ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের থাকার মেয়াদ নিয়ে কড়া হয়েছিল বোর্ড। জানা গিয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গম্ভীরের জন্যই। তিনিই নাকি দলের ক্রিকেটারদের বিশৃঙ্খলায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। পাশাপাশি, জুনিয়র ক্রিকেটারদেরও প্রতিও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বোর্ডকে। গম্ভীর ভারতীয় দল

থেকে বিশৃঙ্খলা দূর করতে মরিয়া। তাই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর মেয়াদ কমানো উচিত বলে মনে করেন তিনি। ফলে বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে, যদি ৪৫ দিন বা তার বেশি সময় সিরিজ চলে, তা হলে ক্রিকেটারদের পরিবার সর্বোচ্চ ১৪ দিন থাকতে পারবে। সীমিত সময়ের সফর হলে এক সপ্তাহের বেশি থাকা যাবে না। বোর্ডের ওই সূত্র বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া সফরে ক্রিকেটারদের বিশৃঙ্খলতার কথা পর্যালোচনা বৈঠকে বিস্তারে বলেছে গম্ভীর। এই কারণেই কোভিডের আগে থাকা নিয়মগুলো আবার ফিরিয়ে আনছে বোর্ড। দু'সপ্তাহের বেশি ক্রিকেটারদের পরিবার থাকতে পারবে না। বোর্ডকর্তাদের পাশাপাশি ক্রিকেটারেরাও এ ব্যাপারে একমত। গম্ভীরই বোর্ডকে পরামর্শ দিয়েছেন এমন নিয়ম চালু করার জন্য। তার কারণ একটাই, পরিবার সঙ্গে থাকায় এক টিম এক নিয়ম চালু করতে অসুবিধা হচ্ছে। শৃঙ্খলাও ধরে রাখতে পারছেন না। টিমকে শৃঙ্খলায় বাঁধতেই পরিবারকে দূরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন গম্ভীর। এমন পরামর্শ কি টিমের সিনিয়ররা মেনে নেবেন? তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। এতে সিনিয়রদের সঙ্গে কোচের দূরত্ব যে বাড়বে, সন্দেহ নেই। এতেই শেষ নয়, গম্ভীর কিন্তু জুনিয়রদের আরও বেশি নিয়মে বাঁধার পক্ষপাতী। অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় টিমের সিনিয়রদের সঙ্গে নিয়মিত ডিনারে নানা জায়গায় যেতেন জুনিয়র ক্রিকেটাররা। পুরো সফরে মাত্র একটা দিন সবাই মিলে ডিনার করেছেন। জুনিয়র ক্রিকেটারদের এই আচরণ মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না গম্ভীর। এও জানা যাচ্ছে, সিরিজ বা সফর শেষ হওয়ার পরই যেন ম্যাচ ফি বোর্ডের তরফে না দেওয়া হয়, এমন পরামর্শ দিয়েছেন টিমের এক সিনিয়র প্লেয়ার। ওই বৈঠকে রোহিত ছিলেন। তিনিই কি দিয়েছেন এমন পরামর্শ? বোর্ডকে বলা হয়েছে, প্লেয়ারের পারফরম্যান্স খতিয়ে দেখে তার পরই যেন ম্যাচ ফি দেওয়া হয়।

হংকং অতীত, যোগ্যতা অর্জনের ভারতের কাঁটা ইন্দোনেশিয়া

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারিঃ ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার আনন্দ শেষ ভারতীয় মহিলা ফুটসল দলের। সামনে এখন আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে তারা। ১৭ জানুয়ারি তথা শুক্রবার, তারা এএফসি মহিলা ফুটসল এশিয়ান কাপ ২০২৫ যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচে 'গ্রুপ বি'তে ইন্দোনেশিয়ার মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটসল ম্যাচটি ১৫ জানুয়ারি হংকংয়ের বিরুদ্ধে ছিল, যা ০-৫ গোলে পরাজিত হয়। যদিও এই ম্যাচে ভারত পরাজিত হয়। তবুও সবার মনে ছিল যে, তাদের খেলা একেবারে লজ্জাজনক ছিল না। এটি ছিল তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং তারা নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর পথে ছিল। ম্যাচ শেষে ভারতের হেড কোচ, জোশুয়া ভাজ জানিয়েছিলেন, ''ফলাফল আমাদের খেলোয়াড়দের প্রথমার্ধের পারফরম্যান্সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এটি ছিল তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং তারা ভাল খেলেছে। অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা কিছু ভুল করেছি, কিন্তু হংকং ছিল আরও অভিজ্ঞ।'' এবার ভারতীয় দলের সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়া

তাদের প্রথম ম্যাচে কিরগিজ রিপাবলিককে ১১-৩ গোলে পরাজিত করেছে। ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ নম্বরে রয়েছে। তারা ২০১৮ সালে এএফসি মহিলা ফুটসল এশিয়ান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল। এছাড়া, ২০২৪ সালের এশিয়ান মহিলা ফুটসল চ্যাম্পিয়নশিপে তারা তৃতীয় স্থান লাভ করেছে এবং ২০২৩ সালে মহিলা ত্রিরাষ্ট্র ফুটসল চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়। ভারতীয় দলের কোচ জোশুয়া ভাজ ইন্দোনেশিয়ার শক্তি সম্পর্কে বলেন, ''ইন্দোনেশিয়া সুসংগঠিত দল, যারা দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তাদের দলে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় রয়েছে এবং তাদের দেশের ফুটসল লিগও খুব প্রতিযোগিতামূলক। তারা এই খেলায় অনেক অভিজ্ঞ।'' যদিও ইন্দোনেশিয়া শক্তিশালী, কোচ ভাজ মনে করছেন যে ভারত এখনও যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ পেতে পারে। তিনি বলেন, ''আমাদের এখনও দুটি ম্যাচ বাকি আছে এবং আমরা চেষ্টা করব রক্ষণে এবং মনোযোগের দিক থেকে উন্নতি করতে। যদি আমরা এক সেকেন্ডও মনোযোগ হারাই, তাহলে আমরা গোল খেতে পারি। আমাদের মেয়েদের মনোযোগ এবং কৌশলগত দিকে কাজ করতে হবে।'' তিনি আরও বলেন, ''ফুটসল খেলায় আক্রমণ এবং ডিফেন্সের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। আমাদের একাধিক দক্ষ খেলোয়াড়ের প্রয়োজন যাতে আমরা কার্যকরী রোটেশন করতে পারি। আমরা আজকের অনুশীলনে ডিফেন্স, বল দখল এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণাত্মক কৌশলের উপর কাজ করব।''

বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত, ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার কথা লুকিয়েছিলেন তারকা!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বাবা হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। উদ্বিগ্ন মেয়ে দু'দিন প্রার্থনা করেই কাটিয়েছেন। তার মধ্যে তাঁরও জীবনে ঘটে গিয়েছে বড়সড় দুর্ঘটনা। কিন্তু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সেই খবর বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন মেয়ে। বাবার জন্য মেয়েরা এমনই করে থাকেন। সে ভারতীয় দলের নামী তারকা হলেও তাতে ব্যতিক্রম হবে কেন! হয়ওনি। অবশ্য এমন খবর বেশি দিন চেপেও রাখা যায় না। সপ্তাহখানেক পর বাবা একটু সুস্থ হতে মেয়ে নিজেই বলেছিলেন, ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ে গিয়েছেন তিনি! এমন আশ্চর্য ঘটনা তুলে ধরলেন শেফালি ভার্মা। বাবা সঞ্জীব ভার্মার হাতেই ক্রিকেটের হাতেখড়ি। কোচ বদল হলেও মেন্টর বদলায়নি শেফালিই। বাবাই বরাবর মেয়ের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছেন। তাই বাবার হার্ট অ্যাটাকের খবর গভীর ভাবে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল শেফালিকে। দু'দিন পরেই টিম নির্বাচন হয়। কিন্তু খারাপ ফর্মের জন্য দল থেকে বাদ পড়ে যান। তখন খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাবার জন্য নিজের ভারতীয় টিম থেকে বাদ পড়ার খবর জানাতে পারেননি। এমনকি পরিবারের বাকি সদস্যের কাছেও গোপন করে যান। শেফালি নিজেই বলেছেন, ''ওই সময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা সহজ ছিল না। দল থেকে বাদ পড়ার খবর পাওয়ার দু'দিন আগে বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়। আমি

বাবার কাছ থেকে খবরটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, যতক্ষণ না ভালো হয়ে ওঠে। আমি ওই সারাটা সময় হাসপাতালে ছিলাম। এক সপ্তাহ পর বাবা একটু সুস্থ হতে আমি সত্যিটা জানিয়েছি।'' ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর হরিয়ানার মেয়ে কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে মেলে ধরেছেন। বিপুল রান করেছেন। বাংলার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে ১৯৭ রানের অবিশ্বাস্য রানও করেছিলেন। ৩টে সেঞ্চুরি ও ৫টা হাফসেঞ্চুরি বেরিয়ে এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। বাবা সঞ্জীব কতটা গুরুত্বপূর্ণ শেফালির জীবনেও তাও তুলে ধরেছেন তিনি। শেফালির কথায়, ''বাবারা সব জানেন। অনেক সময় আমরা নিজেদের শক্তি ভুলে যাই। কিন্তু বাবারা ভোলে না। ছেলেবেলা থেকে বাবা আমাকে ওয়ার্কআউট করতে উৎসাহ জুগিয়ে গিয়েছেন। অন ড্রাইভ, স্ট্রেট ড্রাইভ, যা আমার শক্তি, সেটা বাবার হাত ধরেই এসেছে।''

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে মন খারাপ পাক তারকার

ইসলামাবাদ, ১৬ জানুয়ারিঃ যে কোনও দেশের ক্রিকেটারদের কাছে ক্রিকেট সকলের ঊর্ধ্বে। আগামী মাসের ১৯ তারিখ শুরু হবে বহু প্রতীক্ষিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এ বারের আইসিসির এই টুর্নামেন্টের আয়োজক পাকিস্তান। টিম ইন্ডিয়া পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে যাবে না। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক চুক্তি হয়েছে যে পরবর্তী আইসিসি টুর্নামেন্ট দুই দল নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলবে। এই চুক্তির কারণেই এ বার দুবাইতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সবকটি ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। এই চুক্তি একইসঙ্গে এও পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে এ বার থেকে আর ভারতের মাটিতে এসে খেলা হবে না বাবর আজম-মহম্মজ রিজওয়ানদের এই পরিস্থিতিতে ভারতে আর খেলতে আসতে পারবেন না বলে মন খারাপ এক পাক তারকা ক্রিকেটারের। স্পোর্টস টক-কে পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার ফকর জমান জানান, তাঁরা আর ভারতের মাটিতে খেলতে আসতে পারবেন না বলে মন খারাপ। এ বিষয়ে ফকর বলেন, ''ভারতের মাটিতে খেলতে পারব না আর আমরা। সত্যি বলতে গেলে ভীষণ মিস করব বিষয়টা। গত বছর ওডিআই বিশ্বকাপের সময় সেখানে সফর করে দারুণ উপভোগ করেছি। আমরা সেখানে গিয়ে যে আতিথেয়তা পেয়েছি তা অসাধারণ। সমর্থনও পেয়েছি সেখানে। হায়দরাবাদে যখন প্রথম গিয়ে পৌঁছাই সেখানকার স্থানীয় মানুষজন আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সকলের ভালোবাসা ফুটে উঠেছিল। আমরা সেগুলো মিস করব।''

১৮৯২ কোটি! এতেই শেষ নয়, সৌদির ক্লাবে আশ্চর্য চুক্তি রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ১৬ জানুয়ারিঃ আরও একটা মরসুম আল নাসেরেই থাকছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। যে অঙ্কে নতুন চুক্তিতে সই করেছেন সিআর সেভেন, তা জানলে অনেকের চোখ কপালে উঠবে। সৌদি আরবের অন্যতম জনপ্রিয় ক্লাব আল নাসেরে আগামী মরসুমে ১ হাজার ৮৯২ কোটি টাকা পাবেন রোনাল্ডো। এখানেই শেষ নয়, রয়েছে আরও এক আশ্চর্য চুক্তি। আল নাসের ক্লাবের হয়ে আগামী মরসুম থেকে রোনাল্ডো পাবেন ১৮৯২ কোটি টাকা। সেই সঙ্গে এই ক্লাবের আংশিক মালিকানাও পাচ্ছেন তিনি। সৌদি ক্লাবে এ বার থেকে ৫ শতাংশ

শেয়ার থাকবে রোনাল্ডোর। অর্থাৎ তিনি চুক্তি অনুযায়ী ১৮৯২ কোটি টাকার সঙ্গে পাবেন আরও শেয়ার বাবদ আরও টাকা। সৌদি প্রো লিগের উন্নতি দেখে খুশি সিআর সেভেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ''এই লিগের উন্নতি দেখে আমি গর্বিত। প্রচুর প্লেয়ার এতে অংশ নিচ্ছে যাতে এই লিগে প্রতিযোগিতা বজায় থাকে। এবং প্রতিযোগিতার মান বাড়ে।'' আল নাসেরের সঙ্গে নতুন এই যে চুক্তি হয়েছে, তাতে বিশ্বের সবচেয়ে দামী ফুটবলার রোনাল্ডো। তিনি প্রতি সপ্তাহে এ বার থেকে পাবেন ৩৫.২৬ কোটি টাকা। সেই দিক থেকে দেখতে হলে প্রতি মিনিটে রোনাল্ডো পাবেন ৩১,৩৯০ টাকা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে রঞ্জিতে ব্যাট হাতে বিরাট-রোহিত?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রঞ্জি ট্রফিতে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির পাশাপাশি শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে পরাজয়ের পর এখন ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের হিড়িক পড়েছে ভারতের ক্রিকেটারদের। অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ভারতের ব্যর্থতায় বোর্ড তাদের খেলোয়াড়দের ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশনা শীর্ষ খেলোয়াড়দের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ জাতীয় দলের তাদের খারাপ ফর্মের জন্য তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। তাই তরুণদের পাশাপাশি সিনিয়র খেলোয়াড়রাও রঞ্জি ট্রফির পাশাপাশি অন্যান্য ঘরোয়া লিগের দিকে বেশি মনোনিবেশ করছেন। তবে বর্তমানে আলোচনা বিষয় হচ্ছে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা নিয়ে তবে গত কয়েক মাস রোহিত শর্মার ফর্ম ভালো না থাকায় প্রশ্ন উঠেছে ফিটনেস নিয়ে। সামনে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, তাই জাতীয় দলের ফর্ম নিয়ে চিন্তার ভাজ দেখা দিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড থেকে অগনিত ক্রিকেট প্রেমীর মধ্যে। এদিকে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন রোহিতকে রঞ্জি ট্রফিতে ফিরিয়ে আনতে তপর হয়ে উঠেছে। আগামী ২০ জানুয়ারী তাদের দল ঘোষণা করতে চলেছে, কিন্তু তার আগেই তারা রোহিত শর্মার সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছেন। গত সপ্তাহে রোহিতকে মুম্বই দলের অনুশীলনে যোগ দিতে দেখা যায়, যেখানে তিনি নেটে ব্যাটিং করছেন। মুম্বইয়ের নির্বাচকরা ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিতের সঙ্গে কথা বলে রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় লিগে খেলা নিয়ে তার মতামত জানতে চেয়েছেন। রোহিত ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন, তাঁকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে জগিং করতেও দেখা গিয়েছে। তবে ডিডিসিএ (দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন) নিশ্চিত করেনি, বিরাট এবং রোহিতের রঞ্জি খেলা নিয়ে। অপরদিকে, বিরাট কোহলির ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে আসার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে । তবে সবাইকে ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নিতে হবে, বিশেষত যদি জাতীয় দলের ম্যাচ না থাকে। এরই মধ্যে বোর্ডের রিভিউ কমিটিও এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়েছে যে, জাতীয় দলের খেলা না থাকলে প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই রঞ্জি ট্রফি বা অন্যান্য ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে। এমনকি, বিরাট কোহলি যদি ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন, তবে তা

আগামী ২৩ জানুয়ারি থেকে দিল্লি বনাম সৌরাষ্ট্রের রঞ্জি ম্যাচে বিরাট কোহলি খেলবেন কি না, তা এখনও সঠিক খবর জানা যায়নি। বর্তমানে তিনি এবং তার স্ত্রী অনুস্কা শর্মা সামাজিক অনুষ্ঠানের কারণে মুম্বইয়ের আলিবাগে। এই ফার্মহাউস কিনতে তারা প্রায় ৩৪ কোটি টাকা খরচ করেছেন। এই ফার্মহাউসের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান থেকে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাঁরা স্পিডবোটে করে আলিবাগ যাচ্ছিলেন। একই সঙ্গে, জাতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর একাধিকবার জানিয়েছেন জুনিয়র খেলোয়াড়দের জন্য বড় অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়াবে। পাশাপাশি বিরাটের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বেশ আলোচনা করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে তিনি স্ত্রী অনুস্কা ও সন্তানদের নিয়ে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রাধাবল্লভলাল মন্দিরে পুজো দেন। তবে মুম্বইতে ফিরে আসার পরেও তাকে মাঠে দেখা যায়নি। তবে ভক্তরা আশাবাদী যে, সৌরাষ্ট্রের বিপক্ষে রঞ্জি ম্যাচে তাকে দেখা যাবে এবং যদি সে মাঠে নামেন, তবে ২০১২ র পর ১৩ বছর পর ঘরোয়া ক্রিকেটে দেখা যাবে।

টটেনহ্যামকে ১০ গোল দিতে না পারার আক্ষেপ রাইসের

টটেনহ্যাম হটস্পারকে হারিয়ে মহামূল্য তিনটি পয়েন্ট আদায় করে নিয়েছে আর্সেনাল। উচ্ছ্বসিত কোচ মিকেল আর্তেতা তো ঘোষণা করেই দিয়েছেন, তার দল এখনও শিরোপা লড়াইয়ে আছে শক্তভাবেই। তবে এই জয়ে ঠিক তৃপ্ত নন ডেক্লান রাইস। আর্সেনাল মিডফিল্ডারের মতে, আরও অনেক বেশি গোল করা উচিত ছিল তাদের।

লন্ডন, ১৬ জানুয়ারিঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটিতে বুধবার ঘরের মাঠে ২৫তম মিনিটে পিছিয়ে পড়েছিল আর্সেনাল। তবে সেই গোল শোধ করে প্রথমার্ধেই তারা এগিয়ে যায় ২-১ ব্যবধানে। আক্রমণের স্রোত বইয়ে দিলেও আর কোনো গোল হয়নি ম্যাচে। গোলের ব্যবধান বাড়াতে দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন কোচ আর্তেতা। সুযোগও তৈরি হয়। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি কেউ। ম্যাচ শেষে সেটিই উঠে এলো রাইসের কণ্ঠে। ''আমাদের দুর্ভাগ্য যে ১০টি গোল করতে পারিনি। এরকমই মনে হচ্ছে। প্রথম মিনিট থেকে প্রথম ৪৫ মিনিট ছিল পুরোপুরি দাপটের। হ্যাঁ, ডার্বি এটাকে বলতে পারেন বটে।'' এই ম্যাচের আগে এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে টাইব্রেকারে হেরেছে আর্সেনাল। এর আগে লিগ কাপের

সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে হেরেছে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে। লিগের সবশেষ ম্যাচে তারা ড্র করেছিল ব্রেন্টফোর্ডের সঙ্গে। টটেনহ্যামের সঙ্গে জয়টা তাই জরুরি ছিল আর্সেনালের জন্য। তবে টিএনটি স্পোর্টসকে রাইস বললেন, আর্সেনালের বিপক্ষে 'ডার্বি' ম্যাচের জন্য বাড়তি প্রেরণা প্রয়োজন পড়েনি তাদের। ''স্পার্সের সঙ্গে ম্যাচের জন্য কোনো বাড়তি বার্তার প্রয়োজন নেই আমাদের। এই ম্যাচে লড়ার জন্য মাঠে নামতে না পারলে ফুটবল খেলারই দরকার নেই। বরং হতাশার ব্যাপার হলো যে, আমরা অন্তত আরও পাঁচ-ছয়টি গোল করতে পারতাম।'' এই ম্যাচে দলের জন্য কঠিন মানসিক পরীক্ষা ছিল জানিয়ে কোচ আর্তেতা বলেছেন, শিরোপার লড়াইয়ে আবার তারা ফিরেছেন ভালোভাবেই। যদিও লিভারপুল এখনও অনেকটা এগিয়ে। ২০ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট তাদের। এক ম্যাচ বেশি খেলে চার পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল।

ফের ৫ গোল করে কোপা দেল'রের কোয়ার্টার ফাইনালে বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ১৬ জানুয়ারিঃ স্পেনের কনটেন্ট ক্রিয়েটর আদ্রি কন্ত্রেরাসকে কথাটা কয়েক দিন আগে বলেছেন রাফিনিয়া, 'লামিনে বেশ কয়েকটি ব্যালন ডি'অর জিতবে...অন্তত তিনটি।' ক্লাব সতীর্থের মুখের কথা মুখে থাকতেই যেন ভবিষ্যটা দেখিয়ে দিলেন ইয়ামাল। কোপা দেল রে-তে গতকাল রাতে বার্সেলোনা কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথে রিয়াল বেতিসকে হারিয়েছে ৫-১ গোলে। গোল করেছেন আলাদা পাঁচজন খেলোয়াড়। তবু বার্সার ১৭ বছর বয়সী এই উইঙ্গারকে নিয়ে আলাদা করে কথা হচ্ছে। এই ম্যাচ নিয়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমগুলোর শিরোনামও ইয়ামাল। কারণ? ইয়ামাল নিজে গোল করেছেন একটি, করিয়েছেন আরও দুটি। অফসাইডের কারণে তাঁর একটি গোল বাতিলও হয়েছে। আর ম্যাচজুড়ে নান্দনিক খেলা তো ছিলই। প্রতিপক্ষকে 'নাটমেগ' করেছেন, ফেলেও দিয়েছেন শরীরী ডজে, পাশাপাশি উইং চিরে ফেলা দৌড় তো ছিলই। ফুটেছে ড্রিবলিংয়ের সৌন্দর্যও। এমন একটা ম্যাচের পর ইয়ামাল প্রশংসায় ভেসে যাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। বার্সার মিডফিল্ডার গাভি যেমন বলেছেন, লিওনেল মেসির পরই বিশ্বের সেরা ফুটবলার ইয়ামাল! পুরো শক্তি নিয়ে নামেনি বার্সা। রবার্ট লেভানডফস্কি, মার্ক কাসাদো, আলেহান্দ্রো বালদেকে বিশ্রাম

দিয়েছিলেন কোচ হান্সি ফ্লিক। গাভি-ইয়ামালদের কাঁধে তাই অতিরিক্ত দায়িত্বও ছিল। বয়সে তরুণ হলে কী হবে, দায়িত্ব পালনে কোচের কাছ থেকে নিশ্চয়ই এক শতে এক শই পাবেন তাঁরা। ইয়ামাল পেতে পারেন দু'শো! ২৭ মিনিটে জুলস কুন্দেকে দিয়ে করানো গোলে নিখুঁত লবটির জন্য কিংবা ৫৮ মিনিটে রাফিনিয়ার গোলের আগে প্রতি-আক্রমণের শুরুটা করার জন্যও। আর ৭৫ মিনিটে তাঁর নিজের গোলটি তো আছেই। চলতি মরসুমে ২৪ ম্যাচে ৯ গোলের পাশাপাশি ১৩টি গোল করালেন ইয়ামাল। পারফরম্যান্সের এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ব্যালন ডি'অর হাতে আসতে বাধ্য। মেসি যেমন মরসুমের পর মরসুম ধরে সেটাই ধরে রেখে জিতেছেন ৮টি ব্যালন ডি'অর। কাল ইয়ামালের খেলা দেখে বার্সারই প্রাক্তন উইঙ্গার জেরার্দ দেউলেফেউ যেমন এক্স-এ লিখেছেন, 'মেসি ও নেইমার মিলিয়েই কি সে?' উত্তর খুঁজে নিতে পারেন একটি পরিসংখ্যানে- ইউরোপের শীর্ষ ৭ লিগ মিলিয়ে চলতি মরসুমে এখন পর্যন্ত ইয়ামালই সবচেয়ে সফল ড্রিবলার (১৫৩)। শুধু ড্রিবলিংয়ে এই সাফল্য হার নয়, ইয়ামালের খেলার ধরনেও বার্সার সেই তরুণ মেসিকে কারও কারও মনে পড়ে। গাভি যেমন ইয়ামালের প্রশংসায়ও ইন্টার মায়ামি তারকাকে টানলেন ম্যাচ শেষে। জানতে চাওয়া হয়েছিল, ইয়ামাল এ মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ফুটবলার কি না? গাভির উত্তর, ''হ্যাঁ সে-ই। লিওনেল মেসির পর সেই সেরা।'' বার্সা কোচ ফ্লিকও গাভির সঙ্গে একমত। তবে সেটা অভিভাবকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ''গাভি আবেগী, তবে আমিও তাই মনে করি। আমরা সেটা দেখতেও পাচ্ছি। বড় ম্যাচে বড় প্রতিভারা পারফরম্যান্স করে এবং সে এটা অনেকবারই করে দেখিয়েছে। সে খুব ভালো পথে আছে, তবে তার যত্ন নিতে হবে আমাদের।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com